দংশিত বিবেক সম্বিত চেতনা-১

ই'তিকাফ এবং মাহে রমজানের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও মহা প্রত্যাশা

The Political Reality and Great Expectations of Etiquaf and Ramadan

প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

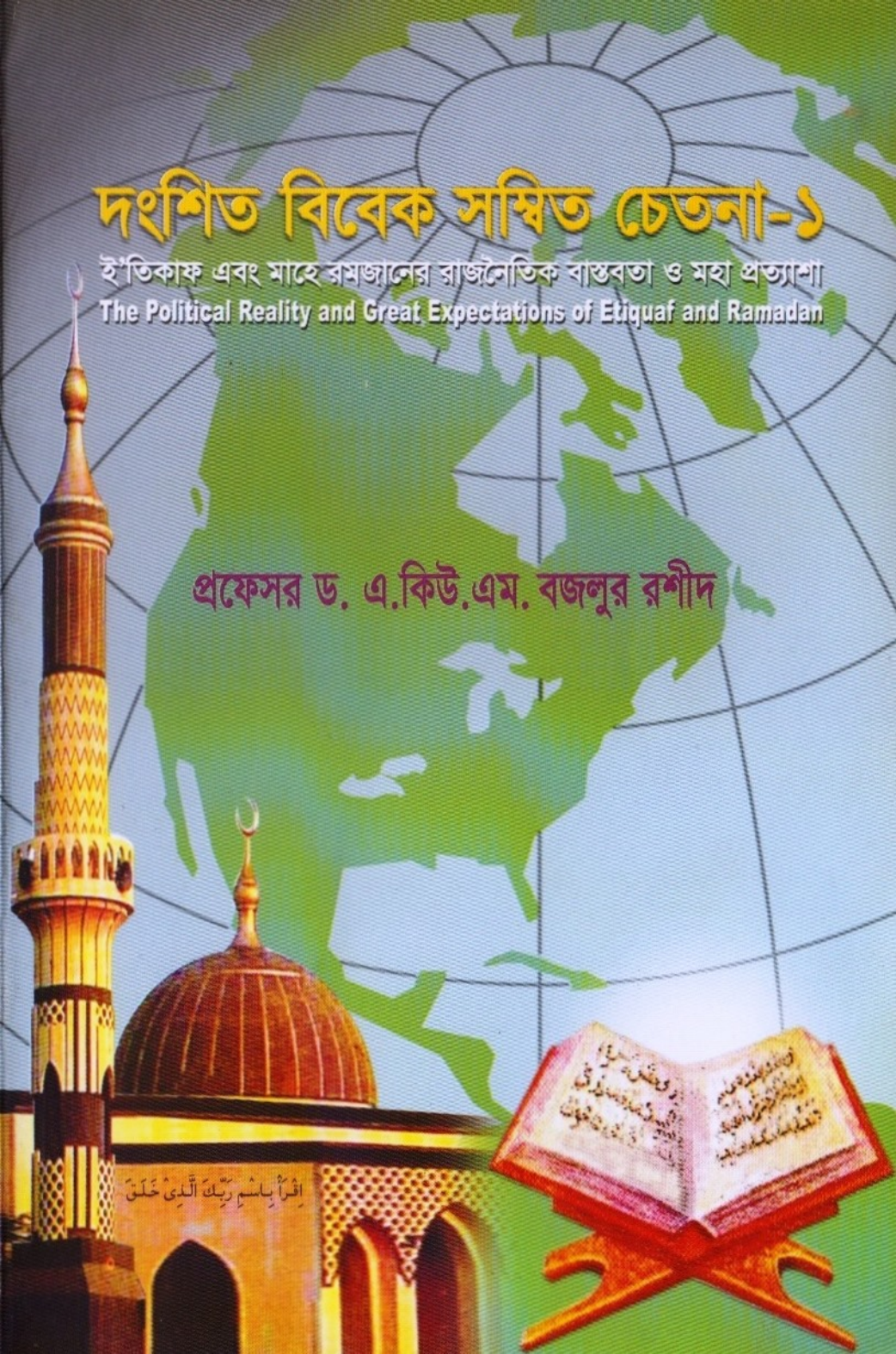

দংশিত বিবেক সম্বিত চেতনা-১
ই'তিকাফ এবং মাহে রমজানের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও মহা প্রত্যাশা

সম্পাদনা–
প্রফেসর ড. এ,কিউ,এম. বজলুর রশীদ
ডীন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন অনুষদ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যাল

প্রকাশনা–
এ্যাসেম্‌ব্‌লী ফর গ্লোবাল রিসোর্স ইন্টেলেকচুয়াল্‌স বাংলাদেশ (এ্যাগ্রিব)
ইমেইল ঃ agribaqmbr@yahoo.com

আগস্ট- ২০০৭

মুদ্রণে–
প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
পান্থপথ, ঢাকা- ১২০৫
ফোন ঃ ৮৬১১৭৬৬, ০১৯১২০৪৩২৮২

DANGSHITA BIBEK SHAMBITA CHETONA-1
The Political Reality and Great Expectations of Etiquaf and Ramadan
by
Prof. Dr. A.Q.M. Bazlur Rashid
Dean, SARD
Bangladesh Open University

Published by
Assembly for Global Resource Intellectuals Bangladesh (AGRIB)
Email: agribaqmbr@yahoo.com

August- 2007

Price : £ 5, $ 10, Tk 50

Printed at
Prakash Printing and Packing

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মরহুম মাতা-পিতার
রূহের মাগফিরাত কামনায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ইসলামের বিপরীত ব্যবস্থা ও অবস্থাকে বলা হয় জাহেলিয়াত। আরবের ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে- সে যুগে ওহীর জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, আন্দাজ, অনুমান, কল্পনা কিংবা মনের কামনা বাসনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জন্য ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচারসহ জীবন যাপনের অন্যান্য পথ তৈরী করে নিয়েছিল। জীবন ব্যবস্থার এহেন পথকেই বলা হয় জাহেলিয়াতের পথ। জাহেলিয়াত শব্দটি তাই ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলাম হল পুরোপুরি জ্ঞানের পথ যা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত। সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন সেই মহান আল্লাহ্ নিজেই তা দেখিয়েছেন। মানব কল্যাণে যুগে যুগে ওহীর মাধ্যমে বছরের শ্রেষ্ঠতম মাস মাহে রমজানে তিনি মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য পথ নির্দেশক হিসেবে পেশ করেছেন ইসলাম। অথচ মাহে রমজানের সেই প্রকৃত হাকিকত আমরা আবদ্ধ করে রেখেছি জাহেলিয়াতের গহ্বরে কেবলই ধর্মীয় অবয়বে ফজিলতের প্রলেপ দিয়ে। মাহে রমজানের গর্ভে লালিত অপরিহার্য যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আল কুরআন যা মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং যার প্রতিটি অধ্যায়ই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসন-প্রশাসন অর্থাৎ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তা যেন থেকে যায় একেবারেই উপেক্ষিত।

কালের চাকা ঘুরে প্রতিটি বছর মাহে রমজান হোচট খেয়ে ফিরে যায় আমাদের দোর গোড়া থেকে। অনড় থেকে যায় জাহেলিয়াতের আষ্টে পৃষ্ঠে বন্দী মানুষের সার্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা। বাস্তবে দেখা যায় মাহে রমযান আগমনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজে নিছক সওয়াবের আশায় আল-কুরআন তেলাওয়াত ও খতমের ধুম পড়ে যায়। মাসব্যাপী চলতে থাকে ইফতার মাহফিল, তারাবীহ, ই'তিকাফ, ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন সহ নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতার মহড়া। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত চিন্তাবিদ, গবেষক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবি এমনকি আলেম উলামা সবাই যেন রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের ওয়াজ নিয়ে এ মহড়ায় সওয়াবের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। কিন্তু মাহে রমযান তথা আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য ও অনুসরনীয় বিষয় কি, একটি ইসলামী সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসন-প্রশাসনের নিয়ম-নীতি ও আইন বিধান কি, ইসলামী জীবন ধারার দিক নির্দেশনা ও বিধি বিধান ইত্যাদির কোন সন্ধান তারা এ আনুষ্ঠানিকতার মহড়ায় খুজে পায় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে রয়েছে বিবেক বা তিরস্কারকারী নফস (নফ্সে লাউয়ামা) যা জাহেলিয়াতের অভিশাপে হয় দংশিত ও জর্জরিত। মানুষ পরিবেশগত কারণে যখন জাহেলিয়াতের হঠকারী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে তখন তা জায়েজ করার পিছনে যত সুন্দর সুন্দর যুক্তি ও অজুহাতই উপস্থাপন করুক না কেন সৃষ্টিকর্তা তার স্বভাব প্রকৃতিতে জীবন্ত

www.pathagar.com

ও সজাগ-সচেতন যে বিবেক পরীক্ষক হিসেবে অন্তরনিহীত ও সুরক্ষিত করে রেখেছেন তা কখনই মেনে নিতে পারে না। তাকে দংশিত ও আহত করেই অগ্রসর হয় বিবেকহীন পথে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন– **সত্য গোপন করার পথে কেহ যত ওজর বা যুক্তিই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে (বাকারা ঃ ১৪৬)**। বিবেকহীন জাহেলিয়াতের অভিশপ্ত অন্ধকারকে বিদূরিত করে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মাহে রমজানে নাযিলকৃত জ্যোতির্ময় নব্যুয়তী শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণের পথ পরিপাটি করে দেখে দিয়ে গেছেন। ফলে সে সময় মানুষ পেয়েছিল প্রকৃত শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাময় এক নতুন পৃথিবী। অতঃপর তার ওফাতের পর চলতে থাকে খেলাফতি শাসনতন্ত্র যার অধীনে পরিচালিত হয় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিশ্ব। পরবর্তীতে ক্রমেই তা আবদ্ধ হয়ে পড়ে রাজতন্ত্রের একনায়কত্ববাদী গন্ডিতে। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াতের কর্ণধার তাগুতী শক্তি মুসলীম উম্মাহ্র দুর্বল ছিদ্র পথে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ক্রমবর্ধমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ছদ্মাবরণে সন্ত্রাসতন্ত্রের বেড়জাল দিয়ে আষ্ট-পৃষ্ঠে আটকিয়ে ফেলে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাকে। বর্তমানে তার ভরা যৌবন। বিশ্বের আনাচে কানাচে প্রতিটি মানুষ আজ দিনাতিপাত করছে প্রতিটি মুহূর্ত সার্বক্ষনিক টেনশনে। দংশিত ও আহত কেবল ব্যক্তি বিবেক নয়, গোটা বিশ্ব বিবেকই আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বমানবতাবাদী গোষ্ঠি, চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবিরা আজ হতবাক, উৎকণ্ঠিত ও আতংকিত।

এমতাবস্থায় "দংশিত বিবেক সম্বিত চেতনা" এমনই এক দংশিত ক্ষুদ্র বিবেকের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি বিভিন্ন সময়ে জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত। বিবেকবান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পুস্তক আকারে তা প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আশাকরি বইটি বিবেকবান পাঠক সমাজকে প্রকৃত পথে যথার্থ দিক দর্শনে সহায়ক হবে। আর তখনই হতে পারে বইটির প্রকৃত মূল্যায়ন। এতে উল্লেখিত কোন তথ্য বা শব্দ মনের অজান্তে কিংবা অজ্ঞতা বশতঃ অযাচিত কোন ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশাকরি সুহৃদ পাঠক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধকরতঃ ভবিষ্যতে সংশোধিত আকারে প্রকাশের সুযোগ করে দেবেন। ইতোমধ্যে বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও দোয়া। দংশিত বিবেকের সম্বিত এ চেতনাকে আল্লাহ্পাক কবুল করুন এবং আদালতে আখেরাতে সদকায়ে জারিয়াহর এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে মঞ্জুর করুন। আমিন।

প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ই'তিকাফ কি ও কেন? ১
ই'তিকাফ কি? ১
ই'তিকাফের লক্ষ্য ২
ই'তিকাফের উদ্দেশ্য ২
ই'তিকাফের প্রকার ২
ই'তিকাফের প্রস্তুতি ৩
ই'তিকাফে মসজিদে বসে আপনি কি করবেন? ৫
১. প্রাকৃতিক প্রয়োজন ৫
২. ঘুম ৬
২.১. ঘুম অপরিহার্য কেন? ৭
২.২. ঘুম এবং রাত্রি জাগরন ৮
২.৩. রাত্রি জাগরণ এবং লাইলাতুল কদর তালাশ ৯
২.৪. কদরের রাত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে কেন? ৯
৩. কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ১১
৩.১. সব ফরযের বড় ও প্রথম ফরয দ্বীন কায়েমের পূর্বশর্ত জ্ঞানার্জন ১১
৩.২. আল্‌কুরআন অধ্যয়ন ১৩
৩.২.১. অধ্যয়ন করবেন কিভাবে? ১৫
৩.২.২. কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীরুল কুরআন ১৬
৩.৩. হাদীস অধ্যয়ন ১৬
৩.৩.১. কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ১৭
৩.৪. ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ১৮
৩.৪.১. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইসলামী সাহিত্য ১৮
৪. কিয়ামুল লাইল বা রাতের নামায ২০
৪.১. নামায ২০
৪.১.১. জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় না করার শাস্তি ২২
৪.২. ফরয ২৩
৪.২.১. ফরয দু'প্রকার ২৩
৪.২.২. ওয়াজিব ২৪
৪.২.৩. সুন্নত ২৪
৪.২.৩.১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা ২৪
৪.২.৩.২. সুন্নতে গায়রে মুয়াককাদা ২৪

www.pathagar.com

৪.২.৪. নফল ২৪
৪.২.৫. মুস্তাহাব ২৪
৪.২.৬. মুবাহ ২৪
৪.২.৭. হারাম ২৫
৪.২.৮. মাকরূহ ২৫
৪.২.৯. হালাল ২৫
৪.৩. ইবলিসের ওয়াদা ২৫
৪.৪. কিয়ামুল লাইল ২৫
৪.৪.১. সালাতুত্ তাস্‌বীহ্ ২৭
৪.৪.২. তাস্‌বীহ্‌টি পড়ার নিয়ম ২৮
৪.৫. কিয়ামুল লাইল ব্যক্তি গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ ২৮
৪.৬. উপসংহার ২৯
৫. তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল, আত্ম পর্যালোচনা এবং দোয়া-মুনাজাত ৩০
৫.১. তাস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল ৩০
৫.২. আত্ম পর্যালোচনা এবং দোয়া-মুনাজাত ৩০
৫.২.১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ৩২
৫.২.১.১. ব্যক্তি সত্তা বা দিলের অপরাধজনিত ক্ষমা প্রার্থণা ৩৩
৫.২.১.২. নফসে আম্মারা ৩৫
৫.২.১.৩. নফসে লাউয়ামাহ্ ৩৫
৫.২.১.৪. নফসে মুতমাইন্না ৩৫
৫.২.২. শারীর বৃত্তীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ৩৭
৫.২.৩. পারিবারিক পর্যায়ে কৃত পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ৪০
৫.২.৩.১. মাতা-পিতার প্রতি করনীয় ৪০
৫.২.৩.২. পরিজনদের প্রতি করনীয় ৪২
৫.২.৩.৩. বান্দাহর হক নষ্ট জনিত অপরাধের পর্যালোচনা ৪২
৫.৩. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ৪৩
৫.৩.১. শিরক ৪৬
৫.৩.২. কুফর ৪৮

www.pathagar.com

৫.৩.৩. ইসলাম বিরোধী শক্তির (তাগুত) আনুগত্য করে চলা সবচেয়ে বড় শিরক ৪৯
৫.৩.৪. ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনই বড় ফরয ৫০
৫.৪. কবরে তিনটি সওয়াল ও জওয়াব ৫২
৫.৪.১. মৃত্যু কী? ৫২
৫.৪.১.১. রূহ কবজ ৫৩
৫.৪.১.২. আলমে বরযখের চিত্র ৫৪
৫.৪.২. কবরের প্রথম প্রশ্ন ৫৬
৫.৪.৩. কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন ৫৬
৫.৪.৪. কবরের তৃতীয় প্রশ্ন ৫৭
৫.৪.৪.১. কবরে যাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না ৫৮
৫.৪.৫. নেককার বান্দাহর জাগতিক জীবন? ৫৯
৫.৪.৬. আল্লাহর দীদার লাভ ৬০
৫.৪.৭. যাদের দোয়া কবুল হয় ৬২
৫.৪.৮. যাদের দোয়া কবুল হয় না ৬৩
৬. শবে কদর এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা ৬৪
৬.১. কদর এর অর্থ তিনটি– ৬৪
৬.১.১. মর্যাদা ৬৪
৬.১.২. তকদীর বা ভাগ্য নির্ধারণ ৬৫
৬.১.২.১. তকদীরে মুবরাম ৬৫
৬.১.২.২. তকদীরে মুয়াল্লাক ৬৬
৬.১.৩. পরিকল্পণা ৬৭
৬.২. রাসূল (সাঃ) এর দর্শন ৬৮
৬.২.১. আত্তাহিয়্যাত ৬৮
৬.২.২. দরুদ ৬৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ৭০
মাহে রমজানের রাজনৈতিক মহা প্রত্যাশা ৭০
১. মাহে রমজান কি শুধুই ফজিলতের মাস? ৭০
২. মানুষের ভাগ্য নির্ণয়কারী মাস মাহে রমজান ৭২
৩. সকল ওহীই নাযিল হয়েছে মাহে রমজানে ৭৩
৪. আল্-কুরআন নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাসবীহ তাহলীলের কোন বিধান নয় ৭৩

www.pathagar.com

৫. ঈমান ও আমলের শরয়ী মর্যাদা ৭৬
৬. মাহে রমজানে সিয়াম সাধনার মূল দাবি ৭৮
৭. সিয়াম সাধনা এবং তাকওয়ার গুণ কি ও কেন? ৭৯
৮. ইসলামী রাষ্ট্রের ১৪ দফা ইশতেহার বা মেনিফেষ্টো ৮২
৯. মাহে রমজান এবং আল্ কুরআনের বিশ্বায়নিক রাজনৈতিক উত্থানপতন ৮৩
১০. মাহে রমজানের রাজনৈতিক তাকওয়া ৮৭
১১. বিশ্বায়নের যুগে তাকওয়ার বাস্তবতা ৮৮
১২. সাম্প্রতিক বিশ্বে পরিবর্তনের আভাস ৯০
১৩. বে-রোজাদারদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে একটি হাদীস ৯২
তৃতীয় অধ্যায় ৯৩
ঈদ-উল্-ফিতর ঃ গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৯৩
১. ঈদের নামাজ একা একা হয় না কেন? ৯৭
২. ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম কেন? ৯৮
চতুর্থ অধ্যায় ৯৯
ঈদ্-উল্-আযহা ও কুরবানীর বাস্তব শিক্ষা ৯৯
পঞ্চম অধ্যায় ১০১
সম্বিত ১০১

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ই'তিকাফ কি ও কেন?

ই'তিকাফ কি?

ই'তিকাফ এর আভিধানিক অর্থ অবস্থান করা। পারিভাষিক অর্থে ই'তিকাফের নিয়্যাতে জামে মসজিদে কোন পুরুষের এবং নিজ ঘরে কোন মহিলার অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ই'তিকাফই হচ্ছে আত্মশুদ্ধি এবং ব্যক্তি পরিগঠনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ। আল্লাহ্তা'আলা নিজে মহাপবিত্র। তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অগণিত অনুগত বান্দাহদের পারলৌকিক সীমাহীন হায়াতে জিন্দেগীর অবস্থান জান্নাতও মহাপবিত্র। যার অধিবাসী হওয়ার জন্য বান্দাহকেও হতে হয় দেহমনে পুতঃ পবিত্র। অপবিত্র দেহ ও আত্মা পবিত্র জান্নাতের জন্য কখনও উপযোগী হতে পারে না। তাই আল্লাহ্র ঘর মসজিদে অবস্থান করে মাহে রমযানে মহিমান্বিত আল্-কুরআন নাযিলের মর্যাদাপূর্ণ লাইলাতুল কদর তালাশ এবং এ উছিলায় আল্লাহ্তা'আলার রহমতের আবেহায়াতে অবগাহন করতঃ নবী, রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণে নিজেকে পুতঃপবিত্র করে পবিত্র জান্নাত লাভের উপযোগী করে তৈরি করার মহা সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় ই'তিকাফ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে মাহে রমযানের প্রথম দশক, দ্বিতীয় দশক এবং তৃতীয় দশকে বা শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারেন যে, কদরের রাত শেষ দশকে লুকায়িত তখন থেকে তিনি সারা জীবন রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেন। তবে বিদায়ী বছরে তিনি ই'তিকাফ করেছেন রমজানের শেষ বিশে। এমনিভাবে তিনি নিজের জীবনে ই'তিকাফ বাস্তবায়ন করতঃ ই'তিকাফের প্রচলন ও পদ্ধতি রেখে গেছেন উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। সাহাবায়ে কেরামও (রাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ করেছেন। মহিলারা তা করেছেন নিজ নিজ গৃহে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং ব্যক্তি জীবনে কামিয়াবী হাসিলের লক্ষ্যে ই'তিকাফের মত এত নীরব ও নির্জন বৈধ বৈরাগ্যবাদী ইবাদত আর হতে পারে না। ই'তিকাফ মুমিন বান্দাহকে একদিকে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যান মগ্ন রেখে তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন এবং তার দীদার লাভের মাধ্যমে পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের পথ সুগম করে দেয়। অপরদিকে জাগতিক জীবনে চলার পথে যোগায় পাথেয়।

আল্লাহ্ বলেন–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا

www.pathagar.com

إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"আমরা এ ঘরকে (কাবাকে) মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে নির্দিষ্ট করেছি এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছি যে ইব্রাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর। ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে তাকিদ করে বলেছি যে তাওয়াফ, ই'তিকাফ এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘর পবিত্র করে রাখ" (বাকারা ঃ ১২৫)

ই'তিকাফের লক্ষ্য

মহামহিমান্বিত আল-কুরআন নাযিলের পবিত্র রাত আল-কদর তালাশ উপলক্ষে দুনিয়াবী সকল কাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সম্পর্ক রহিত করে মাহে রমজানের শেষ দশকে মসজিদে নির্জনে অবস্থান করতঃ নিজের ব্যক্তি সত্তাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যান ও ইবাদতে মশগুল রেখে জীবনের সমস্ত গুনাহ-খাতাহ মাফ করে নিয়ে নিজেকে জান্নাতোপযোগী করে তৈরী করাই মূলতঃ ই'তিকাফের লক্ষ্য। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

"যে ব্যক্তি ঈমান ও একীনের সাথে এ রাতে আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তার অতীত জীবনের সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়" (বুখারী ও মুসলিম)

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য

ই'তিকাফের মুখ্য উদ্দেশ্য ২টি–

১) নামায, ইবাদত এবং মুহাসাবায়ে নফসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও গুনাহ মাফ।

২) জীবন ও জগতের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ও সৌভাগ্যপূর্ণ শবে কদর তালাশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিজের এবং মহল্লাবাসী, সমাজ ও দেশ তথা বিশ্ববাসীর জন্য ভাগ্য রচনা করে নেয়া।

ই'তিকাফের প্রকার

ই'তিকাফ তিন প্রকার-

১) ওয়াজিব ই'তিকাফ
২) সুন্নাত ই'তিকাফ
৩) নফল ই'তিকাফ

www.pathagar.com

১) **ওয়াজিব ই'তিকাফ ঃ** ই'তিকাফ ওয়াজিব হয় মানত করার দ্বারা। মানত দুই ধরনের হতে পারে। সাধারণ মানত অথবা কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত মানত। সাধারণ মানত যেমন, কেউ বলল ঃ আমি অমুক তারিখে ই'তিকাফ করার মানত করলাম। শর্তের সাথে সম্পর্কিত মানত যেমন, কেউ বলল ঃ আমার উদ্দেশ্য পূরণ হলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ই'তিকাফ করব। মানতের ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত। এমনকি, কেউ যদি মানত করে যে, রোযা রাখা ব্যতীত আমি একমাস ই'তিকাফ করব তবু তার ই'তিকাফ আদায়কালে রোযা রাখতে হবে। মানত সহীহ্ হওয়ার জন্য মানতের কথা মুখে উচ্চারণ করা জরুরী। মনে মনে নিয়ত করার দ্বারা মানত হয় না। এ প্রকার ই'তিকাফের হুকুম হলো, নিজের ওপর থেকে ওয়াজিব আদায় এবং সওয়াব হাসিল।

২) **সুন্নাত ই'তিকাফ ঃ** রমযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ যা মহল্লাবাসীদের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। মহল্লাবাসীর কোন একজন তা আদায় করলে অন্য সকলে দায়মুক্ত হবে আর কেউ আদায় না করলে সকলেই সুন্নাত তরকের দায়ে দায়ী হবে। এ প্রকার ই'তিকাফের হুকুম হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া থেকে মুক্ত হওয়া এবং সওয়াব হাসিল করা।

৩) **নফল ই'তিকাফ ঃ** মানতের ই'তিকাফ এবং রমযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ ব্যতীত অন্য সময়ের ই'তিকাফ এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়। সময়ের ব্যাপারেও কোন সীমাবদ্ধতা নেই। দিনে বা রাত্রে যে পরিমাণ সময়ের জন্য ইচ্ছা নিয়্যত করে ই'তিকাফ করা যেতে পারে।

নফল ই'তিকাফের জন্য এরূপ নিয়্যত করতে হয়- হে আল্লাহ্ ! যতটুকু সময় আমি এ মসজিদে থাকব, ততটুকু সময়ের জন্য ই'তিকাফের নিয়্যত করছি। শুধু মনে মনে নিয়্যত করলেই যথেষ্ট হবে, মুখে বলা জরুরী নয়।

ই'তিকাফের প্রস্তুতি

ই'তিকাফে বসার কাজটি হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি গ্রহণের কোন বিষয় নয়। সহীহ নিয়তে পূর্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে তার প্রস্তুতি পর্ব। যেহেতু ই'তিকাফে অবস্থানকালে একান্ত মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে অপ্রয়োজনীয় কোন কথা ও কাজ এবং মসজিদের বাইরে যাওয়া সঙ্গত নয়, সুতরাং আগে থেকেই ইতিকাফকারীকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হয় তার সকল দুনিয়াবী কার্যক্রম ও

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তা থেকে। মৃত্যু যবনিকার অনুশীলনে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি এবং নিয়তের চূড়ান্ত পরিশুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কে জানে আল্লাহপাক তার এ ই'তিকাফ অবস্থাকে কবুল করতঃ পুনরায় পূর্বস্থানে সংসার ও সমাজ জীবনে প্রত্যাবর্তন করাবেন কিনা? অতঃপর ই'তিকাফের দিন তারিখ ঘনিয়ে এলে যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় তা হতে পারে নিম্নরূপ।

(১) ই'তিকাফে অবস্থানকালিন সময়ের জন্য সাংসারিক, পারিবারিক ও সামাজিক, পেশাগত এবং দুনিয়াবী অন্যান্য সকল দায়-দায়িত্ব, আমানত সংশ্লিষ্ট সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া।

(২) চূড়ান্তভাবে এ'তেকাফের নিয়তে মসজিদে যাবার পূর্বে নিম্নরূপ ব্যবস্থাপনা, প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নেয়া।

(ক) ইফতার ও সাহরীর ব্যবস্থা।
(খ) মৌসুম উপযোগী পাক-পরিষ্কার বিছানা, মশারী (টানানোর রশিসহ), চাদর, লুঙ্গি, গামছা/তোয়ালে, প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, জুতা/সেন্ডেল, হুজরা বানানোর চাদর, রশি ইত্যাদি।
(গ) জায়নামাজ, তসবীহ, টুপি, আতর, সুরমা, আয়না, চিরুনী।
(ঘ) টর্চ লাইট, মশার কয়েল/স্প্রে, ম্যাজিক চক (পিপড়া, তেলাপোকার জন্য), চার্জার লাইট বা হারিকেন কিংবা মোমবাতি, দিয়াশলাই/ম্যাচলাইট।
(ঙ) তাফসীরুল কুরআন, হাদীস গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইসলামী সাহিত্য।
(চ) নোট খাতা, কাগজ, কলম, স্ট্যাপলার, ব্লেড/ছুরি, টিস্যু পেপার।
(ছ) টিফিন বাটি, প্লেট, গ্লাস, চামচ, পানির বোতল, জগ, বদনা, খেজুরের প্যাকেট/বিস্কুট/ফল।
(জ) প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র প্রয়োজনমত।
(ঞ) ডাস্টবিন/বাস্কেট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র।

(৩) বাড়ী হতে যাত্রার প্রারম্ভে দু'রাকাআত নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে ই'তিকাফে সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া এবং নিয়ত পাকাপোক্ত করে নেয়া যেতে পারে।

(৪) মসজিদে প্রবেশের পর অনুরূপ দু'রাকাআত নামায আদায়। অতঃপর মসজিদের একাংশে সুবিধামত নিজের জায়গা করে নেয়া এবং হুজরা তৈরি করা।

www.pathagar.com

ই'তিকাফে মসজিদে বসে আপনি কি করবেন?

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যমে ই'তিকাফ ফলপ্রসূ করতে হলে পুরো সময়টা একটা পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। কারণ পরিকল্পনাবিহীন কোন কাজেরই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না।

ই'তিকাফ হল দুনিয়াবী সকল প্রকার অহেতুক কার্যক্রম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ থেকে আলাদা এক মোরাকাবার অধ্যায় বা জগত। এ জগতে নিজেকে সফল ভাবে আবদ্ধ করে রাখার লক্ষ্যে করণীয় বা পালনীয় কাজগুলো যেন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার প্রতি খেয়াল রেখেই পরিকল্পণা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, এমন বৈধ নির্জনতা ও নীরব অবস্থা এবং আত্মশুদ্ধির মৌসুম জীবনে আর কখনও নাও আসতে পারে। তাই এ সময়ের প্রতিটি দিন, ক্ষণের যথাযথ ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মূলতঃ ই'তিকাফের সফলতা। ই'তিকাফ সম্পাদনে পরিকল্পনার আওতায় যেসব বিষয় বিবেচিত হতে পারে তা নিম্নরূপ।

১. প্রাকৃতিক প্রয়োজন

২. ঘুম

৩. কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

৪. কিয়ামুল লাইল বা রাতের নামায

৫. তাসবীহ-তাহলীল, মুহাসাবায়ে নফস ও দোয়া-মুনাজাত

৬. লাইলাতুল কদর তালাশ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা

১. প্রাকৃতিক প্রয়োজন

ই'তিকাফকালীন ওজু, গোসল, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বিষয় কেহ তেমন মুখ্য কাজ মনে না করলেও টয়লেটিং বা এস্তেঞ্জার ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। এ কারণে শরীর যাতে পাকসাফ থাকে এবং শারীরিক সুস্থতা যেন ঠিকমত বজায় থাকে সে জন্য এস্তেঞ্জার বিষয়টা নিয়মিত এবং অনেকটাই নির্ধারিত সময়ে সারার অভ্যাস করা ভাল। আর ওযু কেবল নামাযের ওয়াক্তে নয় বরং কুরআন তেলাওয়াতে তো বটেই, অন্যান্য সময়েও অর্থাৎ সার্বক্ষণিকভাবে ওযু অবস্থায় থাকা উত্তম। এতে দেহ ও মন সদা সর্বদা পাকসাফ ও প্রফুল্ল থাকে।

www.pathagar.com

২. ঘুম

মানুষ সাধারণতঃই মরতে চায় না। চায় আমরণ বেঁচে থাকতে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা জীবনের সাথে মৃত্যুকেও করেছেন নির্ধারিত।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"তিনিই জীবন ও মৃত্যু দেন এবং তার দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে" (ইউনুস ঃ ৫৬)

মানুষকে জীবন দান করতঃ আল্লাহ্ বলেন–

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

প্রত্যেক উম্মতের জন্যই অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। তা যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন ক্ষণিকের অগ্র পশ্চাতও হয় না (ইউনুস ঃ ৪৯)

সুতরাং মৃত্যুকে অস্বীকার কিংবা যত চেষ্টাই করা হোক না কেন তা থেকে রেহাই পাবার কোন সুযোগই নেই। আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

যে মৃত্যু হতে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ তা তো তোমাদের নিকট আসবেই। অতঃপর তোমরা সেই মহান সত্তার নিকট উপস্থিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সবই যা তোমরা করেছিলে (জুমু'আ ঃ ৮)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই যে অবস্থায়ই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই" (নিসা ঃ ৭৮)

আর তাই প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ ঘুমের মাধ্যমে মৃত্যু অনুশীলনের কথা বলেছেন এবং ঘুমকে বাধ্যতামূলক করতঃ মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। মহানবী (সাঃ) শয়নকালীন দোয়া শিখিয়েছেন– **"আল্লাহুম্মাবিছ্মিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া"** অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি (নিদ্রা যাই) এবং আপনার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হই।

www.pathagar.com

ঘুম থেকে উঠার পরও একইভাবে দোয়া পড়তে হয় এ বলে যে- **"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহ্ইয়ানা বায়া'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর" অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাকে জীবিত করেছেন এবং তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।** তাহলে বুঝা যায়, আল্লাহ মানুষকে তার শেষ মৃত্যুর আগে প্রতিদিন অর্থাৎ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় কয়েক ঘণ্টা সময় ঘুমের নামে মৃত্যুর অনুশীলন করার বিধান রেখেছেন। সুতরাং বাধ্যতামূলক এ বিধানকে নিয়ম মাফিক গুরত্ব প্রদান করা বাঞ্চনীয়।

২.১. ঘুম অপরিহার্য কেন?

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে দেহের পরিচালক মস্তিষ্ক সুস্থ রাখার জন্য ঘুম একটি গুরুত্ববহ ও অপরিহার্য অধ্যায়। মস্তিষ্কের কঠোর স্নায়ুবিক কাজের জন্য কর্টেক্সে নিউরণগুলির মধ্যে যে তীব্র প্রবাহ চলতে থাকে এবং দেহের স্বাভাবিক ধারণ ও কার্যক্ষমের জন্য যে রক্ত সঞ্চালন ও অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তা নিয়মিত স্বাভাবিকীকরণের জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ঘুমজনিত বিশ্রাম একান্ত অপরিহার্য। কারণ নিদ্রা অবকাশ কালে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রচুর অক্সিজেন সংগৃহীত এবং রক্ত বিশোধিত হয়ে থাকে। ঘুম মানব মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দশটিরও বেশী তথ্য ব্যাংকে যে নতুন নতুন বিষয় বা তথ্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে, তাকে স্বাভাবিক রাখে এবং স্মৃতি বিভ্রাট থেকে মস্তিষ্ককে হেফাজত রাখে। উল্লেখ্য মস্তিষ্কের উপরিভাগে সাদা ঢেউ খেলান এবং সমান্তরাল ভাবে সাজানো অংশকে বলা হয় কর্টেক্স। আর বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় চৌদ্দশত কোটি যে জীব কোষ দিয়ে কর্টেক্স গঠিত তাদেরকে বলা হয় নিউরন পুঞ্জ যা দেহের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং দেহের সকল প্রযুক্তিগত সেল গুলি সজীব ও তৎপর রাখে। এসব তৎপরতার মাধ্যমে অনুভূতি, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগকে কন্ট্রোল টাওয়ারে ট্রান্সমিট করতঃ স্বয়ংক্রিয় শক্তিশালী মেমোরি সেল বা স্মৃতি ব্যাংকের সাথে সংযোজন রক্ষা করে এবং প্রয়োজনের সময় তা রিউইন্ড করতঃ মেমোরি হতে স্মৃতি গুলিকে সামনে আনে। আর এসব কার্যক্রমকে স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ঘুম অপরিহার্য। একারণে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ ঘুমের সাথে তার শারীরবৃত্তীয় অন্যান্য কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিকিৎসকের মতে পূর্ণ বয়স্ক কোন মানুষ যদি প্রতিদিন ৬ ঘন্টার কম বা বেশী ঘুমায় তাহলে তার শরীরের সুস্থ্যতা থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

হাইপারটেনশন রোগীদের জন্য ঘুম তো ওষুধের মতই অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং যে ঘুমকে দেহ ও মনের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তাকে নিত্যদিনের কর্মসূচীর সাথে ফিট করে নেয়াও এক অপরিহার্য কর্মসূচী। উল্লেখ্য, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অনেকটাই অভ্যাসের দাস। তবে ঈমানের দাবি– কু অভ্যাসের উপর সু-অভ্যাসকে নিজের দাস করে বশীভূত রাখা। কারণ, "আহার নিদ্রা ভয় যত কমায়/বাড়ায় তত হয়"। মানুষের আত্মীক শক্তি প্রবল হলে সে সহজেই পদার্থীয় দেহকে বশে আনতে পারে। এরই ভিত্তিতে দেখা যায় সমাজের অনেক প্রত্যয়ী কিংবা মহৎ ও ব্যস্ত ব্যক্তিরা ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমকে কমিয়ে বশিভূত করে ২-৪ ঘণ্টার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করে নিতে পারেন। শরীর ও মস্তিষ্ক সুস্থ না থাকলে ই'তিকাফের যথাযথ হক আদায় করা সম্ভব নয়। আর এজন্য ই'তিকাফে বসে রুটিন মত ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২.২. ঘুম এবং রাত্রি জাগরন

আল্লাহ্তা'আলা মানুষের জন্য প্রতিদিনের ২৪ ঘণ্টা সময়কে দু'ভাগ করে একভাগ দিয়েছেন দিবস হিসেবে কর্মচঞ্চল্যতার জন্য, অপরভাগ দিয়েছেন বিশ্রাম, শান্তি, স্বস্তি ও নিদ্রাকাল হিসাবে অর্থাৎ রাত। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাতুল এশার পর বেশি কথা বলতেও নিষেধ করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন ঘুমের জন্য। দিনান্তে মানুষের কর্মতৎপরতা ও কর্মচাঞ্চল্য থেমে যায় এবং বন্ধ হয়ে যায় মানুষের দুনিয়াবী অফিস-আদালত বা জাগতিক কর্ম-চাঞ্চল্য। পরক্ষণেই রাতের আগমনে কর্মতৎপর হয়ে উঠে আল্লাহ্র রহমতের ঐশ্বরিক ও অলৌকিক দপ্তর। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি ঘুমানর এবং রাত জাগার ফর্মূলা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সূরা আল্ মুয্যাম্মিলের প্রথম ক'টি আয়াতে। রাসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ O قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا O نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

"হে কম্বল আবৃত শয়নকারী, রাতে উঠ, নামাযে দাঁড়িয়ে থাক তবে কম, অর্ধেক রাত কিংবা তা হতে কিছুটা কম বা কিছু বেশি সময় ধরে" (মুজ্জাম্মিল ঃ ১-৩)

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীগণ দিনের বেলায় থাকতেন জাগতিক কর্মচঞ্চলতায় আল্লাহর অনুকম্পা লাভের জন্য। আর রাতের বেলায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘুমের পর তাঁদের বাঁকী রাত কাটতো তাঁর রহমতের দপ্তরে জায়নামাযে আল্লাহ্র দীদার লাভে। সুতরাং ঘুমের উত্তম সময় হলো সালাতুল এশার পরপরই রাতের প্রথমার্ধে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌তা'আলা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে রাত্রি জাগরণ করতঃ নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বৃহত্তর ঈমানী দায়িত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। আত্মশুদ্ধি এবং ঈমানী দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে আত্মপ্রস্তুতির কর্মপদ্ধতি হিসাবে রাতে শয্যা ত্যাগ করে উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তা থেকে কিছু কম অথবা বেশি সময় ব্যয় করে নামায এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বাকি জীবন ঈমানিয়াতের পথে নিজেকে প্রস্তুত করার এটাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

২.৩. রাত্রি জাগরণ এবং লাইলাতুল কদর তালাশ

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের আমলী জিন্দেগী হতে ঠিক করে নিতে হবে ই'তিকাফে বসে রাতের কতটুকু অংশ ঘুমানো সম্ভব। তবে সাধারণভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে, সালাতুল এশা বাদ ঘুম অর্থাৎ রাত ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে ঘুমিয়ে গেলে রাত দেড়টা বা ২টা পর্যন্ত ৪-৫ ঘন্টা ঘুমানর সময় পাওয়া যায়। অতঃপর সালাতুল ফজর পর্যন্ত জেগে থাকলে বাকি প্রয়োজনীয় ঘুম যোহরের নামাযের পরও সুন্নত তরিকায় কাইলুলা হিসেবে সেরে নেয়া যেতে পারে। এতে শারীরিক সুস্থতা ও কর্মচাঞ্চল্যতা বজায় রাখতে কোন অসুবিধা হয় না।

২.৪. কদরের রাত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে কেন?

শবে কদর প্রাপ্তি প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তাহলো সূরা কদর নাযিলের স্থান মক্কা আল্-মুয়ায্যামায় যখন কদরের রাত তখন পৃথিবীর অন্যান্য অংশে দিন থাকতে পারে। এসব দেশের লোকদের জন্য তাহলে কদরের রাত কিভাবে পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে বলা যায়, আরবি ভাষায় রাত বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিন ও রাতের সমষ্টিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মাহে রমযানের শেষ দশকে যে নির্দিষ্ট বেজোড় তারিখটি বা দিনটি পৃথিবীর সব দেশেই সাধারণ (Common) অংশ হিসেবে পাওয়া যায় সেদিনের পূর্বেকার রাতটিই হতে পারে কদরের রাত (তাফহীমুল কুরআন)।

তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে কদরের রাত প্রাপ্তির সময় সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। ঢাকা হতে খুলনাগামী একটা ট্রেনকে যদি কদরের রাত হিসেবে ধরা যায়, ঢাকা রেল স্টেশনকে যদি ধরা হয় সউদি আরব এবং খুলনার পথে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, ঈশ্বরদী, দৌলতপুর, যশোহর ইত্যাদি রেল স্টেশনগুলিকে যদি ধরা যায় দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধানে দূরবর্তী একেকটা

www.pathagar.com

দেশ। তবে রেল স্টেশনের দূরত্ব ও অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে একই ট্রেন (কদর) ঢাকায় (সৌদী আরবে) রাত ৮টায় যখন খুলানায় ১০ ঘন্টার ব্যবধানে হয়ত দিন কিন্তু ঈশ্বরদীতে (বাংলাদেশে) হয়তো ৫ ঘন্টা পর রাত ১টায় এবং খুলনায় (অন্যদেশে) ইতোমধ্যে রাত ৬টায় ইত্যাদি। ঠিক তেমনি ভাবেই নিজ অক্ষে আবর্তমান কদরের একই রাত, অবস্থান ও সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আগত হয়। আর এমনিভাবে একই শবে কদর বিভিন্ন সময়ে সবখানে দেখা দেয়। সুতরাং অবস্থান ও সময়ের ব্যবধানকে কেন্দ্র করে শবে কদর প্রাপ্তির বেজোড় রাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। কোন দেশে যখন মাহে রমযানের শেষ দশকের যে বেজোড় রাতের আগমন ঘটে প্রকৃত পক্ষে তার মধ্যেই নিহিত থাকে কাঙ্খিত শবে কদর।

www.pathagar.com

৩. কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

মাহে রমযানে ব্যক্তিগত আমলনামায় সওয়াব বা ফজিলতের ঝুড়ি ভরতে আমাদের মুসলিম সমাজে কুরআন তেলাওয়াতের রীতি চালু আছে। আছে প্রতিযোগিতামূলক কুরআন খতমের প্রচলন। কিন্তু আল-কুরআন যে শুধুই তেলাওয়াতের মাধ্যমে খতম ও ফজিলত লাভের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি, এ জাতি যেন তা জেনেও জানে না। আল-কুরআন নাযিল হয়েছে মূলতঃ দুনিয়ায় সর্বব্যাপী জীবনে আমলের জন্য। যারা আরবি ভাষাভাষী লোক তারা হয়তো তেলাওয়াতের মাধ্যমেই আল-কুরআনের অর্থ ও দিকনির্দেশনা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারেন এবং সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার দিক দর্শন পেয়ে থাকেন। কিন্তু অর্থ ও তাফসীরসহ অধ্যয়ন না করলে শুধুই তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্য ভাষাভাষি লোক এবং আমরা বুঝতে পারি না। আর এ অধ্যয়নের জন্য বর্তমানে প্রায় সকল ভাষায়ই অসংখ্য তাফসীরুল কুরআন হাতের নাগালে পাওয়া যায়। যিনি যে ভাষায় পারদর্শী তিনি ইচ্ছে করলে সে ভাষাতেই আল-কুরআন বুঝতে পারেন। সুতরাং সারা বছর সংসার ধর্মসহ নানাবিধ কাজকর্মের ঝামেলায় যেহেতু আল-কুরআন বুঝে পড়ার সুযোগ এতদিন হয়নি, তাই ই'তিকাফের এ সুবাদে যতটুকুই পারা যায় তা অধ্যয়নের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। মনে রাখা দরকার, শুধু ফজিলত নয় কিংবা বাকি এগার মাসের জন্য নয় বরং বাকি জীবনের জন্য যদি কিছু দিকনির্দেশনামূলক জ্ঞান এ অধ্যয়নের মাধ্যমে পাওয়া যায় তবে সেটাই হবে ই'তিকাফের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৩.১. সব ফরযের বড় ও প্রথম ফরয দ্বীন কায়েমের পূর্বশর্ত জ্ঞানার্জন

সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন–

"বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব করতেন নবীগণ। একজন নবী মরে গেলে অপর এক নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী হবে না, বরং হবে খলিফা"

দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্ বলেন–

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক" (বাকারা ঃ ৩০)

অতঃপর আল্লাহ্ আরও বলেন–

الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

"তিনিই তোমাদেরকে যমিনে খলিফা বানিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি কুফরী করেছে, তার কুফরীর শাস্তি তার ওপরই বর্তাবে" (ফাতির ঃ ৩৯)

www.pathagar.com

নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধসহ দ্বীনের অন্যান্য হুকুম আহকামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রশাসনিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই মূলতঃ দ্বীন কায়েম যা খেলাফতি জিন্দেগীর মূলমন্ত্র। সুতরাং খেলাফতির লক্ষ্যে দ্বীন কায়েমের প্রাণান্ত সাধনা মুমিন জীবনের বড় ফরয। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যুগে যুগে যত নবী, রাসূল প্রেরিত হয়েছেন যেমন– নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) প্রমূখ তাদের প্রধান কাজই ছিল দ্বীন কায়েম যা কাফির, মুশরিকরা কখনোই সহ্য করতে পারেনি (শুরা ঃ ৯)। সর্বশেষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকেও (সাঃ) একই ভাবে সমাজে প্রচলিত অন্য সব দ্বীনের ওপর দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল (শুরা ঃ ৯, আস সফ ঃ ১৩, ফাতহ ঃ ২৮)। সুতরাং যেহেতু এ ফরযের পূর্বশর্ত জ্ঞানার্জন, দ্বীন কায়েমসহ অন্য সব ফরযের বড় ফরয হল জ্ঞানার্জন।

আর তাই আল্লাহ্ ওহী নাযিলের প্রথমেই জ্ঞানার্জনের জন্য পড়ার কথা বলেছেন।

আল্লাহ্ বলেন-

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ O اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ O الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ O
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ O عَلَقٍ

পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্তের এক পিন্ড হতে। পড়, আর তোমার প্রভূ বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না (আলাক ঃ ১-৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আরও বলেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনও এক হতে পারে? (যুমার ঃ ৯)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন-

মহান আল্লাহ্র নিকট নামায, রোযা, হজ্জ ও জিহাদ অপেক্ষা জ্ঞানার্জন শ্রেষ্ঠ (দায়লামী)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন-

www.pathagar.com

রাতের কিছু অংশ জ্ঞানার্জন করা সারা রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম (দায়লামী)

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট একজন জ্ঞানহীন ইবাদতকারী (আবেদ) এবং একজন জ্ঞানী ইবাদতকারী (আলিম) ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

আবেদের ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি যেমন তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব (মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন-

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের নিকট হাজারো আবেদ অপেক্ষা মারাত্মক
(তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

এমতাবস্থায় জ্ঞানার্জনের প্রথম মঞ্জিলই হল আল্কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন।

৩.২. আল্কুরআন অধ্যয়ন

আল্লাহ্ পড়তে বলেছেন। কুরআন অর্থ পঠিতব্য বিষয়। আল্কুরআন অর্থ একমাত্র পঠিতব্য বিষয়। অর্থাৎ দুনিয়াতে পড়ার জন্য একমাত্র শাশ্বত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য যে জ্ঞানগর্ভ বিষয় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে তাই হল আল্কুরআন যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আঃ)- এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি নাযিলকৃত ওহী। ওহীর আভিধানিক অর্থ গোপনে জানানো, ইশারা দ্বারা খবর দেয়া। আর পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ইংগিত বা বাণী যেমন– আলকুরআন। জাগতিক জীবনে বাস্তবতার নিরিখে চলার পথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পঠিতব্য অন্যান্য যত বিষয় আছে তা সবই আল্কুরআনে উল্লেখিত মূল তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই পরিপুরক হিসেবে আবর্তিত। উল্লেখ্য আলকুরআনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ কেবল বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আলোচিত। যে আলিম ব্যক্তি বিজ্ঞান বুঝেন না তিনি যত বড় বুজুর্গ ও নাম করা প্রখ্যাত ব্যক্তিই হোন না কেন এটা নিশ্চিত যে তিনি আলকুরআন তথা ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন না। পক্ষান্তরে যে বিজ্ঞানী আলকুরআন বুঝেন না তিনি যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন প্রকৃত মানব কল্যাণে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি তা বুঝেন না। বুঝেন না ভাল মন্দ কি ও কিভাবে। সুতরাং আল্-কুরআন অধ্যয়ন না করলে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ কখনই সম্ভব নয়। তাই সব ফরযের বড় ফরয হল তাফসীরুল কুরআন হতে জীবন ও জগত সম্পর্কে বাধ্যতামূলক মৌলিক জ্ঞানার্জন।

www.pathagar.com

সুতরাং আল্‌কুরআন হল একমাত্র নির্ভরযোগ্য, নির্ভুল এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উৎস যা অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা যায় সফল জীবনের দিকদর্শন। আল্‌কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ নিজেই বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিস্কার রূপে তুলে ধরে (বাকারা ঃ ১৮৫)

এতদিন হয়তো আলকুরআনকে এভাবে বুঝার সুযোগ হয়নি বিধায় ইতিকাফের এ সুবাদে বাকী জীবনব্যাপী প্রতিনিয়ত আল্‌কুরআন অধ্যয়নের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সঠিক ও সত্য পথের দিক দর্শন ও জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে আলকুরআন অধ্যয়ন শুরু করা আজ একান্ত অপরিহার্য এবং সময়ের দাবি। আর যেহেতু সমস্ত জ্ঞানের উৎসই আল্লাহ্, ধোকাবাজ শয়তান চায় বান্দাহ যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত আল্‌কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে না পারে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা আরও বলেন–

إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ

সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ (আহকাফ ঃ ২৩)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অতএব যখন তোমরা কুরআন পড়বে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাবে (নাহল ঃ ৯৮)

আর এ কারণেই **আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাযীম** বলে কুরআন পাঠ শুরু করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র নাম তথা বিছমিল্লাহ্ বলে শুরু করা। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে যেহেতু এভাবেই পড়তে শিখিয়েছেন, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যও একই পদ্ধতিতে কুরআন পড়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বিছমিল্লাহ্ দিয়ে শুরু করার ফজিলতও অনেক। যেমন–

১) আল্লাহ্‌র অনুমোদন, সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগি হয়। কারণ বান্দাহ্ যখন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আল্লাহও তখন বান্দাহর দিকে ফিরেন যা আল্লাহ্‌র নীতি। এতে শয়তানের ধ্বংস, বিপর্যয় ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সে কাজে বরকত হয়।

২) বৈধ ও সঠিক কাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার কারণে বান্দাহর মনোভাব এবং কর্মের চিন্তাধারা সঠিক দিকে মোড় নেয়।

৩) দুষ্কর্ম থেকে বান্দাহ্ সুরক্ষিত থাকে।

www.pathagar.com

৩.২.১. অধ্যয়ন করবেন কিভাবে?

প্রথমেই স্মরনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীতে পড়ার মতো যদি কোন মহাগ্রন্থ থাকে তবে সেটি হল একমাত্র আল-কুরআন যা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'আলা। তাই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমলী জিন্দেগী পরিচালনার লক্ষ্যে সহীহ নিয়ত করে শুরু করতে হবে এ অধ্যয়ন। আল-কুরআন অধ্যয়ন থেকে ফায়দা পেতে হলে কতগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন–

আল-কুরআনের পরিচয় সম্পর্কে আগে জেনে নেয়া। বিশেষভাবে মনে রাখার বিষয় যেটা তা হলো– আল-কুরআনের প্রতিটি সূরাই মূলতঃ এক একটি ভাষণ। মোট ১১৪টি সুরার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছর নবুয়তী জিন্দেগীতে মক্কায় প্রথম ১৩ বছরে নাযিল হয়েছে ৮৬টি সূরা। আল-কুরআনের আলোকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, মর্যাদাশীল ও উন্নত, সভ্য দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে এবং মানুষকে এক আল্লাহর উলুহিয়াতের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে কিংবা দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অথবা কল্যাণমুখী একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হেদায়াতের পথ তথা ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যখন যেখানে যে সব দিকনির্দেশনা প্রয়োজন কেবল সেগুলিই মক্কী এসব ৮৬টি সূরাগুলিতে আছে সন্নিবেশিত।

উল্লেখ্য, কোন দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ দাওয়াতী কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের মানুষকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে অবহিত করার পর সেদেশের জনসমর্থন। দ্বিতীয়তঃ যেসব ইসলামী ব্যক্তিত্ব দিয়ে একটি কল্যাণমুখী ইসলামী সমাজ পরিচালনা করা যাবে এমন সৎ, যোগ্য, দায়িত্ববান লোক। মক্কায় ১৩ বছর দাওয়াতী কর্মসূচীর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছেছিল, যোগ্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার জনগণ ইসলামী সমাজ চায়নি। পক্ষান্তরে মদীনার জনগণের ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সমর্থন থাকলেও সেখানে যোগ্য লোক না থাকায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় তৈরী এসব যোগ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে একটি ছোট্ট নগর রাষ্ট্র কায়েম করলেন। হিজরতের পর মদীনায় যখন একটি ইসলামী নগর রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল তখন সে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জন্য কি কি আইন বিধান প্রয়োজন সেগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে পরবর্তী ১০ বছরে নাযিলকৃত বাকি ২৮টি মাদানী সূরাতে। তাই আল-কুরআন অধ্যয়নের ফায়দা পেতে হলে প্রতিটি আয়াত বা সূরা নাযিলের যে পটভূমি তা আগে জেনে নেয়া অপরিহার্য।

www.pathagar.com

প্রতিদিন যতটা পারা যায় ততটা আয়াত বা সূরা তেলাওয়াত করতঃ প্রতিটি আয়াতের সাথে তার তরজমা এবং প্রাসঙ্গিক টীকা বা তাফসীর থেকে বিস্তারিত জেনে নেয়া যেতে পারে। সাথে সাথে প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস গ্রন্থ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী সাহিত্য থেকে মূল বিষয়টির উপর স্পষ্ট ঐতিহাসিক ধারণা নেয়া এবং নোট করা যেতে পারে। যাচাই করে দেখা যেতে পারে আল-কুরআনে বর্ণিত এসব বিষয়ের সাথে নিজের জীবন চলার পথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক ও বিভাগে প্রচলিত যে দর্শন ও নীতি-বিধান কার্যকর বা চালু আছে তার সাথে কতটুকু মিল আছে? এমনিভাবে মিলিয়ে দেখার পর এখান থেকেই শিক্ষা নিতে হবে বাকি জীবনে চলার পথে কোথায় কিভাবে আল্-কুরআনের বর্ণিত ও নির্দেশিত বিষয়ের আলোকে নিজেকে সংশোধন করে নিতে হবে এবং সে মোতাবেক পুনঃ জীবন গড়া ও পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুতরাং মাহে রমজানের অতি মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র রজনী শবে কদরের মধ্যমণি যে আল-কুরআন যার কদরে ই'তিকাফের এত কদর ও গুরুত্ব সেই আল্-কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে ই'তিকাফ শেষে বাকি জীবনের জন্য অনুসরণযোগ্য এমনিভাবে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও কর্মসূচী নিয়ে বের হওয়া প্রয়োজন।

৩.২.২. কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীরুল কুরআন

১। মারেফুল কুরআন
২। তাফসীরে ইবনে কাসীর
৩। তাফসীরে আশরাফী
৪। তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন
৫। ফাতহুল কাবীর
৬। নূরুল কুরআন
৭। তাবারী
৮। তাফসীরে জালালাইন
৯। কুরআনুল করিম
১০। তাফহীমূল কুরআন

৩.৩. হাদীস অধ্যয়ন

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ- কথা, বাণী। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যা বলেছেন, করেছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে তাকে হাদীস বলে। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى O إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেন না। বরং তাই বলেন যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (নজম ঃ ৩-৪)

www.pathagar.com

তদুপরি প্রতিটি হাদীস সর্বসম্মত নীতি ও বর্ণনাকারীদের সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত ও বর্ণিত। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রণীত আল্কুরআনের ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন তথ্যাবলি অতি গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে কণ্ঠস্থ ও সংরক্ষণের জন্য উদগ্রীব ও সচেষ্ট থাকতেন। হাদীস বর্ণনাকারীগণ হলেন ঐ সব সাহাবী যারা হাদীসের সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সনদ উপস্থাপন করেছেন। সনদ হল- হাদীস প্রমাণ করতে সুত্র পরস্পর মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের তালিকা। বহুলাংশেই আলকুরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য টেলিগ্রাফিক শব্দ ও বাক্যের মতই প্রেক্ষাপটের আলোকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর হাদীস হল তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। সুতরাং আলকুরআন থেকে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তাফসীরুল কুরআনের পাশাপাশি হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নও একান্ত জরুরী। আল-কুরআনের বাস্তব এবং চলমান প্রামাণ্য দলিল হল হাদীসে রাসূল (সাঃ)। সুতরাং আল-কুরআন থেকে আমাদের জীবনে বাস্তব শিক্ষা পেতে হলে রাসুলুল্লাহ্র (সাঃ) জীবনী ও হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ একান্ত অপরিহার্য। কারণ কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যাই হল হাদীস। আল-কুরআনকে ভালভাবে বুঝতে হলে এবং নিজের বাস্তব জীবনকে কুরআনের আলোকে গড়তে হলে হাদীস অধ্যয়ন ও অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক বিষয়ই অনুসরণের প্রয়োজন হতে পারে যা সরাসরি আলকুরআন হতে উদ্ঘাটন সম্ভব নাও হতে পারে যা হাদীসে বিদ্যমান। বাজারে অনেক হাদীস গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ উল্লেখ করা হলো।

৩.৩.১. কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ

১। বুখারী
২। মুসলিম
৩। আবু দাউদ
৪। তিরমিজী
৫। নাসাঈ
৬। ইবনে মাজাহ
৭। মেশকাত
৮। মুয়াত্তা মালিক
৯। বায়হাকী
১০। মুয়াত্তা মুহাম্মদ
১১। দায়লামী
১২। মুয়াত্তা মুসনাদে আহমাদ
১৩। আল্ মুনতাকা
১৪। তাবারানী
১৫। যাদে রাহ
১৬। ইবনে খোজায়মা
১৭। হাদীস শরীফ
১৮। ইবনে হিব্বান
১৯। এন্তেখাবে হাদীস
২০। রিয়াদুস সালেহীন
২১। রাহে আমল

www.pathagar.com

৩.৪. ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং পরিবর্তনশীল যামানায় যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটে কুরআন-হাদীসকে অনুসরণযোগ্য করে বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট গবেষক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের লেখা ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার থেকে অধ্যয়ন অতীব প্রয়োজন। তাই এসব সাহিত্য ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক নিয়মিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, কুরআন-হাদীসের যুগোপযোগী প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবি এবং মনীষীদের লেখা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা লাভ করা যেতে পারে। এমনিভাবে প্রতিদিন ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে ইল্‌মী যোগ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। প্রসংগত, যারা পড়া লেখা তেমন জানেন না তারা জাননেওয়ালা অন্য ব্যক্তিদের (যদি থাকেন) নিকট থেকে প্রতিনিয়ত কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারেন।

৩.৪.১. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইসলামী সাহিত্য

১। সিরাতে সরওয়ারে আলম	২। আর রাহীকুল মাখতুম
৩। ইসলামী সাংস্কৃতির মর্মকথা	৪। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
৫। সত্যের সাক্ষ্য	৬। ইকামাতে দ্বীন
৭। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	৮। চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান
৯। কবিরা গুনাহ	১০। ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
১১। ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের সাফল্যের শর্তাবলী	১২। রাসুলুল্লাহ্‌র বিপ্লবী জীবন
১৩। মাওলানা মওদুদী একটি জীবন একটি ইতিহাস	১৪। সুন্নাত ও বিদআত
১৫। আলেমগণ নানামতে যেতে হবে নবীর পথে	১৬। আসহাবে রাসুলের জীবনকথা
১৭। সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	১৮। ভাঙ্গা ও গড়া
১৯। ইসলাম ও সামরিক জীবন	২০। পর্দা ও ইসলাম
২১। সীরাতে ইবনে হিশাম	২২। মহিলা সাহাবী
২৩। ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ	২৪। সাহাবা চরিত
২৫। আখেরাতের প্রস্তুতি	২৬। সীরাত বিশ্বকোষ

www.pathagar.com

(উল্লেখ্য এছাড়াও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ইসলামী সাহিত্য বাজারে রয়েছে। কুরআন-হাদীসসহ এসব সাহিত্য ভান্ডার দেশের যে কোন উপজেলা বা জেলা শহরে কিংবা নিকটস্থ ইসলামী লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে)

এমনিভাবে ই'তিকাফের কদিনে যতটুকুই পারা যায় দ্বীনের পথে চলার যে পাথেয়টুকু পাওয়া যাবে ধরে নেয়া যেতে পারে সেটুকুই জীবনের বাকি দিনগুলির জন্য প্রাথমিক পুঁজি এবং ই'তিকাফের অন্যতম সফলতা। অতঃপর ই'তিকাফ থেকে বের হওয়ার পর অধ্যয়নলব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে, পরিবার-পরিজনসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে আমলে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সমাজে যারা ইতোমধ্যে আপন চিন্তাধারার সাথে অনুরূপ মিলমত পথে রয়েছেন বলে আপনি মনে করেন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা এবং ই'তিকাফের অধ্যয়ন অভ্যাস বাকি জীবনেও বজায় রাখার চেষ্টা-সাধনা করা ঈমানের ওপর টিকে থাকার অপরিহার্য দাবী। এভাবে একজন মানুষের জীবনে ই'তিকাফের একটু অধ্যয়ন হতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ সফল জীবনের বীজ বপন।

www.pathagar.com

৪. কিয়ামুল লাইল বা রাতের নামায

রাতের নামায সম্পর্কে আলোচনার আগে নামায কি ও কেন এ প্রসঙ্গে জরুরী কিছু কথা জানা একান্ত প্রয়োজন।

৪.১. নামায

তাওহীদ ও রিসালাতে ঈমান এনে ইসলামে দাখিল হওয়ার পরই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের প্রথম ও স্থায়ী নিদর্শন হিসেবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয় ও আমলের ওপর আল-কুরআনে সর্বাধিক যে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো সালাত বা নামায।

صلاة শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কাঠ সোজা করা। আগুন দিয়ে যেমনি ভাবে কাঠের বক্রতাকে দূর করে সোজা করে ফেলা হয়, তেমনি ভাবে صلاة মানুষের সকল বক্রতাকে দূর করে الصِّرَاط المُستَقِيم বা সোজা পথে পরিচালিত করে।

নামায শব্দটি ফারসী হলেও আমাদের সমাজে নামায কথাটিই বহুল প্রচলিত। আল-কুরআন ও হাদীসের ভাষায় নামাযকে বলা হয় সালাত। ঈমান আনার পর গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি বালেগ, আমীর-ফকীর, ধনী-গরীব, সুস্থ-অসুস্থ, মুকীম-মুসাফীর নারী-পুরুষ সকলের জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয বা বাধ্যতামূলক। এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুকাবিলায় প্রতি মুহূর্তে যখন আশংকা বিরাজ করে থাকে তখনও নামায শুধু অবশ্য পালনীয় নয় বরং জামায়াতের সাথে নামাযের তাগিদ রয়েছে। পক্ষান্তরে নামাযকে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করে নামায পরিত্যাগকারী মুসলমানদের প্রতি দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিধান রয়েছে। এমনকি নামায পরিত্যাগকারী তো দূরের কথা জামায়াতে শামিল হয়ে নামায আদায় না করার কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের মানুষ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) স্বয়ং জামায়াত বিহীন নামাযীদের ঘরবাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার মত শক্ত কথা ব্যক্ত করেছেন।

পরিবেশগত কারণে আমাদের মন বিভিন্ন কর্মতৎপরতা এবং নানাবিধ চিন্তা চেতনায় এতটাই চঞ্চল যে কেবলামুখী হয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌র শানে নামাযে দন্ডায়মান হলেও একনিষ্ঠতা ছুটে যায়। ফলে নামায হয়ে পড়ে কেবল দৈহিক অনুশীলন সর্বস্ব মাত্র। এমতাবস্থায় পূর্ণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা সহকারে নামায সাধারণতঃই খুব দুরূহ বৈকি।

www.pathagar.com

যে সমাজে দ্বীন বা ইসলামী হুকুমাত কায়েম নেই সেখানে নিঃসন্দেহে এক পাপিষ্ঠ পরিবেশ বিরাজ করে। এমতাবস্থায় প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা একেবারেই ব্যতিক্রমী চিন্তা, চেতনা ও সাবধানতা ছাড়া বলতে গেলে সামগ্রীকভাবে পাপাচারেই লিপ্ত। এক নামায হতে পরিবর্তী নামায পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমাদের সার্বিক কর্মতৎপরতার ফলাফল হিসেব করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় হয়েছে যত না পুণ্যে তার চেয়ে অধিক পাপাচারে। এ কারণে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এহেন পাপাচার পরিবেশ হতে একজন মুখলেছ বান্দাহকে এক নামায হতে আর এক নামায পর্যন্ত হেফাজত করে থাকে। আর এখানেই দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য।

নামায ব্যতিরেকে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নাম থেকে কেহ বাঁচতে পারবে না। তাই নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ যা সময়ানুবর্তিতা সহকারে আদায় করার জন্য ইমানদারদের জন্য ফরয বা অবশ্য করণীয় করে দেয়া হয়েছে (নিসা ঃ ১০৩)।

ঈমান আনার পর এহেন ফরয কাজ না মানার অর্থই হল নিজেকে মুনাফিকী ও গোমরাহীর পথে পরিচালিত করা। আর গোমরাহীর পথ হল শয়তানের পথ যা অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র বন্দেগী দাবী করা যায় না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন–

قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"হে নবী বল, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পথই হেদায়াতের পথ এবং তার নিকট হতে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন গোটা জাহানের প্রভুর সম্মুখে আমরা আনুগত্যের শির অবনত করি" (আন-আম ঃ ৭১)।

রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অনুসারীদেরকে কল্যাণের পথ হিসেবে ঈমানের পর প্রথমেই নামাযের শর্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ O الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"নিশ্চয় তারাই কল্যাণ প্রাপ্ত যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে এবং নামাযে খুশু অবলম্বন করেছে" (মুমিনুন ঃ ১-২)।

সার্বিক বন্দেগীতে যখন মানুষ এক আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেকে সমর্পিত করে দিতে পারে তখনই তার প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ–

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

www.pathagar.com

"নামায কায়েম কর, তার নাফরমানী হতে দূরে থাক এবং তোমরা সকলে পরিবেষ্ঠিত হয়ে তারই নিকট একত্র হবে" (আনআম ঃ ৭২)

নামায মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ, অনুভূতি এবং আল্লাহ্ ও তার রাসুলের প্রতি আনুগত্যের ভাবধারা জাগ্রত করে দেয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়ও নামায সার্বিক পরিস্থিতিতে মানব সভ্যতার অপরিহার্য কর্মসূচী। আল্লাহ্ বলেন–

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে" (আনকাবুত ঃ ৪৫)

আল্লাহ্ আরও বলেন–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"জমিনে তারা যখন ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে" (হজ্ব ঃ ৪১)

এমনিভাবে নামায একদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা দীদার লাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, অপরদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারে ইসলামের অন্যতম খুঁটি। তাই সামাজিকভাবে জামায়াতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠা মুসলিম সমাজের প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি।

৪.১.১. জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় না করার শাস্তি

কুরআন হাদীসে নামায সম্পর্কে উল্লেখিত প্রায় সবগুলি নির্দেশই হল জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে। যে ব্যক্তি শরিয়তের ওজর ব্যতিরেকে জামায়াতে নামায ত্যাগ করবে তার জন্য হাদীসে ৯টি আযাবের দুঃসংবাদ রয়েছে।

দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায় ৩টি–

(১) রুজিতে বরকত কম
(২) চেহারায় নূরানী ভাব না থাকা
(৩) তার প্রতি জনগণের মহব্বত কম।

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর পরই কবরে আযাব ৩টি –

(১) মুনকার-নকীরের সওয়াল-জওয়াব হবে কঠিন
(২) কবর হবে অন্ধকারময়
(৩) কবরের চাপ হবে বেশী ।

বাঁকি ৩টি আযাব হবে শেষ বিচার দিবসে–

(১) হিসাব-নিকাশ কঠিন হবে
(২) শরীরের ঘর্ম হবে বেশী
(৩) পুলসিরাত পার হওয়া কঠিন হবে ।

হাদীসের পরিভাষায় আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে (যেমন– মুষলধারে বৃষ্টি, রাস্তার ভয়ভীতি, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি) জামায়াতে গিয়ে নামায না পড়ে একা একা পড়ে তার নামায কবুল হয় না ।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম পুরোধা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা এবং ইসলামী জ্ঞানের অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ফিকাহবিদগণও নামায পরিত্যাগকারী মুসলমানদেরকে কেউ বা মৃত্যুদণ্ড দেয়ার, কেউ বা জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখার কথা বলেছেন । যুগে যুগে সকল নবী-রাসুলের সময়ে তাওহীদবাদীদের উপর নামায ইবাদত হিসেবে প্রচলিত থাকলেও রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সময়ে নামায আল্লাহ্‌র স্মরণে দিনে পাঁচবার ফরয ও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে । নামাযের ফরয- ৭টি, ওয়াজেব- ১৪টি, সুন্নত- ৩১টি, মুস্তাহাব- ৫টি, মকরূহ- ২৮টি ।

৪.২. ফরয ঃ এমন কাজ যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতরূপে করার আদেশ করা হয়েছে এবং যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয় । যেমন- আল্লাহ্‌র ওলুহিয়াত প্রতিষ্ঠা বা দ্বীন কায়েম, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ।

৪.২.১. ফরয দু'প্রকার ঃ

- **ফরযে আইন–** যে কাজ প্রত্যেক বালেগ, বিবেকবান নর-নারীর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য । যেমন- দ্বীন কায়েম, নামায, রোযা ।
- **ফরযে কেফায়া–** যে সব কাজ সমাজে সকলের উপর ফরয হিসাবে বর্তালেও সকলের পক্ষ থেকে কিছু লোক পালন করলে সকলেই ফরয তরকের গুনাহ্ হতে বেঁচে যায় । যেমন- জানাযার নামায ।

ফরয কাজ অস্বীকারকারী কাফির । যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ফরয ত্যাগ করবে সে ফাসিক বা শাস্তির যোগ্য অপরাধী ।

www.pathagar.com

৪.২.২. ওয়াজিব ঃ শরীয়তের যেসব হুকুম আহকাম অকাট্য প্রমাণ (দলিলে জন্নি) দ্বারা সাব্যস্ত হয় সেগুলিকে বলা হয় ওয়াজিব। ইহা ফরযের মতই অবশ্য করণীয়। যেমন- বেতেরের নামায, ফিৎরা, কুরবানী ইত্যাদি। যে ব্যক্তি বিনা কারণে ওয়াজিব ত্যাগ করে কিংবা তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করে সে ফাসিক এবং গুনাহগার ও শাস্তির যোগ্য। তবে ওয়াজিব অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। যেমন– বিতর নামায, ঈদের নামায ইত্যাদি।

৪.২.৩. সুন্নত ঃ এমন সব কাজ যা নবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) করেছেন। সুন্নত দু'প্রকার।

৪.২.৩.১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা ঃ এমন সব কাজ যা নবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সব সময় করেছেন এবং ওজর ব্যতীত কখনও ত্যাগ করেননি। যেমন– খাতনা, নিকাহ্, দাড়ি রাখা, আযান, ইকামাত, ফজরের ২ রাকাআত, যোহরের প্রথম ৪ ও পরের ২ রাকাআত, মাগরিব ও এশার ২ রাকাআত সুন্নত নামায ইত্যাদি। আমলের দিক দিয়ে সুন্নতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতই গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে এ সুন্নত পরিত্যাগ করে এবং ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করে সে গুনাহগার হবে।

৪.২.৩.২. সুন্নতে গায়রে মুয়াককাদা ঃ এমন সব কাজ যা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আমল করেছেন কিন্তু অনেক সময় বিনা ওযরে আবার ছেড়েও দিয়েছেন। একাজ করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। এ কারণে একে সুন্নতে যায়েদাও বলা হয়ে থাকে। যেমন– আসরের পূর্বে চার রাকআত এবং এশার পূর্বে চার রাকআত সুন্নত ইত্যাদি।

৪.২.৪. নফল ঃ এমন সব কাজ যা নবী (সাঃ) কখনও কখনও করেছেন আবার ছেড়েও দিয়েছেন। নফলকে মুস্তাহাবও বলা হয়।

৪.২.৫. মুস্তাহাব ঃ এমন সব কাজ যা নবী (সাঃ) মাঝে মধ্যে করেছেন এবং বেশীর ভাগ সময় ছেড়ে দিয়েছেন, এসব কাজে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। যেমন– তিন ঢোকে পানি পান।

৪.২.৬. মুবাহ ঃ প্রত্যেক জায়েয কাজ যা করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। মুবাহ্ মানুষের ইচ্ছাধীন। যেমন– কৃষি কাজ, দেশ ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৪.২.৭. হারাম ঃ ফরযের বিপরীত কাজ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্টভাবে অবৈধ বা নিষেধ করা হয়েছে সে সব কাজকে হারাম বলে। যেমন- ইলম না শেখা, নামায কায়েম না করা, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা না করা এবং হজ্জ পালনের ব্যবস্থা না করা, মিথ্যা, চুরি, ডাকাতি, যেনা, মাতা-পিতার অবাধ্য, স্বামীর অবাধ্য ইত্যাদি।

৪.২.৮. মাকরূহ ঃ মাকরূহ দু'ভাবে বিভক্ত–

(১) মাকরূহে তাহরিমী ঃ যে সব কাজ ওয়াজিবের বিপরীত অর্থাৎ বিনা ওজরে করলে ফাসেক এবং শাস্তির যোগ্য হবে। এসব কাজকে মাকরূহে তাহরিমী বলে।

(২) মাকরূহে তানযিহী ঃ যে সব কাজ ইসলামে দোষনীয় কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বরং পরোক্ষ ভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাকে মাকরূহে তানযিহী বলে। এ কাজ পরিহার করে চলাই উত্তম।

৪.২.৯. হালাল ঃ হারামের বিপরীত সব কাজ, কুরআন ও হাদীসে যার অনুমতি রয়েছে এবং কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

৪.৩. ইবলিসের ওয়াদা ঃ শয়তানের নাম ইবলিস। আল্লাহ্ নিজে আদম (আঃ) সৃষ্টি করতঃ তাকে সিজদাহ্ করতে বললে গর্ব ও অহংকার বশতঃ তার আনুগত্য না করার কারণে আল্লাহ্ তাকে মরদুদ হিসেবে বেহেস্ত থেকে বের করে দেন। তবে বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা ও ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শয়তান অনুমোদন করে নেয়। শয়তানের ওয়াদাগুলি হল–

(১) কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু

(২) ইচ্ছেমত যে কোন রূপ ধারণ ক্ষমতা

(৩) আদম সন্তানের রক্ত মাংসের সাথে মিশে থাকা

(৪) যে কোন স্থানে স্বাধীন ভাবে দ্রুত চলাচল ক্ষমতা ইত্যাদি।

৪.৪. কিয়ামুল লাইল

ই'তিকাফের উছিলায় নামাযে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো মসজিদে থাকার কারণে ফরয নামাযগুলি তকবীরে উলাসহ যথারীতি আদায় করা যায়। তারাবীসহ অন্যান্য সুন্নত নামাযও পুরো হক আদায় করে পড়ার অফুরন্ত সুযোগ পাওয়া যায়। তবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়াও রাতের নামাযকে বলা হয়

www.pathagar.com

কিয়ামুল লাইল্ বা তাহাজ্জুদের নামায। রাতের একটি অংশ ঘুমাবার পর উঠে গভীর রাতে এ নামায পড়তে হয়। নফল অর্থ ফরযের অতিরিক্ত। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর অতিরিক্ত যে নামাযের কথা আল্লাহ্ গুরুত্ব দিয়েছেন তাহল এ নফল নামায। আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন। এতো আপনার জন্য নফল। অসম্ভব নয় যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন" (বনি ইসরাইল ঃ ৭৯)

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং রূহানী শক্তিকে বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে তাহাজ্জুদ নামাযের কোন বিকল্প নেই। এ কারণে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবকে বলেন- (হে নবী) রাতের একাংশে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ুন, যা (পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও) আপনাকে অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে।

তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ ইত্যাদি বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ফরয নামাযের পর রাতের নামায বা তাহাজ্জুদের নামাযই শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মকবুল। এ কারণে আল্লাহ্ রাতের নামাযের গুরুত্ব দিয়ে বলেন–

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

"হে নবী, আপনি কোন সময় রাতের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ এবং এক তৃতীয়াংশ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদতে কাটান এবং আপনার সঙ্গী-সাথীরাও এ কাজ করে থাকেন যা আপনার রব জানেন" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

তাই শয়তান এ কাজে মুমিনদেরকে শক্তভাবে বাধা দিতে চায়। ফলে আরামের ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়া কঠিন কাজ বৈকি!

যেহেতু ই'তিকাফ দ্বীনের কোন ফরযিয়াতের পর্যায়ে পড়ে না, ই'তিকাফে রাত্রি জাগরণের মধ্যেও কোন ফরয নামায নেই। এক আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রাত জেগে একান্তভাবে কেবল নফল নামাযের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। মুসলিম সমাজে ফরয নামাযের একটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু নফল নামায একান্তভাবেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে খাস করে এক আল্লাহর সান্নিধ্য বা দিদার লাভের জন্য। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে ফরয নামাযের চেয়ে নফল নামাযের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা কোন অংশে কম নয়। সুতরাং ই'তিকাফ

www.pathagar.com

সফল ও ফলপ্রসূ করতে কিয়ামুল লাইল বা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে নফল নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক। আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামুল লাইল বা রাতের নামায সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন যে-

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا O وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"দিনের বেলা তোমার তো খুব বেশী ব্যস্ততা। তোমার খোদার নামের যিকির করতে থাক এবং সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তারই হয়ে থাক"
(মুয্যাম্মিল ঃ ৭-৮)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিতেন এবং শেষ রাতে জেগে নামায পড়তেন (বুখারী, মুসলীম)

নফল নামায সাধারণত দু'রাকাআত দু'রাকাআত করে মোট আট রাকাআত পড়তে হয়। প্রতি রাকাআতে তেলাওয়াত কি পরিমাণ লম্বা হবে তা নির্ভর করে থাকে নিজের যোগ্যতা এবং শক্তি সামর্থ্যের উপর। তবে তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘ কিরাত ও লম্বা রুকু-সিজদায় থাকা সুন্নতে রাসুল। নিয়মানুযায়ী ই'তিকাফের দিনগুলোতে নামাযে চূড়ান্ত মনোযোগী হলে আল্লাহর দীদার লাভও সহজ হতে পারে। আর নামাযে সিজদাহ্র সময়ই বান্দাহ সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে থাকে (হাদীস)।

৪.৪.১. সালাতুত্ তাস্বীহ্

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে সালাতুত্ তাস্বীহ্ জীবনে গুনাহ মাফের একটি সেরা উপহার। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন–

"কেহ যদি চার রাকাআত নামাযে তিনশত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্দুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর' তাস্বীহটি পড়ে, তবে আল্লাহ্পাক তার জীবনের প্রথমের, শেষের, নতুন, পুরাতন, ইচ্ছাকৃত, ভুলবশত, ছোট-বড়, গোপনে, প্রকাশ্যে কৃত সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। সক্ষম হলে প্রতিদিন, তা না হলে প্রতি জুম্মায় একবার, তাতেও সক্ষম না হলে প্রতি মাসে একবার, তাতেও অপরাগ হলে প্রতি বছর একবার, তাতেও না হলে জীবনে একবার পড়া যেতে পারে" (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী)

www.pathagar.com

৪.৪.২. তাস্‌বীহ্‌টি পড়ার নিয়ম

সালাতুত্‌ তাস্‌বীহ্‌ দু'রাকাআত করে দুবারে চার রাকাআতে পড়া যেতে পারে কিংবা একবারে চার রাকাআতে পড়া যেতে পারে। প্রথম দু'রাকাআতে ১৫০ বার এবং পরের দু'রাকাআতে ১৫০ বার। মোট ৩০০ বার।

নামাযের নিয়ত বেধে প্রথম রাকাআতে সানা পড়ার পর ১৫ বার। অতঃপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠের পর ১০ বার। রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম সিজদায় যাওয়ার আগে ১০ বার। প্রথম সিজদায় গিয়ে সিজ্‌দাহ্‌র তাসবীহর পর ১০ বার এবং সিজদাহ থেকে উঠে ১০ বার। দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদাহর তাসবীহর পর ১০ বার। এমনিভাবে প্রথম রাকাআতে মোট ৭৫ বার (১৫+১০+১০+১০+১০+১০+১০)। দ্বিতীয় রাকাআতে গিয়ে একইভাবে ৭৫ বার। দু'রাকাআত নামাযে সর্বমোট ৭৫+৭৫ = ১৫০ বার এবং এভাবে চার রাকাআতে সর্বমোট ৩০০ বার। এ নামাযে তাসবীহ পাঠই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে ভুল হলে সহু সিজদাহ দেয়া লাগে না। রাতে এ নামায পড়লে প্রতি দু'রাকাআতে সালাম ফিরাতে হয়। দিনে পড়লে দু'রাকাআতে সালাম ফিরালেও চলবে, এক সাথে ৪ রাকাআত পড়লেও চলবে (তিরমিযী)। হাদীসে বর্ণিত এরূপ চার রাকাআত নামাযে ৩০০ বার তাসবীহটি পাঠ করলে সাগরের ফেনাতুল্য কিংবা বালি কণার মত গুনাহও আল্লাহ্‌ মাফ করে দেন।

৪.৫. কিয়ামুল লাইল ব্যক্তি গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ

ব্যক্তিসত্তার উন্নয়ন এবং কল্যাণমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের মাধ্যমেই সফল জীবন লাভ করা যায়। আর এর মূলে রয়েছে সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, যার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে রাতের ইবাদত। আল্লাহ্‌ বলেন–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

"রাতের বেলায় আল্লাহর সামনে পড়ে থাকো এবং রাতের বেশিরভাগ সময় তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসায় অতিবাহিত কর" (দাহর ঃ ২৬)

আল্লাহ্‌ আরও বলেন–

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

"প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলায় জেগে উঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর" (মুজজাম্মিল ঃ ৬)

www.pathagar.com

এমনিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসুলের পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা এবং ইকামাতে দ্বীনের বৃহত্তর গুরুদায়িত্ব পালনের যথার্থ শক্তি সঞ্চারণের জন্য প্রশিক্ষণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর সামনে হাজির ও ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ নির্দেশ কেবল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং তার মাধ্যমে তার সকল অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যই প্রযোজ্য। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই শ্লোগান দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল সমাজ গঠনে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যারা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন ও সংগঠনে নিয়োজিত তাদের জন্য ইতিকাফ মহাপ্রভূর সাথে গভীর সম্পর্ক উন্নয়নে এক অনন্য মহা সুবর্ণ সুযোগ। যার হুকুম আহকাম সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন ও সংগঠন তার সাথে যদি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা না যায় তবে ইকামাতে দ্বীনের পথে ত্রুটি-বিচ্যুতি কে ঠিক করে দেবে? তাই সকল কর্মসূচীর মূল মালিকের সাথে ই'তিকাফের মাধ্যমে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার এক প্রকৃষ্ট প্রশিক্ষণ বৈকি।

৪.৬. উপসংহার

মানুষ দিনের বেলায় বিভিন্ন কর্মচঞ্চলতার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, স্নায়ুবিক সব দিক দিয়েই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং স্বভাবতইঃ আরাম-আয়েশ ও প্রশান্ত ঘুমের প্রত্যাশী। এমতাবস্থায় গভীর রাতে প্রশান্তিময় আরামদায়ক ঘুম থেকে জেগে উঠে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়া স্বাভাবিকভাবেই দিনের বেলার ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে সুকঠিন কাজ এবং মানুষের সহজাত স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই মানুষের ইচ্ছাস্বাধীন স্বেচ্ছাচারী প্রবৃত্তিকে অবদমিত ও বশীভূত করে এবং আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে নিজকে সঠিক পথে পরিচালনার লক্ষ্যে রাতের এমন নির্জন নিথর পরিবেশে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ ইকামাতে দ্বীনের শাশ্বত কর্মসূচীকে নিজের জীবনে এবং বিশ্ববিজয়ী করার লক্ষ্যে ব্যক্তি গঠনের এমন কার্যকরী প্রশিক্ষণের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। রাতের আলো-আঁধারে একান্ত নির্জন পরিবেশে খালিছ নিয়তে যারা যত বেশি নিয়মিত এহেন প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত, কেবল তারাই পারেন ইকামাতে দ্বীনের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখে তত বেশি তেজস্বী মনোবল ও দৃঢ়তা নিয়ে অগ্রসর হতে। সুতরাং মাহে রমজানে ই'তিকাফে বসে শবে কদর তালাশের উছিলায় বান্দাহ্‌কে কামিয়াবীর পথে ব্যক্তি গঠনের এমন নির্মল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই করে দেয়া হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

www.pathagar.com

৫. তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল, আত্ম পর্যালোচনা এবং দোয়া-মুনাজাত

৫.১. তাস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

"তোমরা কি দেখনা- আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই এক আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ গায়। ঐসব পাখিকুলও যারা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়। প্রত্যেকেই নিজের নামায ও তাস্‌বীহ করার নিয়ম জানে। আর যারা এসব করে আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে পুরো ওয়াকিফহাল" (নূর ঃ ৪১)

আল্লাহ্ আরও বলেন–

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"আকাশমন্ডলে এবং পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে এমন প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করছে। তিনি সর্বজয়ী ও মহা বিজ্ঞানী। হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কেন সে সব কথা বল যা কার্যতঃ করনা" (আস্ সাফ ঃ ১-২)

নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক দোয়া-দরূদ, তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল্, যিকির-আয্‌গার আছে। এসব তাসবীহ-তাহ্‌লীলের পর মুনাজাতের মাধ্যমে নিজের মত করে-আরজি পেশ করতে হয় রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে। এছাড়াও সার্বক্ষণিক অনুশীলনের জন্যও রয়েছে অনেক দোয়া ও যিকির-আযগার। সেগুলি আমল করা যেতে পারে নিয়মিতভাবে। যেমন–

(ক) চার কালেমা
(খ) সুবহান্নাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম
(গ) রাব্বানা লা তুযেগ্ কুলুবানা বা'আদা ইয্ হাদায়তানা ওয়া হাব্‌লানা মিন্‌লা দুন্‌কা রাহ্‌মাহ। ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব।
(ঘ) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাসনুন দোয়া ইত্যাদি।

৫.২. আত্ম পর্যালোচনা এবং দোয়া-মুনাজাত

প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকৃত মুমিন বান্দাহ হিসেবে কী কী

www.pathagar.com

করণীয় ছিল এবং সেগুলি শবে কদরে নাযিলকৃত আল-কুরআনের শিক্ষার কষ্টিপাথরে কতটুকু করতে পারা গেছে সেগুলি আজ ই'তিকাফের মুরাকাবায় বসে একান্তে নিজের বিবেকের আদালতে পেশ করা যেতে পারে। যদি সুস্থ বিবেক এসব ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেয় তবে তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা প্রয়োজন। তবে সেই সাথে এটাও বিবেচ্য যে, মহান আল্লাহ্ মহাপবিত্র, তাঁর প্রেরিত হেদায়াত যা কদরের রাতে নাযিল হয়েছে তা পবিত্র ও মর্যাদাশীল, এমন হেদায়াতের ভিত্তিতে পরকালে যে বেহেশত আশা করা হয় তাও পবিত্র এবং এ পবিত্র বেহেশতে যাওয়ার জন্য নিজেকে কতটুকু উপযুক্ত ও পবিত্র করে গড়ে তোলা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। জীবন চলার পথে যে সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়ে পারলৌকিক জীবনের প্রথম মঞ্জিল কবর বা আলমে বরযখ এবং চূড়ান্ত কাঠগড়া আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, সে সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আজই সময় থাকতে শবে কদর তালাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ এ পবিত্র সময়ে পর্যালোচনা করে দেখা একান্ত অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ্ বলেন-

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"নিজের কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসেব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট" (বনি ইসরাইল ঃ ১৪)

আসমানের দিকে দু'হাত প্রশস্ত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে করজোড়ে দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে মনের আকুতি-মিনতি পেশ ও চাওয়া প্রচলিত এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি। দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং তার সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেয়ে পৃথিবীতে বড় কোন চাওয়া-পাওয়া হতে পারে না। তাছাড়াও আবেগ-আপ্লুত মনে যিকির ও দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে রাব্বুল আলামিনের রাহমান ও রাহীম নামের হাকীকতের দিকে চেয়ে মানব মনে যে আশার সঞ্চার ও প্রশান্তি লাভ ঘটে তা অন্য কিছুতে পাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ শিখিয়েছেন–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

"রাতের বেলায় তার সামনে সিজদায় আনত হও। রাতের দীর্ঘ সময়ে তার তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো" (দাহর ঃ ২৬)

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

www.pathagar.com

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, একমাত্র আল্লাহর যিকির দ্বারাই কালব বা মনের প্রশান্তি লাভ করা যেতে পারে" (আর-রা'আদ ঃ ২৮)

ই'তিকাফে বসে এহেন দোয়া-মুনাজাতের জন্য যে উর্বর মৌসুমী সময় ও নিরিবিলি নির্জন পরিবেশ পাওয়া যায় অন্য সময় তা পাওয়া কঠিন বৈকি। সুতরাং এ মহা সুযোগ কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে ব্যাপারে আন্তরিক ও সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মুখে উচ্চারিত দোয়া আরবী, বাংলা কিংবা যে কোন ভাষায় হোক না কেন তা বুঝে অন্তরের আকুতি-মিনতি সহকারে মালিকের নিকট পেশ করা প্রয়োজন। মনের আবেগ জড়িত কাতর কণ্ঠে মহাপ্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে গোপন আলাপকালে অশ্রুসিক্ত নয়নের যে চিত্র ফুঠে উঠে তা দুনিয়াবাসীর কেউ দেখতে বা জানতে পারে না, পারেন কেবল অন্তর্যামী মহাপ্রভু আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। আর তা রেকর্ড করেন দু'কাঁধের ফেরেশতা। তাই প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করতঃ কায়মনোবাক্যে তার দরবারে তাসবীহ্ তাহলীল ও ধরণার মাধ্যমে নিজের কামিয়াবীর জন্য ই'তিকাফ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

প্রধানতঃ তিনটি অধ্যায়ে কৃত অপরাধ স্মরন ও পর্যালোচনা প্রনিধানযোগ্য–

১) ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃত অপরাধ
   (ক) ব্যক্তিসত্ত্বা বা দিল বা আত্মার অপরাধ
   (খ) শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জনিত অপরাধ
২) পারিবারিক পর্যায়ে কৃত অপরাধ
৩) সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কৃত অপরাধ

৫.২.১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃত পাপরাশি ক্ষমা করে নেয়ার সুযোগ এখনই। দৃঢ় একীনের সাথে মনে প্রাণে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, জানা-অজানা কৃত কর্মের সব কিছুই আল্লাহ্ অবগত আছেন এবং ভিডিও করে রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন–

www.pathagar.com

إِذْ ○ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মনের গহীনে অর্থাৎ তার দিলে যেসব ভাবের উদয় হয় তাও আমি জানি। আমি তার গলার শিরা হতেও অধিক নিকটবর্তী। আর দু'জন লেখক (ফেরেশতা) তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখছে। কোন একটি শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয় না যা সংরক্ষণের জন্য একজন চির উপস্থিত সংরক্ষণকারী মওজুদ না থাকে" (ক্বাফ ঃ ১৬-১৮)

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আসমান সমূহ ও যমিনের সব গোপন জিনিস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি তো বুকের গোপন রহস্য সম্পর্কেও জানেন" (ফাতির ঃ ৩৮)

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ
فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

"হে বৎস! পাপ বা পূণ্য যদি সরিষার দানা পরিমাণ হয় এবং তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত" (লুকমান ঃ ১৬)।

৫.২.১.১. ব্যক্তি সত্তা বা দিলের অপরাধজনিত ক্ষমা প্রার্থণা

একজন মানুষের মূল সত্তা হল তার দিল যেখান থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তার জীবন চলার পথে সকল চিন্তা চেতনা ও কর্মসূচী। এ দিল যদি আল্লাহ্র উলুহিয়াতের নূরে অবগাহিত না হয়ে শয়তানের লিলাভূমিতে বিচরণ করে তবে তার জীবনব্যাপী যাবতীয় কর্মসূচী এবং তার বাস্তবায়ন এক আল্লাহ্র পথে না হয়ে হবে শয়তানের পথে।

তাহলে এবার একটু ভেবে দেখা যেতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনে কোথায় কোথায় কি কি পাপ করা হয়েছে? যেমন সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, মিথ্যাচার, অনাচার, অবিচার, কদাচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঠকবাজি, ফাঁকিবাজী, জালিয়াতি ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধ, যে সব কৃতকর্মের স্মৃতি জড়িত কাজ। তাছাড়াও রাজসাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ নিজেই ফেরেশ্তার মাধ্যমে তা রেকর্ড

www.pathagar.com

করে রেখেছেন সেসব কৃতকর্মের জ্বলন্ত সাক্ষী ব্যক্তি নিজেও। সুতরাং ই'তিকাফে বসে একান্তে সেই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে এমনভাবে পেশ করা প্রয়োজন যেন কোন লুকোচুরী না থাকে এবং একমাত্র তাঁরই সাথে কথা বলা হচ্ছে। স্মর্তব্য যে, ইহ জগতের পর ঠিক একইভাবে দণ্ডায়মান হতে হবে আদালতে আখিরাতে। আল্লাহ্ বলেন–

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

"তোমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা লুকিয়ে রাখ আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের নিকট থেকে তার হিসেব নিবেন" (বাকারা ঃ ২৮৪)

এতে বুঝা যায় আল্লাহ্ মানুষের মনের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যেমন-গোপন সংকল্প, মনের সংগোপনে যে কোন চিন্তা, কথা, কাজ ইত্যাদি জানেন এবং সব কিছুর জন্যই এককভাবে আল্লাহ্র কাছে তাকে দায়ি থাকতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং যেসব অবাঞ্ছিত কৃতকর্মের আসামী হিসেবে নিজেও সাক্ষী সেগুলি স্মরণ করতঃ আজ তার দরবারে নিজেকে এমনভাবে পেশ এবং তওবা করতঃ ওয়াদা করা প্রয়োজন যেন কখনও আর এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে না হয়। কাতরকণ্ঠে অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে একমাত্র তারই কাছে পানাহ চাওয়া প্রয়োজন। অশ্রুর উৎস দিল। দিল যদি পানি না ছাড়ে চোখের কোন ক্ষমতা নেই অশ্রু সিক্ত হওয়া। তিনি তো রাহমানুর রাহীম। তিনি দয়া করে শবে কদরের উছিলায় অশ্রুসিক্ত অনুগত বান্দাহকে মাফ করে দিতেই পছন্দ করেন। এ কারণে আল্লাহ্ বলেন–

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ

"তোমার প্রভূকে ডাক কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে, চুপিসারে" (আ'রাফ ঃ ৫৫)

এ রাতের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে (আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

"যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেল" (বুখারী ও মুসলিম)।

সুতরাং ব্যক্তিগত অতীত জীবনে কৃত গুনাহসমূহ শবে কদর উপলক্ষে ই'তিকাফে বসে মাফ করে নেয়ার এমন সুবর্ণ মৌসুমী সুযোগ যেন ছুটে না যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা ই'তিকাফে বসার অপরিহার্য দাবি।

www.pathagar.com

এছাড়াও মনে করা যেতে পারে দৈনন্দিন জীবনে প্রাতে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমে যাওয়া পর্যন্ত যে সব কাজ করা হয়েছে তার প্রতিটি কাজ এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে, না কি নিছক জাগতিক স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নফসের গোলামীতে হয়েছে? কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

"যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে; সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম" (তিরমিযী)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষের প্রতিটি কাজে তার নফস তাকে পরিচালিত করে থাকে এবং শুরুর আগেই নফসের আদালতে সে কাজের রায় হতে হয়। আল-কুরআনে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নফসের তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.২.১.২. নফসে আম্মারা ঃ শয়তানী ফিতরাতের ভূমিকা পালন করার জন্যই মানুষের মনে নিয়োজিত যে নফস যা মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে থাকে। অর্থাৎ যখনই কোন কাজের চিন্তা ও উদ্যোগ গৃহীত হয় তখন কাজটি যাতে শয়তানী পথে পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে তাগাদা দিতে থাকে এ নফস। মুনকার বা খারাপ কাজে প্ররোচনা দানকারী এ নফসই হলো নফসে আম্মারা।

৫.২.১.৩. নফসে লাউয়ামাহ্ ঃ নফসে আম্মারার ঠিক বিপরীতমুখী মা'রুফ বা ভাল কাজে ওকালতি করার যে কাজ তা করে থাকে নফসে লাউয়ামাহ্। নফসে আম্মারার প্ররোচনায় পড়ে ভুল বা অন্যায় কাজের চিন্তা করলে কিংবা সঠিক পথে না চললে এ নফস লজ্জিত হয় এবং ব্যক্তিকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে থাকে। মূলতঃ নফসে লাউয়ামাহ্কেই বলা হয় **বিবেক**।

৫.২.১.৪. নফসে মুতমাইন্না ঃ উপরোক্ত নফসদ্বয়ের প্রতিযোগিতালব্ধ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রায় প্রদানকারী নফস হলো নফসে মুতমাইন্নাহ্। অন্যায়, ভুল বা প্ররোচিত পথ পরিত্যাগ করতঃ নফসে লাউয়ামাহ্ প্রদর্শিত সঠিক পথে চললে এ নফসের মাধ্যমেই ব্যক্তি পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। মনে করুন প্রচন্ড শীতের রাতে আরামদায়ক বিছানায় লেপ জড়িয়ে সুখ নিদ্রায় বিভোর আছেন। ফজরের আযান আপনার কানে পৌঁছে গেছে। মুমিন বান্দাহ হিসেবে এখন আর শুয়ে থাকার কোন অবকাশ আপনার নেই। এমতাবস্থায় একদিকে ঘুমের ঘোর এবং আরামদায়ক বিছানা অপরদিকে হাড় কাপানো শীতের ভোর। এ সময় নফসে

www.pathagar.com

আম্মারা আপনাকে উৎসাহিত করবে এ বলে যে, এখনও সময় আছে আর একটু ঘুমানো যেতে পারে। আবার নফসে লাউয়ামা আপনাকে বার বার তাগাদা দিবে- **ঘুমের চেয়ে নামায ভালো, একার চেয়ে জামায়াত ভাল, ঘরের চেয়ে মসজিদ ভাল**। অতএব এখন আর শুয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। এমনিভাবে আপনি লেপের ভিতর শুয়ে থেকে এপাশ ওপাশ করছেন এবং সময় হিসেব করছেন। এমতাবস্থায় নফসে আম্মারা যদি বিজয়ী হতে পারে তবে দেখবেন আপনি হয়তো পুনরায় ঘুমিয়েই পড়েছেন। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে তড়িঘড়ি করে উঠে ঘরেই তা কোনমতে আদায় করে নেবেন। নফসে আম্মারা এভাবেই মূলতঃ প্রভাবিত করে থাকে অযাচিত পথে। কিন্তু নফসে লাউয়ামাহ যদি বিজয়ী হতে পারে তবে দেখা যাবে আযানের শব্দ কানে শুনা মাত্র বিছানার আরামদায়ক অবস্থা আপনার ভাল লাগবে না। বিবেকের আদালতে এমন আনচাঁন শুরু হয়ে হয়ে যায় যে তাৎক্ষণিকভাবে উঠে আপনার প্রয়োজন পূরণে বের হবেন এবং যথাযথ ভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে নামাযে বের হবেন। এতে প্রশান্তি দিয়ে থাকে নফসে মুতমাইন্না।

এমনিভাবে প্রতিনিয়ত আমরা যেসব কাজ করে থাকি সবগুলিতেই আমাদের নফস এভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এ কারণে যদি এমন সিদ্ধান্ত নফসে মুতমাইন্নাকে দিয়ে রাখা হয় যে, কোন মুনকার কাজের সিদ্ধান্ত যেন আমার দ্বারা বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে সর্বাবস্থায় নফসে আম্মারাকে দমিত করে রাখার একটা বাসনা এখন থেকেই লালন করতে হবে। সর্ব কাজেই নিয়ত সহীহ করতঃ খতিয়ে দেখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শবে কদরের সওগাত আল-কুরআনের আইন-বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তরিকানুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হচ্ছে কিনা। কারণ নিয়ত সম্পূর্ণই মানুষের দিলের ব্যাপার আর মুমিন জীবনে দিলের সাথে প্রধান আকর্ষণ ঈমানের। মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষ শক্তি ব্যতীত সমস্ত সৌরজগত এবং সমস্ত বস্তুনিচয় যেমন অচল, ঠিক তেমনি মানুষের ব্যক্তিসত্তা ঈমান যদি দিলের মধ্যে না থাকে তবে সে জীবনে বাকি সবই ফাঁকি। আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

"যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসার্ত তাকে পানি বলে মনে করে থাকে কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখবে তা কিছুই নয়" (নুর ঃ ৩৯)

www.pathagar.com

৫.২.২. শারীর বৃত্তীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

এতক্ষণ গেল মুহাসাবায়ে নফসের ব্যক্তিগত পর্যায়ে দিলের অপরাধজনিত ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপার। এরপর আদালতে আখিরাতে ব্যক্তি সত্তার ধারক বাহক অবয়ব বা দেহের যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষী হিসেবে কথা বলবে সেগুলি জাগতিক জীবনে প্রকাশ্যে-গোপনে যেসব কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে ব্যক্তি পর্যায়ে একমাত্র নিজেরই ভাল জানা আছে। দেহের এসব ব্যবহৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরকালে আদালতে আখিরাতে পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। জবান থাকবে বন্ধ, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন পথই খোলা থাকবে না। আল্লাহ্ বলেন–

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আজ আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিব। তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, আর পা গুলি সাক্ষ্য দিবে যে তারা দুনিয়াতে কি কি করেছিল" (ইয়াসীন ঃ ৬৫)

আল্লাহ্ আরও বলেন–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তারা যেন সে দিনটি ভুলে না যায় যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা এবং নিজেদের হাত ও পা তাদের ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্য দান করবে" (নূর ঃ ২৪)

আল্লাহ্ বলেন–**"আজ তোমার নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট"** এ বলে তার বাক্‌শক্তি বন্ধ করে দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হবে যাতে মিথ্যা প্রতিবাদ কিংবা ঝগড়া বিবাদের কোন সুযোগ না থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির সাক্ষ্য দেয়ার পর বাকশক্তি খুলে দিলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির দিকে লক্ষ্য করে বলবে, তোরা ছাই ভস্ম হয়ে যা, তোদের মত নিমক হারামদেরকে আমি দুনিয়াতে কত ঝগড়া-বিবাদ হতে রক্ষা করেছি এবং পরিপুষ্ঠ করেছি। যদি বিপক্ষে যাওয়ার মতো কাজ দেহের এসব বিভিন্ন অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে দুনিয়ায় অন্য কেউ সাক্ষী না থাকলেও মহা বিচারক আল্লাহপাক নিজে তো রাজ সাক্ষী হিসেবে আছেনই তদুপরি এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষীতে আসামীর কাঠগড়ায় অবশ্যই সেদিন আদালতে আখিরাতে কৃত অপকর্মের জন্য বেইজ্জতি হতে হবে। আখিরাতে কেন, দুনিয়ার জীবনেও গোপন অপকর্মের বিরুদ্ধে নিজের দেহের রক্ত কথা বলে এবং সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অপকর্মের কারণে কেউ যদি

www.pathagar.com

কোন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, ডাক্তারের কাছে গিয়ে লজ্জায় অপকর্মের স্বীকৃতি হয়তো কেহ দেয় না বা কখনই দিতে চাইবে না। ডাক্তার যখন রক্ত পরীক্ষা (VDRL test) করতে চাইবেন তখন নিজের রক্তকে তো আর বলতে পারা যাবে না তার মধ্যে বহনকারী রোগজীবাণু যেন ডাক্তারের পরীক্ষায় ধরা না দেয়। এমনিভাবে দুনিয়াতেই কি রক্ত নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারছে না? সুতরাং এখনই সময় নীরবে আল্লাহর সামনে মুরাকাবায় বসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ব্যবহারের এসব জানা-অজানা কুফল দুনিয়াতেই মিটিয়ে ফেলা। ভবিষ্যতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এহেন ব্যবহার থেকে বিরত থাকার ওয়াদা করতঃ খাঁটি দিলে আল্লাহর নিকট তওবা-ইস্তিগফার করলে নিশ্চয়ই তিনি দয়ালু ক্ষমাশীল। তিনি মহামহিমান্বিত শবে কদরের মর্যাদার উছিলায় হয়তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা অর্জিত কুফল সুফলে পরিণত করে দিতে পারেন।

সুবহানাল্লাহ্। আলহামদুলিল্লাহ্। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর কাবীরা। ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছিরা। সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়াছিলা।

এমনিভাবে আজ ভেবে দেখার বিষয় যে, জিহ্বা দিয়ে কোন নিষিদ্ধ বা হারাম জিনিস খাওয়া হয়েছে কিনা। মুখ দিয়ে কখনও মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, পরনন্দিা, পরচর্চা, অপরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, কাউকে হেয় বা ছোট প্রতিপন্ন করা, অশ্রাব্য উক্তি আওড়ানো ইত্যাদি কাজ হয়েছে কিনা এবং হলে তা কি পরিমাণ করা হয়েছে তা নিজেরই ভাল জানা। প্রসংগত উল্লেখ্য, বর্তমান বাতিল সমাজে এসব মৌখিক অসদাচারণ আমাদের সমাজে বিশেষ করে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট অতি মুখরোচক এবং বহুল প্রচলিত যা প্রতিনিয়ত মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ কারণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হুশিয়ার করে দিয়ে এহেন অসদাচারণের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ O الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُO يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُO كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِO وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُO نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُO الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِO إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌO فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍO

"নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে অপরকে সামনা সামনি এবং পিছনে দোষ প্রচারে অভ্যস্ত। যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং গুনে গুনে রেখেছে সে মনে করে যে তার ধন-মাল চিরকালই তার নিকট থাকবে। কক্ষনই নয়, সে ব্যক্তিতো চূর্ণবিচূর্ণকারী (হুতামাহ) স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তুমি কি জান সে চূর্ণবিচূর্ণকারী স্থান কি? আল্লাহ্র আগুন, প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত যা অন্তর পর্যন্ত পৌছবে। উহা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে। উচু উচু স্তম্ভে পরিবেষ্ঠিত হবে" (হুমাযাহ্ ঃ ১-৯)

www.pathagar.com

এমনিভাবে চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা, হাত দিয়ে ধরা, পা দিয়ে চলা ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যবহারজনিত ছোট-বড় পাপরাশি যা বাম হাতের আমলনামার পাল্লা ভারি করে রেখেছে, তা মুছে হালকা করার মৌসুমী সময় তো এখনই। তওবার মাধ্যমে বান্দাহ যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন বান্দাহর গোনাহ যত বড় হোক না কেন তিনি তা মাফ করে দেন। কেননা বান্দাহর গোনাহ যত বড় তার চেয়ে অনেক অনেক বড় আল্লাহর রহমত। আল্লাহ বলেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আমার বান্দারা যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি সব গোনাহ মাফ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি অধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান" (যুমার ঃ ৫৩)

আল্লাহ্পাক আরও বলেন–

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"তিনি তার বান্দাদের নিকট হতে তওবা কবুল করেন এবং সব রকমের খারাবীর ক্ষমা মার্জন করেন। তবে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত" (আশ শুরা ঃ ২৫)

সুতরাং পরিবেশ-প্রেক্ষাপটে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কিংবা অসাবধানতাবশত কোন পাপাচার যদি হয়েই থাকে তবে বান্দার তওবা ইস্তিগফারের কারণে রাহমানুর রাহীম আল্লাহপাক তা মাফ করে দিতে পারেন। তওবার ব্যাপারে মনে রাখা প্রয়োজন যে– আল্লাহর নিকট নিজের কৃত গোনাহর স্বীকৃতি দেয়া এবং লজ্জিত হয়ে পুনরায় সে পথে না চলার জন্য ওয়াদাপূর্বক ইখলাসের সাথে তওবা করা এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে এর উপর টিকে থাকা। আল্লাহ্ বলেন–

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"তাদের মধ্যে যারা তওবাকারী এবং নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে; আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজের দ্বীনকে খালেছরূপে গ্রহণ করবে তারা মুমিনদের সঙ্গী। আল্লাহ মুমিনদেরকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন" (নিসা ঃ ১৪৬)

www.pathagar.com

৫.২.৩. পারিবারিক পর্যায়ে কৃত পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাকর-চাকরানি এবং অন্যান্য পরিজনদের নিয়েই ব্যক্তি জীবনের পারিবারিক অধ্যায়। নিজ পরিবারের প্রত্যেকের ওপর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচনা করা হলো সেগুলিতে ব্যক্তি যদি খাঁটি এবং নির্ভেজাল ঈমানদার বান্দাহ্ প্রমাণিত হন তাহলে আল্লাহর জান্নাত লাভের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে উত্তরণের সার্টিফিকেট পেলেও পারিবারিক হক, দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালন না করার কারণে আদালতে আখিরাতে আসামীর কাঠগড়ায় তিনি আটকে যেতে পারেন। আল্লাহ্ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" (তাহরীম ঃ ৬)

আল্লাহর এ নির্দেশে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেবল নিজেকেই আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার পরিবারভুক্ত অন্যান্যদেরকেও আল্লাহর মনোনীত পথে পরিচালনা করতঃ আদালতে আখেরাতে জবাবদিহিতার পথ পরিস্কার করা ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহও (সাঃ) বলেন– **"তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল-রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের কর্ত্রী এবং এ কারণে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে"** (বুখারী, মুসলিম)

৫.২.৩.১. মাতা-পিতার প্রতি করনীয়

পারিবারিক পর্যায়ে মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনের বিষয়টি সর্বাধিক অগ্রগণ্য। যে মা-বাবার রক্তস্নাত কষ্ট ও সাধনায় বড় হতে হয়েছে, শিক্ষালাভ, ধন-সম্পদ লাভ, নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন ইত্যাদি লাভ হয়েছে সেই মা-বাবাকে যদি নিজের অর্জিত কামাই ও ধন-সম্পদ দিয়ে পরিতুষ্টই না করতে পারা গেল তবে এ জীবন ও জীবন সামগ্রীর মূল্যায়ন কোথায়? আল্লাহ্পাক রাসুলুল্লাহ্র (সাঃ) মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে লোকেরা তোমাকে যা

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করে তার জবাবে জানিয়ে দাও–

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"যে অর্থই তোমরা ব্যয় করনা কেন তা কর নিজের মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে সৎ কাজই করবে তা সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন" (বাকারা ঃ ২১৫)

এতে প্রনিধানযোগ্য যে, ব্যয় করার ব্যাপারে প্রথমেই যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন মাতা-পিতা। মাতা-পিতার সাথে কখনই এমন আচরণ করা সম্পূর্ণ নিষেধ যাতে তারা কষ্ট পেয়ে আহ্, উহ্ শব্দ উচ্চারণ করেন। তাছাড়া যে মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত সে মাকে কষ্ট দিয়ে সারা জীবন ই'তিকাফ করে লাভ কি? এমন দিন আসবে যেদিন ধন-সম্পদ, সুখের সংসার সবই থাকবে, থাকবেন না মা-বাবা। সময় মত তাদের হক আদায়ে কতটুকু সফলতা বা বিফলতা তা নিজেরই ভাল জানা। আমাদের জীবনের চূড়ান্ত পাওনা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে জান্নাত লাভ। সন্তানের জন্য জান্নাত নিহিত রয়েছে মায়ের পায়ের নিচে। তাই একটু ভেবে দেখার বিষয়, যে মা গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শিশু-কিশোর-যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত নিজের জীবনের আরাম-আয়েশ, আহার-নিদ্রা তিলে তিলে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে বড় করেছেন সেই মাকে কি কখনও কষ্ট দেয়া হয়েছে? অথবা পেশাগত জীবনে তাকে পরবাসী রেখে সুন্দরী স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা নিয়ে আনন্দ-উল্লাসে জীবন কাটানো হচ্ছে? যে মা-বাবা তিলে তিলে জীবন দিয়ে সন্তানকে বড় করেছেন জীবনের কামাই দিয়ে তাদেরকেই যদি পরিতুষ্ট করতে না পারা গেল, যারা অসহায় অবস্থা থেকে শুরু করে অকাতরে নিজের জীবন দিয়ে তিলে তিলে কষ্ট করে মুখে চুমু দিয়ে আদর-যত্ন করে বড় করেছেন, তাদের মুখে যদি একটু হাসিই ফুটাতে না পারা গেল কিংবা তাদের অসুখ বিসুখে, দুঃখে-কষ্টে শান্তনা দিতে না পারা গেল পক্ষান্তরে নানান আচার-আচরণে তাদের মনে নানাবিধ ব্যথা ও দুঃখ-কষ্ট দেয়া হল তাহলে এ জীবনের মূল্যায়ন কোথায়? সন্তানের আচরণের কারণে কখনও দুঃখ-কষ্ট পেলেও তা তারা ভুলে যান পরক্ষণেই। সন্তানের জন্য তাদের অন্তর আকাশের মতই উদার। মনে রাখা দরকার মা-বাবা যদি সন্তানের জন্য দোয়া করেন তবে তা সরাসরি আল্লাহর আরশে পৌঁছে যায়। সন্তানের জন্য সুখ-শান্তি ও জান্নাতের পথ হয়ে যায় সুগম। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে কোন কারণে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যদি বদদোয়া কিংবা অভিশাপ করেন তবে সন্তানের জান্নাত লাভ নিতান্তই অকল্পনীয়। আজ ই'তিকাফে আল্লাহর দরবারে মুরাকাবায় বসে একটুও কি তাদের কথা মনে পড়ে না? যদি তা নাই হয় তাহলে ই'তিকাফে বসার যথার্থতা কোথায়? ই'তিকাফের সফলতা তো নিজের বাড়িতেই।

www.pathagar.com

৫.২.৩.২. পরিজনদের প্রতি করনীয়

একটি প্রবাদ আছে সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে, যদি থাকে গুণবান স্বামী তার সনে। এমনিভাবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রেই যার যা হক তা পূরণ করে একজন গুণবান সফল ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে এতদিন পরিচালিত করা হয়েছে কিনা তা আজ ভেবে দেখার বিষয়। আল্লাহর নিকট এখনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যে ই'তিকাফ শেষে বাকি জীবনে অতীতের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে শুধরে নেয়া যায়। পুরুষ কিংবা নারী পারিবারিকভাবে উভয়েই এক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সারা বছরে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে কতটুকু পালন করা হয়েছে তা এখনই ই'তিকাফের সুবাদে ভেবে দেখা প্রয়োজন। যদি তা না হয়ে থাকে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার রাসূলের আইন-বিধান অনুযায়ী একজন অপরাধী এবং এ অপরাধের শাস্তি মওকুফ করে নিতে না পারলে আদালতে আখেরাতে অবশ্যই পাকড়াও হতে হবে। তখন কোন জবাব থাকবে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন ব্যক্তি সর্বোতভাবে আল্লাহ্র আনুগত্যশীল একনিষ্ঠ দীনদার পরহেজগার হতে পারে। কিন্তু পারিবারিক পর্যায়ে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পরিজনদের অন্যান্যরা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্র বিধানের উপর আনুগত্যশীল নয়। ইসলাম বিরোধী প্রভাব ও পরিবেশের গড্ডলিকা প্রবাহে তারা প্রবহমান, যাদের জন্য আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে? তাই পারিবারিক পরিমণ্ডলের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করার ওয়াদা করতঃ ই'তিকাফে বসে মহাপ্রভুর শানে ধরনা দেয়া এবং তাঁর তওফিক কামনা একান্ত প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত, একইভাবে পেশাগত ক্ষেত্রেও নিজ নিজ অধীনস্থদের প্রতি তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সচেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে নইলে শবে কদরে নাযিলকৃত আইন-বিধানের আলোকে তাদেরকে পরিচালিত না করার অপরাধে দণ্ডিত হতে হবে। এ অবস্থার যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্য এখনই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরই সাহায্য কামনা করতে হবে।

৫.২.৩.৩. বান্দাহর হক নষ্ট জনিত অপরাধের পর্যালোচনা

পারিবারিক জীবনে মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং দৈনন্দিন জীবন চলার পথে সমাজে অন্যান্যদের সাথে লেনদেন, আচার-আচরণ কিংবা পারস্পরিক মোয়ামেলাতে যদি কারও প্রতি কোন হক নষ্টজনিত কারণে অপরাধী বা আল্লাহর দরবারে আসামী হয়ে থাকেন তবে

www.pathagar.com

সেসব বিষয়গুলিও ই'তিকাফে বসে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ বান্দার হক নষ্ট জনিত পাপের ক্ষমা আল্লাহ্ তার এখতিয়ার বহির্ভূত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"প্রত্যক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে তার বোঝা তারই উপর ন্যস্ত, কেউ কারও বোঝা বহন করে না" (আনআম ঃ ১৬৪)

উল্লেখ্য যে, হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক আদায় না করা জনিত পাপের ক্ষমা আল্লাহর এখতিয়ারে কিন্তু বান্দাহর হক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করবেন তা কখনই স্বাভাবিক নয়। বান্দাহর হক নষ্টকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ ব্যাপারে একটা ছোট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে- আপনি আপনার ছেলেকে নসীহত করে বললেন– বাবা, অপরের গায়ে লাথি দিও না। এরপরও যদি আপনার ছেলে অপরের গায়ে লাথি মেরে দেয় তবে ছেলে ঐ ব্যক্তির নিকট নিশ্চয় অপরাধী হবে যা আপনি কেন কেউই পছন্দ করবে না। এক্ষেত্রে আপনার ছেলে কর্তৃক ঐ ব্যক্তির গায়ে লাথি মারার অপরাধ ক্ষমা করা আপনার এখতিয়ার বহির্ভূত। কারণ ছেলে আপনার গায়ে লাথি মারলে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার এখতিয়ার পিতা হিসেবে আপনার থাকলেও ছেলেকে যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করবে ততক্ষণ ছেলেকে আপনি হাজার বার ক্ষমা করলেও তা হতে পারে না। এ কারণে ই'তিকাফে বসার আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হক আদায় কিংবা তাদের নিকট থেকে যথাযথ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বসা বাঞ্ছনীয়। তবে বান্দাহর হক নষ্ট করার কারণে আল্লাহপাকের অসন্তুষ্টির অপরাধের ক্ষমা তাঁর কাছে থেকে অবশ্যই চেয়ে নিতে হবে। আর এ সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে মাহে রমজানে ই'তিকাফে বসে মুহাসাবার মাধ্যমে।

৫.৩. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিমন্ডলে সর্বতোভাবে জান্নাত লাভের উপযোগী প্রমাণিত হলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নামায কায়েম, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা, ভাল কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ অর্থাৎ ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব পালন না করার অপরাধে হতে হবে অপরাধী।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

www.pathagar.com

"তোমরা কি তাহলে কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস? যারা এমনটি করে তাদের পরিণতি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদেরকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হবে এবং পরকালে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবে। তোমরা প্রতিনিয়ত যা করছ আল্লাহ্ সে সব কিছু থেকে মোটেও উদাসীন নন" (বাকারা ঃ ৮৫)

এটা কি কখনও চিন্তা করে দেখা হয়েছে যে, যে চাকুরী, ব্যবসা কিংবা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করা হচ্ছে তা সার্বিকভাবে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্যশীল না ইসলাম বিরোধী শক্তির অনুগত? সমাজ ব্যবস্থার যারা কর্ণধার বা নেতা যাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন মেনে চলা হচ্ছে তারা কি ইসলামী বিধানের প্রতিনিধিত্ব করছেন নাকি ইসলাম বিরোধী তাগুতী শক্তির? এসব হিসেব নিঃসন্দেহে হাশরের দিন সবাইকে দিতে হবে। তাহলে ভেবে দেখার বিষয় নিজের অবস্থান কোথায়।

আল্লাহ্ তার প্রতিনিধি (viceroy) হিসেবে আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করতঃ স্থান দিয়েছিলেন বেহেশতে। কিন্তু বেহেশত তার কর্মস্থল ছিল না বিধায় খেলাফতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন দুনিয়ায়। তাঁরই উত্তরাধিকার সূত্রে আমরাও খলিফাতুল্লাহর দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল। আল্লাহ্ মানুষকে তার খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন (বাকারা ঃ ৩০)। যে খেলাফতির দায়িত্বই হলো জীবন চলার সামগ্রিক পর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-বিধানকে নিজে মেনে চলা এবং অপরকে মানানোর ব্যবস্থা করা। যাকে বলা হয় দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠা। রাসূলুল্লাহকেও (সা.) আল্লাহ্ এ উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন এ বলে যে–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই সেই সত্তা (মহান আল্লাহ্) যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি তা অন্যান্য সকল দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, এ মহা সত্য সম্পর্কে সাক্ষী হিসেবে এক আল্লাহই যথেষ্ট" (আল্ ফাতহ ঃ ২৮)

আল্লাহ্ বলেন–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

www.pathagar.com

"সমাজে যাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে, ভাল কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে" (হজ্জ ঃ ৪১)

যে সমাজ বা রাষ্ট্রের আইন-বিধানের অনুগত হয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে তা যদি শবে কদরের সওগাত– আল্-কুরআনের আইন-বিধান অনুযায়ী না হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী তাগুতী বিধান যা মেনে চলা স্পষ্টতই শিরক। এমতাবস্থায় মাহে রমযানে নাযিলকৃত আল-কুরআনের আইন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সাধনা না করার অর্থই তাগুতকে মেনে নেয়া যা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় শিরেকী অপরাধ এবং গুনাহে কবীরা। এ অপরাধের ক্ষমা আল্লাহ কিভাবে করবেন তা চিন্তা করলে ই'তিকাফে মুহাসাবায় বসে একজন মুমিন ব্যক্তি অস্থির না হয়ে পারেন না।

এটা নিশ্চিত সত্য যে, আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন পর্যায়েই আল্লাহ্ প্রদত্ত আল-কুরআনের জীবন বিধান সর্বতোভাবে বিজয়ী নেই। এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল থেকে পুরোদমে আল্ কুরআন পরিপন্থী তাগুতী বা বাতিল আইন-বিধানের অধীনে নিজেদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা হবে এবং শবে কদরের সওগাত আল-কুরআনকে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার চেষ্টা সাধনা করা হবে না অথচ এ'তেকাফে বসে নাজাত ও জান্নাত লাভের কামনা করা হবে তা কখনও হতে পারেনা।

আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ" (আহযাব ঃ ২১)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কি কখনও এ কাজ ব্যতিরেকে ইসলাম বিরোধী শক্তি (তাগুত) তথা আবু জেহেল, আবু লাহাব এবং কাফির কুরাইশদের অধীনে থেকে শুধুই অর্থ উপার্জন এবং সংসার ধর্ম পালন করে গেছেন? একাজ ব্যতীত মাহে রমজানে ই'তিকাফে বসে শুধুই কি তিনি দোয়া মুনাজাত করেছেন? আমাদের গাফিলতির জন্য ই'তিকাফ সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শবে কদরে নাযিলকৃত বিধানে ফিরে আসার। এমতাবস্থায় বাকি জীবন শবে কদরের সওগাত আল-কুরআনের বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব পর্যায়ে বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠা করার কাজে আত্মনিয়োগের ওয়াদা করতঃ আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়া একান্ত অপরিহার্য। আর পরবর্তীতে এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে তা কুরআন হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমেই খুঁজে নিতে হবে।

www.pathagar.com

কদরের রাতে নিজের জীবনের সব কর্মসূচী নিতে হবে আল্লাহর নিকট থেকে অনুমোদন করে। কদর রাতের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই।

সুতরাং ইসলামের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে খলিফাতুল্লাহর দায়িত্ব পালন না করার অপরাধে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি এ সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মুহাসাবা। খলিফাতুল্লাহর দায়িত্ব পালন না করার অপরাধ শিরকিয়াতের অপরাধ এবং সবচেয়ে বড় অপরাধ। কারণ আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না বলে নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"আল্লাহ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এছাড়া যত গুনাহই হোক তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করল সে এক বিরাট মিথ্যা রচনা করল এবং কঠিন গুনাহের কাজ করল" (নিসা ঃ ৪৮)

৫.৩.১. শিরক

শিরক অর্থ ভাগ বা অংশ। মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মূল সত্তা, তাঁর গুণাবলী, ইখতিয়ার কিংবা তার সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে অংশীদার বা কাউকে সমকক্ষ অথবা সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা কিংবা তার বিধান ও নির্দেশাবলী অমান্য করে অন্য কারো বিধান ও নেতৃত্ব মেনে চলা হলো শিরক। শিরক সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মানব প্রকৃতি এবং শাশ্বত বিশ্ব প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতীতে যেসব জাতি চরম বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হয়েছে তারা সকলেই ছিল এহেন শিরকীয়াতে লিপ্ত মুশরিক। আল্-কুরআনের বিরুদ্ধে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ স্পষ্টতই শিরক। কোন ব্যক্তি মনে প্রাণে শয়তানকে আল্লাহ্র বিধানের বিরোধী বলে অভিযুক্ত করলেও তার জীবন চলার বাস্তব ক্ষেত্রে শয়তান প্ররোচিত মানব রচিত আইন বিধান অনুসরণ করাকে বিশ্বাসগত নয় বরং কর্মগত শিরক বলে। আর এটাইতো আসল শিরক।

لاالہ। الله এর لا শব্দটির বাস্তবতাকে পূর্ণ রূপে মেনে না চলা।

لا বা নাই এর পরিবর্তে ل বা 'অবশ্যই' (আছে) এর চর্চা করা। অর্থাৎ নেই কোন ইলাহ আল্লাহ্ ছাড়া এর পরিবর্তে "অবশ্যই ইলাহ আছে আল্লাহ্ ছাড়া (নাউযুবিল্লাহ)" কথা ও কর্মের ওপর বাস্তবে তৎপর ও অবিচল হয়ে থাকা।

www.pathagar.com

আর ইহাই হল বিশ্বাস ও কর্মের উৎস মুখে গলদ সৃষ্টি করে এক আল্লাহ্‌র এককত্বের ওপর তাগুতী ইলাহর অর্থাৎ শিরকিয়াতের প্রতিস্থাপন। সাম্প্রতিক বিশ্বে মুসলমানদের জীবনে ইহাই হল সবচেয়ে বড় হারাম বা বড় শিরক। **এক আল্লাহর প্রতি অন্তরে বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকৃতি ইসলাম বিরোধী তাগুতী শক্তির নিকট কোন আপত্তিকর বিষয় নয়। আপত্তিকর হলো জীবন চলার বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন- রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে আইন-কানুন এবং প্রশাসনিক নিয়মনীতিতে খোদায়ী বিধান প্রয়োগের ব্যাপারে।**

আর তাই বিশ্বব্যাপী কলেমা তৌহিদের বিকৃত অর্থ এভাবে প্রসার লাভ ঘটান হয়েছে এ বলে যে দুনিয়ার কোন কিছু থেকে কোন কিছু হয়না, সব কিছু হয় আল্লাহ্‌ থেকে।

এমনিভাবে বিকৃত করা হয়েছে "একমাত্র পঠিতব্য বিষয়" আল-কুরআনের নাম "ভদ্র পঠিতব্য বিষয়" বা "কুরআন শরীফ" নামে।

বিভিন্ন যুক্তিতর্ক পরিশেষে এটা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আসমান-জমিনসহ বিশ্বজগতের সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একজন– আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। তিনি যে আইন-বিধানের ভিত্তিতে গোটা সৃষ্টিজগত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন তা-ই মূলতঃ দ্বীনে ইসলাম যা মাহে রমযানের শবে কদরে নাযিল হয়েছে। আল্লাহর এ আইন-বিধানকে বাদ দিয়ে (পূর্ণ কিংবা আংশিক) নিজেদের চিন্তাপ্রসূত ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যারা মানব সমাজ পরিচালনার জন্য আদেশ-নিষেধের আইন তৈরি করতঃ জনগণের প্রতি চাপিয়ে দেয় তাদেরকে বলা হয় তাগুতী শক্তি (ইসলাম বিরোধী শক্তি) এবং এদেরকে মেনে চলা সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন–

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

একমাত্র আমিই ইলাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই (ত্বাহা ঃ ১৪)

চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, দিন ও রাতের আবর্তন, ঋতুর পরিবর্তন এবং অন্যান্য যাবতীয় ঘূর্ণায়মান প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের যিনি সৃষ্টিকর্তা, আইনদাতা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক তিনিই তো মানুষেরও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানব সমাজের এবং আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টের আইন দাতা ও বিধায়ক। অথচ যারা মানব সমাজের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করার লক্ষ্যে পার্লামেন্ট তৈরির জন্য নিজেরা

www.pathagar.com

নির্বাচন করেন এবং যারা তাদেরকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে থাকেন তারা সবাই আল্লাহর দেয়া রাষ্ট্রীয় আইন-বিধানের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার বানায়। এটা নিঃসন্দেহে শিরক এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ। প্রসংগত বলতে হয় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে যেসব রাজনৈতিক দল আছে তাদের দলীয় সংবিধান কিংবা গঠনতন্ত্রে যদি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন কর্মসূচী না থাকে, তবে সেসব দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী নিঃসন্দেহে শিরক এবং তাগুতী কর্মসূচী।

পৃথিবীতে আজ অধিকাংশ মানুষই নির্ভুল চির সত্য ইসলামী পথের পরিবর্তে নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে রচিত এসব তাগুতী আইন-কানুনের পথ অনুসরণ করে চলেছে যেমন চলত জাহেলিয়াতের যুগে। আল্লাহ বলেন–

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

"তুমি যদি এ দুনিয়াবাসীর অধিকাংশ কথা অনুযায়ী চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং তারা কেবল ধারণা অনুমানই করতে থাকে" (আন'আম ঃ ১১৬)

সুতরাং দুনিয়ার অধিকাংশ লোক কোন্ পথে চলছে তা হকপন্থীদের নিকট বড় কথা বা বিবেচ্য নয়। বরং পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে একাকী হলেও আল্লাহ্‌র দেখানো পথই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সফলতা লাভের একমাত্র নির্ভুল ও সঠিক পথ হিসেবে বেছে নিতে হবে। তাহলে ভেবে দেখার বিষয় যে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিমন্ডলে আল্লাহ্‌র দেখানো পথের অনুসারীদের সাথে শামিল আছি না ইসলাম বিরোধী শক্তি (তাগুত) প্রণীত শিরকিয়াতের পথের অনুসারীদের সাথে মিশে আছি? যদি আজ এ নির্জন নিরপেক্ষ পরিবেশে বসে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা যায় তবে শিরকিয়াতের অন্তর্ভুক্ত থেকে ই'তিকাফ কিভাবে সফলতা বয়ে আনবে?

৫.৩.২. কুফর

কুফরের আসল অর্থ গোপন করা বা লুকানো। যা থেকে পারিভাষিক অর্থ বের করা হয় অস্বীকার করা, না মানা, প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি। কুফর মূলতঃ ঈমান শব্দের বিপরীত। ঈমানের অর্থ স্বীকার করা, মেনে নেয়া। আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কুফরীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

www.pathagar.com

(১) মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে একেবারেই না মানা। সমগ্র সৃষ্টিজগত সহ গোটা বিশ্বজাহানের মালিক, প্রতিপালক ও পরিচালক হিসেবে এবং বিশেষ করে মানুষের জন্য একমাত্র আইনদাতা ও বিধানদাতা হিসেবে তাকে নিজের বাস্তব জীবনে গোপন করে রাখা কিংবা প্রকাশ্যে স্বীকার না করা কিংবা না মেনে চলা।

(২) রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনের জন্য যে আকীদা বিশ্বাস, নীতি নৈতিকতা এবং জীবন বিধান দেয়া হয়েছে তা জেনে বুঝে মুখে স্বীকার করলেও জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নাফরমানী এবং তাগুতের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি গড়ে তোলা।

(৩) অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা। যাকে বলা হয়- অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক, নাফরমান ইত্যাদি।

৫.৩.৩. ইসলাম বিরোধী শক্তির (তাগুত) আনুগত্য করে চলা সবচেয়ে বড় শিরক

নিজের বৈধ অধিকারের সীমা লংঘনকারী এমন সকল ব্যক্তিকেই ইসলাম বিরোধী শক্তি (তাগুত) বলা যেতে পারে। আল্লাহ্ দুনিয়াতে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধসহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যেসব ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা জাতি আল্লাহ্ প্রদত্ত এসব বিধি নিষেধের সীমালংঘন করে চলে, কিংবা বলা যায়, আল্লাহ্র বিধান নিজে তো মানেই না উপরন্তু কেউ মানলেও তাতে বাঁধার সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় ইসলাম বিরোধী শক্তি (তাগুত)। মানুষের নিকট শয়তানের অনুসারী তার নফসই বড় ইসলাম বিরোধী শক্তি (তাগুত)। কারণ প্রতিনিয়ত নূতন নূতন আকাশ কুসুম রচনা করতঃ আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ অমান্য করে থাকে। মিথ্যা প্রলোভনে নিজেকে প্রলুব্ধ করে এবং কামনা বাসনা, ভোগ-লালসার দাস বানিয়ে চলতে থাকে মনগড়া আকাবাঁকা পথে। স্ত্রী, সন্তানাদী, পরিবার, পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, পেশাগত বস, সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসক, রাষ্ট্রনায়ক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মানুষ যখন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করতঃ এদের মধ্য থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে নীতিতে চলে তখন সে তাগুতের পথেই নিজেকে পরিচালিত করে থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক এমনিভাবে বহু ইসলাম বিরোধী শক্তি (তাগুত) তাকে জেঁকে বসে। এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দেয়া বিধি-নিষেধ অমান্য কিংবা বিদ্রোহ করে চলার তিনটি পর্যায় আছে।

www.pathagar.com

(১) **ফাসেকী** ঃ ব্যক্তি নীতিগতভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ সম্বলিত জীবন ব্যবস্থা সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যতঃ তার বিপরীতে চলে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে।

(২) **কুফরী** ঃ আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতঃ অন্য কারও আনুগত্য করে চলে।

(৩) **তাগুতী** ঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি নিষেধকে কেবল নিজেই প্রত্যাখ্যান করে না বরং বিপক্ষে সমাজের অন্যান্যদেরকে নিজেদের মনগড়া জীবন বিধানের অধীনে আবদ্ধ করে রাখে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি নিষেধের অনুগামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চরম বৈরিতা, বিরুদ্ধবাদীতা এবং খড়গ হস্ত নীতি অবলম্বন করে থাকে।

তাগুতের এসব পর্যায়ের যে কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যতক্ষণ তাকে অস্বীকার ও অমান্য করে না চলে ততক্ষণ সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র মুমিন বান্দাহ হতে পারে না।

৫.৩.৪. ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনই বড় ফরয

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে জীবনব্যাপী সাধনা এবং সবচেয়ে বড় কর্তব্য বা ফরয হলো আকীদা-বিশ্বাসে, মন ও মননে সার্বিকভাবে কুফরীকে পদদলিত করে মহামহিমান্বিত মর্যাদাপূর্ণ শবে কদরের রাতে মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে যে বিধান আল্ কুরআন, তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ সাধনা। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ যত ফরয এবং সংশ্লিষ্ট যত ওয়াযিব কাজ আছে সবই এ ফরযের অধীন। আল্লাহ্ বলেন–

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন ঐ দ্বীন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহবান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী, তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন" (শূরা ঃ ১৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ইকামাতে দ্বীনের ফরজিয়াতের দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল ইবাদত বন্দেগী নাকচ করে দিয়ে বলেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

" (হে নবী) বলে দাও, হে কিতাবধারীরা তোমরা কোন কিছুর ওপরই নও অর্থাৎ তোমরা ইবাদত বন্দেগী যা করছ তা কিছুই হচ্ছে না যতক্ষণ না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হতে যা নাযিল হয়েছে (আল কুরআন) কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করছ" (মায়েদা ঃ ৬৮)

সুতরাং এ ফরযকে তাগুতী শাসন ব্যবস্থার অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী শাসন ব্যবস্থার অধীন রেখে এবং তাকে তাগুতের ওপর বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও কর্মসূচী হতে সারা বছর বেখেয়াল থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায় পেরিয়ে এ'তেকাফে বসে শবে কদরের উছিলায় আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা কি করে অর্জিত হতে পারে? শুধু তাই নয়, আজ মুরাকাবায় বসে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে যে, যে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীন সমাজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নির্বাহ করা হচ্ছে, পেশাগত জীবনে যার অধীনে আইন মেনে সারাটা কর্মক্ষম জীবন ব্যয় করা হচ্ছে তা শবে কদরে নাযিলকৃত আল্ কুরআনের আইন মাফিক নাকি মানুষের মনগড়া তাগুতী আইন অনুযায়ী? মুমিন বান্দাহ হিসেবে যে আইন ও শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলন করা অপরিহার্য ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে তাগুতী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব রাজনৈতিক দল আছে সেগুলিতে হয়ত আপনি একজন সক্রিয় নেতা, কর্মী বা সমর্থক। এমন যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে একদিকে আপনার বাস্তব জীবনে আল্লাহ বিরোধী অর্থাৎ মানুষের মনগড়া আইন বিধান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার একজন প্রত্যক্ষ নেতা, কর্মী বা পরোক্ষ সক্রিয় সহযোগী, যা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। অপরদিকে আপনি মাহে রমজানে শবে কদর এবং আল্লাহর দীদার ও কদরের ফজিলত লাভের অপেক্ষায় ই'তিকাফে বসে আল্লাহর নিকট ধরনা দিচ্ছেন। এহেন অবস্থাকে বলা যেতে পারে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ভাবে মুনাফিকী এবং অংশতঃ শিরক। আল্লাহ তো ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি মুনাফিকদের স্থান দিবেন জাহান্নামের সর্ব নিম্নে এবং মানুষের সব গুনাহ মাফ করবেন কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। এমতাবস্থায় এত বড় কবীরা গুনাহর অপরাধ থেকে রেহাই পাওয়ার একটিই পথ আর তা হল তাগুতের পথ থেকে তওবা করতঃ শবে কদরের সওগাত আল্ কুরআনের আইন ও শাসন ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ফিরে আসার ওয়াদাবদ্ধ হওয়া।

www.pathagar.com

সুতরাং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং আল্লাহর একজন খলিফা হিসেবে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল স্তরেই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আদালতে আখিরাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিকসহ এ সবগুলোর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ জবাবদিহিতা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ই হবে ই'তিকাফের মুরাকাবায় বসে বাকি জীবনের জন্য প্রণীত কর্মসূচী। তা না হলে আখেরাতের আদালত বসার আগে প্রথম মঞ্জিল কবরেই জাহান্নামের অগ্নিশৃঙ্খলে গ্রেফতার হতে হবে। কারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ গুরু দায়িত্ব পালনের সাথে কবরের প্রথম তিনটি সওয়াল ও জবাব একেবারেই সংশ্লিষ্ট।

৫.৪. কবরে তিনটি সওয়াল ও জওয়াব

দুনিয়ায় মানুষের মৃত্যু তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নাম নয় বরং মৃত্যু হল দেহ থেকে ব্যক্তি সত্তা বা রূহের পৃথকীকরণ মাত্র। এ যেন খাঁচা থেকে পাখি বের করে নেয়া। ফলে দুনিয়াবী জীবনে তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক কর্ম সম্পাদনা দ্বারা অর্জিত যে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তা তার সবকিছুই জীবিত থাকে কবরে এবং পরবর্তী পুনরুত্থান অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুৎকারের ধাক্কায় সবকিছু চুরমার হওয়া পর্যন্ত মানবিক সত্তা এ রূহ ব্যক্তি সত্তা হিসাবেই সেখানে অবস্থান করতে হবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। জাগতিক জীবনে সম্পাদিত কর্মফল কবরে প্রয়াত জীবনেও ভোগ করতে হতে পারে। দুনিয়াবী মৃত্যুর পর কবর মূলতঃ পারলৌকিক জীবনের প্রথম মঞ্জিল যাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় আলমে বরযখ। তাহলে প্রথমে মৃত্যু ও আলমে বরযখ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

৫.৪.১. মৃত্যু কী?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন–

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"তাদেরকে বল তোমাদের ওপর নিযুক্তকারী মৃত্যু তোমাদের নিজের মুষ্ঠির মধ্যে পুরোপুরি ধারণ করে নেবে। পরে তোমাদেরকে তোমাদের প্রভূর দিকে ফিরে আনা হবে" (সাজদা ঃ ১১)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন- **"নিশ্চয় তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে চিরঞ্জীব ও স্থায়ীভাবে তবে তোমরা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে।"**

www.pathagar.com

মৃত্যু মূলতঃ দুনিয়াবী যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতঃ ইল্লিন কিংবা সিজ্জিনের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত মানব সত্তার অবস্থা ও অবস্থানকে বুঝানো হয়ে থাকে। ইল্লিন ও সিজ্জিন হল দুটি লিখিত রেজিষ্টার যেখানে বদ লোক ও সৎ লোকদের আমলনামা সংরক্ষিত করা হয়। অতএব মানব সত্তার ক্ষেত্রে মৃত্যু মূলতঃ transfer of life। তবে ইহজাগতিক পরিসরে যেসব কর্মপরিধি, কর্মচঞ্চলতা এবং আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও বস্তুবাদী সম্পর্ক নিয়ে মানুষের সময় কাটে মৃত্যুর পর আলমে বরযখে গিয়ে এসব কিছুই থাকবে না। থাকবে কেবল এক আল্লাহ্‌র অধীনে ফেরেশ্‌তার তত্ত্বাবধানে ইল্লিন বা সিজ্জিন এবং জান্নাত জাহান্নামের ফল ভোগ কিংবা কিয়ামত বা হাশর পর্যন্ত চির নিদ্রা। তবে এসব অবস্থার কোন্‌টা প্রযোজ্য হবে তা তার ইহজাগতিক পরিসরের চিন্তা, চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, আমল-আখলাক, কর্মব্যস্ততা এবং সার্বিকভাবে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিয়ত, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত কর্মফলের ওপর নির্ভর করে থাকে।

৫.৪.১.১. রূহ কবজ ঃ মালাকাল মউত বান্দাহ্‌র মৃত্যু ঘটায়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, বান্দাহ্‌র রূহ কবজের সময় যখন তার বাকশক্তি লোপ পেয়ে যায় তখন খাদ্য সরবরাহকারী ফেরেশ্‌তা তাকে সালাম দিয়ে বলেন- "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দাহ! আমি তোমার খাদ্য সংস্থানের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমি তোমার জন্য পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত তালাশ করেও একমুষ্ঠি অন্ন সংগ্রহ করতে পারিনি। অতএব, আমি তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি।"

দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা সালাম করে বলেন, "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি ছিলাম তোমার পানীয় সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত। কিন্তু আজ আমি সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করেও এক ফোটা পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারিনি; সুতরাং আমি তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি।"

তৃতীয় ফেরেশ্‌তা সালাম করে বলেন, "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি তোমার উভয় পায়ের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু আজ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেও তোমার জন্য এক কদম পরিমাণ স্থানও পেলাম না। অতএব, আমি তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি।"

চতুর্থ ফেরেশ্‌তা সালাম প্রদান করে বলেন, "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ কাজে নিযুক্ত ছিলাম; কিন্তু আজ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত খুঁজেও তোমার জন্য সামান্য পরিমাণ নিঃশ্বাসও পেলাম না। অতএব, আমি তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি।"

www.pathagar.com

পঞ্চম ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান করে বলেন, "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি তোমার জীবন মৃত্যুর কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু আজ তোমার জন্য পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত তালাশ করেও সামান্য পরিমাণ সময়ও পেলাম না; সুতরাং আমি তোমার নিকট হতে চিরবিদায় গ্রহণ করছি।"

কেরামান কাতেবীন ফেরেশ্‌তাদ্বয় উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান করে বলেন, "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমরা তোমার জন্য নেকী ও পাপ লেখার কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু আজ সমস্ত পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত তালাশ করেও তোমার কোন পাপপূণ্য পেলাম না। অতএব আমরা তোমার নিকট হতে চিরবিদায় গ্রহণ করছি।"

এইকথা বলার পর তাঁরা কালো বর্ণের একটি লেখা পত্র তার সামনে উপস্থিত করে বলবে, "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি এর প্রতি লক্ষ্য কর।" তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র তার সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম নির্গত হবে এবং কেউ যেন উক্ত লিখিত পত্র পাঠ না করতে পারে, সেজন্য সে ডানে এবং বামে বারবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করতে থাকবে। তারপর কেরামান কাতেবীন ফেরেশ্‌তাদ্বয় প্রস্থান করবে। আর তখনই আজরাইল ফেরেশ্‌তা তার ডানদিকে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও বামদিকে আযাবের ফেরেশ্‌তা সহকারে আগমন করবেন। তাদের মধ্যে কেউবা রূহকে অত্যন্ত জোরে টানতে থাকবে আবার কেউবা খুব শান্তির সাথে রূহকে বের করবে। মৃতব্যক্তি যদি পূণ্যবান হয় তবে রহমতের ফেরেশ্‌তাদেরকে ডাকা হবে। তখন তারা মৃতব্যক্তির রূহ সহকারে শুণ্যে আরোহন করবেন। দয়াময় আল্লাহ্‌ তায়ালা তখন বলবেন, "ওহে ফেরেশ্‌তাগণ! উক্ত রূহকে মৃতের শরীরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করাও, যেন সে শরীরের অবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।" তারপর ফেরেশ্‌তাগণ রূহকে গৃহের মধ্যস্থলে রাখবেন। তখন মৃতের রূহ তার জন্য শোকসন্তপ্ত ও বেখেয়াল লোকদেরকে চিনতে পারবে, কিন্তু কোন কিছুই বলতে পারবে না। তারপর জানাযা সম্পাদনের পর মৃতদেহ কবর দেয়ামাত্রই আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতব্যক্তির শরীরে আত্মার বিকাশ ঘটতে থাকবে।

৫.৪.১.২. আলমে বরযখের চিত্র ঃ আলমে বরযখ ইহজগত হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অজড় একটি জগত যা আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। কবর হল মৃতদেহ পুঁতে রাখার মাত্র সাড়ে তিন হাত কিংবা ছোট একটি গর্ত মাত্র। আলমে বরযখ মূলতঃ ইহজগৎ ও হাশরের মধ্যবর্তী সময় মানব সত্তার অবস্থানের জন্য ইহজগৎ হতে বহুগুন প্রশস্ত একটি স্বতন্ত্র অজড় জগৎ। আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে আলমে বরযখকে কবরের অবয়বে চিন্তা করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবর ও

www.pathagar.com

আলমে বরযখ এক নয়। তবে কবরের মাধ্যমে শুরু হয় রূহের আলমে বরযখের জীবন। ইহজগতে থাকাকালীন সময়ে জীবসত্ত্বা যেমন সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে, আলমে বরযখেও তেমনি পরবর্তী সমুদয় বিষয়াদির সম্মুখীন হতে হয়। পদার্থীয় মৃতদেহকে কবরে রাখার পর তা মাটিতে ভস্ম, ভস্মিত কিংবা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পচে গলে মিশে যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত মানব সত্তা বা রূহকে দুজন ফিরিস্তা মুনকার ও নকীর এসে উঠাবেন এবং প্রশ্ন করবেন। যেখানে সওয়াল জওয়াবের পর নেককার রূহকে জান্নাতী এবং বদকার রূহকে জাহান্নামী পরিবেশ দ্বারা শান্তি কিংবা আযাব দ্বারা হাশর পর্যন্ত রাখা হবে (ইল্লিন কিংবা সিজ্জিন), একেই বলা হয়ে থাকে কবরের শান্তি কিংবা কবরের আযাব।

নেককার রূহের জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দিয়ে তা আলমে বরযখের সাথে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে সংযোগ করে দেয়া হবে। জান্নাতী পোশাক পরিয়ে জান্নাতী বিছানায় সুবাস ও সুগন্ধিময় অবস্থায় বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে কিংবা আরামের নিদ্রার ব্যবস্থা করা হবে। হাশর হওয়া পর্যন্ত এভাবেই এ রূহ আলমে বরযখে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠ রূহকে প্রশ্ন করা হলে সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হবে এবং তাকে দোযখের এমন আযাবে নিপতিত করে রাখা হবে যে কবরের আযাবে শাস্তির কারণে সে বিকট চিৎকার করতে থাকবে। তা মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই শুনতে পাবে। জ্বলন্ত অঙ্গারের চাবুক দিয়ে তাকে অবিরাম আঘাত করা হবে। তার চিৎকারে কোনরূপ করুণা দেখানোর অবস্থা সেখানে আদৌ থাকবে না। বেহেশ্‌তের দিকে একটি খিড়কী খুলে দিয়ে তাকে দেখানো হবে এবং বলা হবে তুমি নেককার বান্দাহ হলে এ বেহেশ্‌তে স্বীয় বাসস্থান লাভ করতে কিন্তু তুমি বদকার বা পাপিষ্ঠ হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তোমাকে ঐ দোযখে স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ বলে দোযখের দিকে জানালা খুলে দিয়ে তাকে দোযখ দেখানো হবে। তখন তার আক্ষেপ, আফসোস ও অনুতাপ ছাড়া কিছু থাকবে না। অতঃপর তার বাসস্থানকে অত্যধিক সংকীর্ণ করা হবে যার চাপে তার পাঁজড় একদিক হতে অপরদিকে চলে যাবে। আসমান থেকে আদেশ জারি করা হবে যে, তার জন্য দোযখের বিছানা করে দাও, তাকে দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে তার বাসস্থানের দরজা খুলে দাও যাতে তার প্রতি দোযখের ভীষণ তাপ আসতে থাকবে (সহীহ-আল বুখারী)।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে সকাল বিকাল তার বাসস্থান দেখানো হয়ে থাকে। সে যদি বেহেশ্‌তের উপযুক্ত হয় তবে বেহেশ্‌তের বাসস্থান এবং যদি দোযখের উপযোগী হয় তবে দোযখের বাসস্থান। তাকে বলা হবে হিসাব নিকাশের দিন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর হতে এটাই হবে তোমার বাসস্থান।

www.pathagar.com

সুতরাং কিয়ামতে পুনরুত্থান এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কবরকে বলা যেতে পারে হাজতখানা বা বিচারাধীন পর্যায়। তবে বিচারের পর মুক্তি বা জেলখানায় শাস্তির যে চূড়ান্ত অবস্থা তার আলামত যেমন হাজতে পাওয়া যায় কবরেও ঠিক তেমনি জান্নাত বা জাহান্নামের শান্তি বা শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বিচারাধীন হাজতবাসীকে যেমন পুলিশ কর্তৃক নানাবিধ প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয় কবর বাসীকেও তেমনি কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তার উত্তরের ভিত্তিতে বেঈমান অর্থাৎ পাপিষ্ঠ রূহকে ফেরেশ্তাগণ জাহান্নামের আগাম ইংগিত দিয়ে থাকেন এবং নেককার রূহকে দিয়ে থাকেন জান্নাতের অভিবাদন।

৫.৪.২. কবরের প্রথম প্রশ্ন ঃ প্রথম প্রশ্নই করা হবে তোমার রব বা প্রভু কে? এখানে সৃষ্টিকর্তা কে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে তোমার প্রভু যিনি প্রতিপালক, শাসক এবং শাসনতান্ত্রিক আনুগত্য পাওয়ার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কিংবা জাগতিক জীবনে চলার পথে আইন-বিধান প্রণয়নকারী। মূলতঃ রব কথাটির তিনটি অর্থ। (১) মালিক ও প্রভু; (২) অভিভাবক, রক্ষণাবেক্ষন, সংরক্ষন ও প্রতিপালনকারী; (৩) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা, পরিচালক, সংগঠক। তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায় হতে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রে সার্বিক পরিসরে এক আল্লাহকে রব না মেনে যদি শয়তানের দোসর তাগুতকে সে পজিশন দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সঠিক উত্তর কিভাবে আসতে পারে? অথচ আল্লাহ বলেন–

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا

"তোমরা একে অপরকে রব বানিও না" (আল ইমরান ঃ ৬৪)।

তাছাড়াও বাস্তব জীবনে উপার্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি বা সংস্থার অধীনে পেশাগত আনুগত্য করে চলা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নির্বাহের জন্য যাকে কার্যতঃ প্রতিপালক বানিয়ে নেয়া হচ্ছে অথবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ নেতাদেরকে শাসক হিসেবে মেনে চলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কি কখনই আশা করা যেতে পারে? ই'তিকাফের এ নির্জন আঁধারে শবে কদরে বসে তা উপলব্ধি করে দেখা প্রয়োজন। প্রকৃত রবের নিকট তার আনুগত্যশীল জীবন কামনা করতঃ এখন থেকে তার খাঁটি বান্দাহ্ হিসেবে কিভাবে নিজেকে গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে পরিকল্পণা গ্রহণ এবং ভাগ্য রচনা করে নেয়া আজ একান্ত অপরিহার্য।

৫.৪.৩. কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে- তোমার নবী কে? এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে নবী মানার অর্থই হলো শবে কদরে যার মাধ্যমে আল্লাহর

www.pathagar.com

বিধান আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং যার মাধ্যমে ঈমানিয়াতের, জন্ম মৃত্যুর ও জান্নাত-জাহান্নামের বার্তা আমরা পেয়েছি, পেয়েছি সার্থক জীবনের সওগাত, বাস্তব জীবনে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করা। ইহা ব্যতীত নিছক রাজনৈতিক তাগুতী নেতার আনুগত্য ও অনুসরণ করলে নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ হতে পারে না। কারণ ইসলামী জিন্দেগীর দ্বিতীয় মূল ভিত্তিই হচ্ছে রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) আনুগত্য যা থেকে বিরত থাকার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

আল্লাহ্ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"হে ঈমানদারগণ। আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসুলের আর তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ কেবলমাত্র ঈমানদারদের মধ্যে যারা নেতা বা দায়িত্বশীল ও ক্ষমতার অধিকারী" (নিসা ঃ ৫৯)

এ কারণে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করল সে আসলে আল্লাহ্‌রই নাফরমানি করল"

এ কারণে দুনিয়ার জীবনে নবী (সাঃ) এবং তার উত্তরসুরী উলিল আমরের নেতৃত্বের বিপরীত শয়তানের দোসর রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রনেতাকে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে চললে কবরে এ দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব কখনও সঠিক হতে পারে না।

আল্লাহ্ শবে কদরের সওগাত সম্পর্কে বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ○ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

"নিশ্চয় আমি তোমার উপর অল্প অল্প করে নাযিল করেছি এ কিতাব। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তুমি তোমার রবের এ আইন-বিধানের আনুগত্য কর এবং পাপী ও অমান্যকারী বা দুষ্কর্মশীল লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ কখনও করো না" (দাহর ঃ ২৩-২৪)

৫.৪.৪. কবরের তৃতীয় প্রশ্ন ঃ অতঃপর কবরে তৃতীয় প্রশ্ন হবে তোমার দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা কী? দুনিয়ার বাস্তব জীবনে মানুষের মনগড়া তৈরী আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে যেসব দল বা সংগঠন বা তাদের অনুসারী যারা

www.pathagar.com

কাজ করে, তারা কখনই কেহ বলতে পারবে না তাদের জীবন বিধান হল আল্ কুরআন, যা নাযিল হয়েছে শবে কদরে। কারণ আল কুরআনের আইন বিধান প্রতিষ্ঠা এবং তা মেনে চলার কোন চিন্তা চেতনা কিংবা কোন কর্মসূচী এসব দলের গঠনতন্ত্রে নেই। এমতাবস্থায়, মৃত্যুর পর শত জানাযা পড়ে কবরে পাঠালেও সেখানে **"আমার জীবন ব্যবস্থা ছিল ইসলাম"** এ উত্তর কখনও বের হবে না বা হতে পারে না। কারণ এ দলগুলি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান আল-কুরআনের এবং ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস তথা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ই'তিকাফের মুহাসিবায় বসে আজ চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে এসব দলের আনুগত্য করে চলা হয়েছে না ইসলামী আইন এবং সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহযোগিতা করা হয়েছে।

হাদীসে আছে– প্রকৃতপক্ষে ঈমানের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ দৃঢ় হলে স্বাভাবিক ভাবেই ঈমানের বিপরীত কুফরের প্রতি এরূপ অসন্তোষ, ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হয় যেমন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হলে সৃষ্টি হয়। এহেন মনের অবস্থা ঈমানের মূল বিশেষ। যার মধ্যে কুফর বা তাগুতের প্রতি এ অবস্থা সৃষ্টি হয় না বলা যেতে পারে- তার ঈমান অসম্পূর্ণ। কারণ এমতাবস্থা ব্যতিরেকে ঈমান অত্যন্ত ক্ষীণ ও মৃতবৎ। আলমে বরযখ এমনই এক অবস্থান যেখানে নিজের সংশোধনের কোন সুযোগই থাকবেনা। থাকবে শুধু দুনিয়াবী জীবনের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য ভোগ কিংবা জাগতিক জীবনে রেখে আসা সাদকায়ে জারিয়াহ্র সুফল ভোগ।

এমনিভাবে একজন আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যকে পাশ কাটিয়ে শুধুই ব্যক্তিগত পরহেজগারী, তাসবীহ-তাহলীল, ইবাদত-বন্দেগী এবং পারিবারিক পর্যায়ে যথাযথ হক আদায় করে গেলেও কবরে এ তিন প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই আটকে যেতে হবে। মুহাসিবায় বসে জীবনের সফলতা কিংবা বিফলতার এসব সম্ভাব্য চিত্র পর্যালোচনা করতঃ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ ভাগ্য রচনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে রয়েছে শবে কদর তালাশ তথা ই'তিকাফের নিগুঢ় তাৎপর্য।

৫.৪.৪.১. কবরে যাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না

"যে ব্যক্তি শত্রুর মুকাবিলা করে এবং সবর করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে অথবা পরাজিত হয়, কবরে তাকে প্রশ্ন করা হবে না" (নাসাঈ)।

অন্য এক হাদীসে আছে মৃত্যুর পর সকল মানুষের আমল শেষ হয়ে যায় কিন্তু

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণ করেছে তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কবরের ফিৎনা থেকে নিরাপদ থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ্‌র পথে যারা জীবন দিয়েছে আল্লাহ্ তাদের কবরের আযাব ক্ষমা করে দিবেন এবং কবরে তাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

৫.৪.৫. নেককার বান্দাহর জাগতিক জীবন?

ইহজাগতিক জীবনে সার্বিক পরিসরে নেককার ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কেমন হওয়ার প্রয়োজন তার মডেল হলো রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন, তাঁদের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। আল্লাহ্ বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসুল। আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র কঠোর এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদেরকে তোমরা রুকু সিজদা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। সিজদাসমূহের চিহ্ন তাদের মুখায়বে ভাস্বর হয়ে আছে যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্রতা সহকারে পরিচিত" (ফাতাহ ঃ ২৯)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সঙ্গী সাথী অর্থাৎ তাঁর অনুসারী সকল উম্মাহ্‌র জন্যই ব্যক্তি চরিত্র, আমল, আখলাক এবং পারস্পারিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা শাশ্বত স্বাতন্ত্র্যবোধ পেশ করেছেন।

প্রথমতঃ তারা কাফেরদের প্রতি অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অস্বীকার ও অমান্যকারীদের প্রতি বজ্র কঠোর মনোভাব সম্পন্ন। দ্বীনের ব্যাপারে তারা না তাদের সাথে কোন আপোস রফা করে, না কোন প্রলোভনের শিকার হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে তাদের নিজেদের মধ্যে আচরণগত পারস্পারিক সম্পর্কেরও একটা শাশ্বত বিধান তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল দয়ার্ত নীতি দর্শনের ভিত্তিতে তারা পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে থাকে। এহেন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পৃথিবীর গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে চিরন্তন একটা সুন্দর বন্ধন ও মোয়ামেলাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহের কোন অবকাশ এদের মধ্যে নেই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তা হলো- জীবন চলার সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ কেমন হবে তার ফর্মূলা বলে দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সহচরবৃন্দের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায়- সৃষ্টির সর্বোত্তম চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও উপাসনা কর্মের এবং তাঁর অনুগ্রহ ও সন্তোষের সন্ধানে আত্মনিমগ্নের জ্যোতি এদের চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। আমরা যাকে বলে থাকি নূরানী চেহারা।

সুতরাং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সহচর সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) অনুসরণে আমরা যদি নিজেরা নিজেদের মন ও মনন, চেহারা সুরত এবং সার্বক্ষনিক চালচলনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকি তবে সেই মডেল অনুযায়ী সহজেই নিজের মূল্যায়ন করতে পারব।

প্রকৃতপক্ষে যিনি আল্লাহ্‌র পথের পথিক চিন্তা, কথা, কাজ প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ ভীতি, সততা, ন্যায় নিষ্ঠা, সুবিচার এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অনুকম্পাসহ সত্যানুসন্ধানে সমাজে সকলের নিকট জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকেন। তার অর্জিত ধন সম্পদ ব্যয় হয় নিজের প্রয়োজন পুরণে, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে, আত্মীয়-স্বজনের দেখা শুনা কিংবা অভাবিদের সাহায্যে, জনকল্যাণমূলক কাজে এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে।

৫.৪.৬. আল্লাহর দীদার লাভ

মানুষের পারলৌকিক জীবন (দোযখ কিংবা বেহেশ্‌ত) এত স্বচ্ছ ও পরিস্কার হবে যে ইচ্ছে করলেই প্রত্যেকে পরস্পরের দিকে মুখ ফিরে পরস্পরকে দেখতে পাবে, এমনকি কথাবার্তাও বলতে পারবে। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও দোযখবাসী এবং বেহেশ্‌তবাসী কোন প্রকার যন্ত্র বা মাধ্যম ছাড়াই একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে (সাফফাত ঃ ৫০)। যেমন দোযখবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে–

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

"জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে, সামান্য পানি আমাদের দিকে ঢেলে দাও কিংবা আল্লাহ্ যে রিযিক তোমাদের দিয়েছেন তা থেকে কিছু এদিকে নিক্ষেপ কর। তারা জবাবে বলবে- আল্লাহ্ এ দুটি জিনিসই সত্য অমান্যকারীদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন" (আরাফ ঃ ৫০)

www.pathagar.com

এমনিভাবে পরকালে বেহেশ্‌তবাসীদের কোন কিছুরই অভাব থাকবে না। তবে সকল বেহেশ্‌তবাসীই অধীর আগ্রহে একটি বিষয়ে পেরেশান হয়ে থাকবেন, আর তা হলো সেই মহামহীম, মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দীদার বা দর্শন লাভ। জান্নাতে যেসব পুরস্কার জান্নাতবাসীদের দেয়া হবে তার কোনটিই তাদের রবের দর্শন লাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন–

"আল্লাহ্‌পাক তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি তাকাবে। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ্ তাদের থেকে অন্তর্হিত না হবেন ততক্ষণ তারা জান্নাতের কোন নিয়ামতের প্রতি মনযোগ দিবেন না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাকিয়ে থাকবেন" (ইবনে মাজা)

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন- **"বেহেশ্‌তবাসীরা বেহেশ্‌তে প্রবেশের পর আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞেস করবেন- তোমরা কি চাও আমি আরও কিছু দান করি? তারা আরয করবে- আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ্ পর্দা সরিয়ে দিবেন"** (মুসলিম, তিরমিযী)।

বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন- **"হে আল্লাহ্‌র রাসুল আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বললেন- যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়? সবাই বলল, না। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের রবকে এরকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে"**। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দর্শন সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম এর অন্য এক প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াতটি পড়ে শুনান–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ O إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ O وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

"সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে। নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। আরো কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে বিবর্ণ" (কিয়ামাহ ঃ ২২-২৪)

জান্নাতবাসীগণ পরকালে মহান আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে যে ধন্য হবেন তা আল্-কুরআনের অন্য একটি আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

আল্লাহ্ বলেন- **"কখনও নয় তারা (পাপীগণ) সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে"** (মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৫)

www.pathagar.com

অর্থাৎ এতে পরিস্কার হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকার বঞ্চনা কেবল পাপীদের জন্য, নেককারদের জন্য নয়। তাই আল্লাহ্‌র দর্শন লাভকে আল-কুরআনে উত্তম পুরস্কারের পরও অতিরিক্ত পুরস্কার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন-

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

"যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। এছাড়া রয়েছে অতিরিক্ত পুরস্কারও" (ইউনুসঃ ২৬)

ই'তিকাফে বসে পুরো সময়টুকু বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তার দীদার লাভের সাধনা জাগতিক জীবনের একটা চূড়ান্ত সফলতা বৈকি! তবে জান্নাতে মহান আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে-

১) নেক আমল বা সৎ কর্ম করা

২) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার বা শরীক না করা

আল্লাহ্ বলেন–

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ পেতে চায় সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের দাসত্বে কাউকে শরীক না করে" (কাহফ ঃ ১১০)।

আল্লাহ্ জান্নাতীদের সাথে সেখানে ততটুকুই দর্শন দিবেন যতটুকু তারা দুনিয়ার জীবনে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৫.৪.৭. যাদের দোয়া কবুল হয়

বিভিন্ন হাদীসে মোট ৯ জনের কথা উল্লেখ রয়েছে যাদের দোয়া কবুল হয়।

(১) সন্তানের জন্য মাতাপিতার দোয়া

(২) ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া

(৩) মুসাফিরের দোয়া

www.pathagar.com

(৪) প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মজলুমের দোয়া

(৫) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া

(৬) সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর দোয়া

(৭) অন্যের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া

(৮) জিহাদ বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত মুজাহিদের দোয়া

(৯) বাড়ি ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর দোয়া।

উল্লেখ্য, দোয়া প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন বিধায় সব দোয়াই কোন না কোন পর্যায়ে কবুল হয়ে থাকে। যেমন–

(১) দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি কবুল হয়।

(২) অথবা দোয়া প্রার্থীর জন্য তার দোয়া কল্যাণকর না হলে তার দোয়ার বদলে সমপরিমাণ তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

(৩) কিংবা দোয়ার বদলা আখিরাতে দেয়া হয়।

৫.৪.৮. যাদের দোয়া কবুল হয় না

(১) বিদআতী ব্যক্তি

(২) হারাম ভক্ষণকারী

(৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী

(৫) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান

(৬) যাদুকর ও গণক।

www.pathagar.com

৬. শবে কদর এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা

শবে কদরের অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝার কারণে আমাদের জীবনে তার কার্যকারিতা অনুভব করতে পারা যায় না। অথচ শবে কদর সম্পর্কে জানা এবং অনুধাবন করার জন্য ই'তিকাফের মত সুবর্ণ সুযোগ আর হতে পারে না। তাই ই'তিকাফের বসার সুবাদে শবে কদরের বিভিন্ন অর্থ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহজে অনুধাবন করা যায়।

৬.১. কদর এর অর্থ তিনটি–

৬.১.১. মর্যাদা ঃ সারা বছরের মধ্যে যে রাতটি সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল এবং মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো কদরের রাত, যে রাতে পৃথিবীতে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য জীবন-বিধান হিসেবে আল্-কুরআন নাযিল হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা। তাহলে নিশ্চয় আল্-কুরআনের মর্যাদার কারণেই কদরের রাতের এত মর্যাদা আর এ মর্যাদাপূর্ণ রাতের কারণেই মাহে রমযানের এত গুরুত্ব ও মর্যাদা। আল্-কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং যাদের উদ্দেশ্যে তা নাযিল হয়েছে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা তাহলে কী হতে পারে তা ই'তিকাফে বসে গভীরভাবে প্রনিধানযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ভাষা হল আরবী- যে ভাষায় রচিত সকল প্রকার ইলম বা জ্ঞানের উৎস সর্বোত্তম কিতাব আল-কুরআন। আল-কুরআনের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে এ ভাষাতেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই যে, ৩০ পারা এত বড় গ্রন্থ আল-কুরআনের সাড়ে ছয় সহস্রাধিক আয়াত, যের, যবর, পেশ সহকারে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ তৌহিদী উম্মাহ্ যেভাবে মুখস্থ করে অন্তরে ধারণ করে থাকে অন্য কোন গ্রন্থ বা কিতাবের ব্যাপারে তা করা হয় না। কুরআনে হাফেজদের মর্যাদাও সে কারণে অনেক বেশী। যে কমদামী আদি কাপড় দিয়ে এ কুরআনকে জড়ানো হয়, যে চামড়া দিয়ে আল-কুরআনকে মলাট দেয়া হয়, যে কমদামী কাঠ দিয়ে আল-কুরআনের রেহেল বানানো হয় তাদেরও মর্যাদা আল-কুরআনের সংস্পর্শে লাগার কারণেই বেড়ে যায়, মানুষ সম্মান দিয়ে অতি ভক্তি সহকারে চুমু দেয়, স্পর্শ করে স্থান দেয় বুকের মাঝে। যে মাস ও যে রাতের মর্যাদা আল-কুরআন নাযিলের কারণেই এত বেড়ে গেছে, যে ব্যক্তি আল-কুরআনকে বুকে ধারণ করতঃ হাফিয হয়েছে এবং সে আলোকে জীবন গড়তে পেরেছে তার মূল্য ও মর্যাদা তাহলে কেমন হতে পারে? এমনি একজন হাফিযে কুরআন পরকালে

www.pathagar.com

তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে এমন দশজন মুসলিম ব্যক্তিকেও জান্নাতে নেয়ার সুপারিশ করতে পারবে যাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়েছে। তাহলে কোন জিনিসের মান, মর্যাদা ও স্থায়িত্ব এত অধিক? আর তা হল আল-কুরআন এবং তা নাযিলের রাত শবে কদরের এত গুরুত্ব ও মর্যাদা। সুতরাং ই'তিকাফে বসে কেবল মাত্র আল-কুরআনের মহত্ব, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রনিধানের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নিহীত রয়েছে ই'তিকাফের সার্থকতা এবং মানব জীবনের সফলতা ও মর্যাদা।

৬.১.২. তকদীর বা ভাগ্য নির্ধারণ ঃ কদরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল তকদীর বা ভাগ্য নির্ধারণ। ইসলামী পরিভাষায় ভাগ্য নির্ধারণকে বলা হয় তকদীর। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভাল বা মন্দ প্রাপ্যতাকে বলা যেতে পারে তকদীর। তকদীর দু'প্রকার–

৬.১.২.১. তকদীরে মুবরাম ঃ অপরিবর্তনীয় ভাগ্য যা আল্লাহ্তা'আলা কর্তৃক নির্ধারণকৃত। যেমন- জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, ভাল-মন্দ, উত্থান-পতন ইত্যাদি। এসব যাবতীয় বিষয়ে কদরের রাতে নির্ধারিত হয়ে থাকে মানুষের ভাগ্য। এসবের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যেগুলি আল্লাহ্ নিজেই নির্ধারিত করে রেখেছেন সেগুলি অপরিবর্তনীয়। যেমন মানুষের জন্ম-মৃত্যু এবং তার স্থান ও সময় নির্ধারণ। আল্লাহ বলেন–

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

"বল, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারবে না" (ইউনুছ ঃ ৪৯)।

আবার ইকামাতে দ্বীনের পথে বিপদ-আপদ ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে ঈমানের পরীক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ আল্লাহরই ইখতিয়ারে।

আল্লাহ বলেন–

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংগঠিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্র পক্ষে তা খুবই সহজ (হাদীদ ঃ ২২)

www.pathagar.com

৬.১.২.২. তকদীরে মুয়াল্লাক ঃ ইহা পরিবর্তনীয় ভাগ্য যা মানুষের চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অনুমোদন ও নির্ধারণযোগ্য। যেমন- সুদ, ঘুষ, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, মদ, জুয়া, মারামারি, হানাহানি, খুন, সন্ত্রাস, অশান্তি, অকল্যান, জাহান্নাম এবং এরূপ অন্যান্য প্রকার ফেৎনা-ফাসাদ মানব জীবনে পরিবর্তনীয় এবং মানুষের হাতের কামাই। আল্লাহ্ বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

"জলে স্থলে যে ফেৎনা ফাসাদ তা মানুষের হাতের কামাই" (আর-রুম ঃ ৪১)

পক্ষান্তরে রয়েছে স্নেহ, মায়া, প্রেম-প্রীতি, সুখ-শান্তি, কল্যাণ, ধন-সম্পদ, রিযিক, হেদায়াত, জান্নাত ইত্যাদি বিষয়াদি। সুতরাং নিজের পাওনা কি তা তাঁর শানে পেশ করলে তিনি তা অনুমোদন ও নির্ধারন করে দিতে পারেন। এ পাওনা হতে পারে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাগতিক ও পারলৌকিক। সুতরাং মাহে রমজানে সিয়াম সাধনা এবং শবে কদর তালাশকে কেন্দ্র করে ই'তিকাফের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট থেকে কী ভাগ্য নির্ধারণ করে নিবেন তা এ রাতেই ঠিক করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য, রহমত, বরকত, মাগরিফরাত ও জাহান্নামের আগুন থেকে মহামুক্তি নির্ধারণের সময়ও হলো কদরের রাত। এ রাতেই যত আবদার তা তার শানে পেশ করলে গৃহীত হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতির লোকেরা নিজেদের জীবনে নিজেরা পরিবর্তন আনে" (রা'দ ঃ ১১)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"তা এজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নয় যে, তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা পরিবর্তন করবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (আনফাল ঃ ৫৩)

মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ বিষয়টি এখানে মুখ্য। একজন মানুষের জন্য পাত্রতুল্য ভাগ্য আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যা তার নিকট থেকেই ভরে নিতে হবে কাঙ্ক্ষিত উপাত্ত দিয়ে। ভাগ্য মূলত একটা পাত্র যা ভর্তি করার দায়িত্ব মানুষের এবং এজন্য কদরের রাত। একজন ব্যক্তি, একটা সমাজ, দেশ ও জাতির ভাগ্য

www.pathagar.com

নির্ধারণ করে নিতে হবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এ রাতে। একটি দেশ ও জাতির ভাগ্য উন্নয়ন কিংবা ধ্বংস কী দিয়ে ভরা হবে তা ঠিক করে নিতে হবে সমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এবং জাতির লোককে।

৬.১.৩. পরিকল্পণা ঃ কদরের এক অর্থ পরিকল্পণা। আল্লাহ্ নিজে গোটা সৃষ্টিজগতকে একটা পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সৃষ্টি করেছেন। যেমন উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে আসমানকে সজ্জিত ও সুরক্ষিত করে দিয়ে তিনি বলেন--

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

"অতঃপর তিনি আকাশ মন্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। তা এক মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার তাকদীর বা পরিকল্পণা" (হা-মীম-সাজদাহ্ ঃ ১২)

মানুষের চাহিদার আলোকে কদরের রাতে সারা বছরের জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের ভাগ্যলিপি পরিকল্পণা করে থাকেন। এমনকি হায়াত, মওত, রিজিক, দৌলত সবকিছুই এ পরিকল্পণাধীন। সুতরাং আগামী হায়াতে জিন্দেগীতে কি ধরনের ভাগ্যলিপি বা পরিকল্পনা প্রয়োজন তা এ কদরের রাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করলে তিনি তা হয়তো মঞ্জুর করতে পারেন। আর এজন্য দরকার চেষ্টা, সাধনা এবং এটাই হল শবে কদর তালাশের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ নিজেই বলেছেন-

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"মানুষ চেষ্টা ব্যতীত কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না" (নজম ঃ ৩৯)

অর্থাৎ দেয়ার মালিক আল্লাহ কিন্তু তার কাছে চেষ্টা করে চেয়ে নিতে হবে। তাই আগামী বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে তার কাছে ধরণা দেয়া প্রয়োজন। উন্নতি-অবনতি, গঠন-ধ্বংস ইত্যাদি যে চেষ্টা ও পরিকল্পনাই পেশ করা হোক না কেন তা অনুমোদন করে থাকেন তিনি। **উল্লেখ্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে বিশ্বায়নিক প্রেক্ষাপটে তাগুতী কুফরী শক্তি আজ সার্বিকভাবে যে উন্নয়নের শিখরে পৌছেছে তা তাদের কোন নেক আমলের ভিত্তিতে নয় বরং চেষ্টার ফলে** এবং এহেন চেষ্টার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং কী ধরনের কাজের জন্য কী ধরনের পরিকল্পণা আল্লাহর কাছে মঞ্জুরী প্রয়োজন তা এ রাতে তার শানে পেশ করতে হবে। তিনি চান না তার সৃষ্টিজগতে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ পৃথিবীতে অন্ধের মত কিংবা বর্বর পশুর মত বিচরণ করুক। সেজন্য তিনি মেহেরবাণী করে শবে কদরের রাতে দিয়েছেন সৌভাগ্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা- আল্ কুরআন। সুতরাং ই'তিকাফের উছিলায় এ রাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আল-কুরআন কেন্দ্রিক জীবন পরিচালনার পরিকল্পণা পেশই হতে পারে সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ ভাগ্যের পরিকল্পণা।

৬.২. রাসূল (সাঃ) এর দর্শন

কেহ যদি খেয়া পারাপারের জন্য খেয়াযানের অপেক্ষায় রেল লাইন কিংবা রোডের ধারে বসে থাকে, তবে সে কখনই নৌযানের সন্ধান পাবে না। খেয়াতরী পেতে হলে তাকে অবশ্যই খেয়াঘাটে যেতে হবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর গোটা নব্যুয়তী জিন্দেগীটা হল চলমান বাস্তব কুরআন। তার জীবনে সংগঠিত যত ঘটনা প্রবাহ তা কেবল তাঁর নিজের জন্য কিংবা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) জন্যই নয়। বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ বিশেষ করে গোটা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নির্ধারিত ফর্মূলা। এ ফর্মূলা অনুযায়ী কেউ যদি জীবন গড়ে, তবে এর মধ্যেই সে দেখবে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে। জাগতিক জীবনে এমনকি স্বপ্নযোগে ঘটবে তার দর্শন লাভ যা অবশ্যই এক সৌভাগ্যপূর্ণ ঘটনা।

সুতরাং ই'তিকাফে বসে অতীত জীবনের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে বাকি জীবনের জন্য শবে কদরের সওগাত আল্-কুরআন তথা রাসুলুল্লাহ্র (সাঃ) পথে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতঃ ই'তিকাফ থেকে বের হতে পারলেই জীবনে অর্জিত হতে পারে প্রকৃত তাকওয়া এবং আসতে পারে মহামুক্তির সফলতা। সওয়ালের চাঁদ উদয় পর্যন্ত ই'তিকাফের সময়। এ সময়ের মধ্যেই উপরোক্ত কর্মসূচীর আলোকে ই'তিকাফ সফল করা যেতে পারে। আল্লাহতা'আলা এহেন ই'তিকাফের মাধ্যমে আমাদের বাকি জিন্দেগী আল্-কুরআনের কল্যাণময় পথে কবুল করুন।

৬.২.১. আত্তাহিয়্যাতু

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়িবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু, আস্সালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিচ্ছালিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ সমস্ত তা'যীম, নামায, সমস্ত পবিত্র ইবাদত বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে। হে নবী, আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ও বরকত। আমাদের জন্যে এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য সকল নেক বান্দার জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসুল।

৬.২.২. দরুদ

আল্লাহুম্মা ছাল্লিআ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছালাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম্মাজিন। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজিদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর তোমার খাস রহমত নাযিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনদের উপর তোমার খাস রহমত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর তোমার খাস বরকত, চিরবর্ধনশীল নেয়ামত নাযিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর তোমার খাস বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাহে রমজানের রাজনৈতিক মহা প্রত্যাশা

বিশ্বায়নের সন্ত্রাসবাদী অক্টোপাশে মুক্তিকামী মানুষের দোরগোড়ায় প্রতি বছর কালের চাকা ঘুরে একই নিয়মে রহমত, বরকত ও মহামুক্তির এক বিপ্লবী সওগাত নিয়ে উপস্থিত হয় সিয়াম সাধনার মাস মাহে রমজান। এ মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে একদিকে চলে ধর্মীয় ছদ্মাবরণে কেবল ফজিলতের বয়ান অপরদিকে চলে নানাবিধ বৈধ বা অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন এবং ধুমধামের আয়োজন। মাহে রমজান, লাইলাতুল মুবারক বা শবে কদর, ইফতার মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল এবং এমন সব আলোচনা সভাকে ঘিরে যত বয়ান ও আলোচনা করা হয় তা কেবলই তাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানগত ফজিলতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মাহে রমজানের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আল্ কুরআন যা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যার প্রতিটি অধ্যায়ই রাজনীতি তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং শাসন-প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত সে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়টি যেন একেবারেই করা হয়ে থাকে বাইপাস। এ যেন বর ছাড়া বরযাত্রী নিয়ে বিয়েবাড়ির ধুমধাম। আর এ মাসে অর্থ উপার্জনে লাভের খাত তো বেহিসেবি ও বেপরোয়া। সমাজের গরিব, কাঙাল, ফকির-মিসকিন থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা, ইমাম-মোয়াজ্জিন, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী এমনকি চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারী, পকেটমার সবার জন্যই এ মাস যেন নিজ নিজ অভ্যাসগত পেশা একেবারে বোনাসে পরিপূর্ণ।

১. মাহে রমজান কি শুধুই ফজিলতের মাস?

এটা অনস্বীকার্য যে, মাহে রমজানে নাযিলকৃত আল্ কুরআনের মর্যাদার কারণেই ফজিলত বা লাভের দিক দিয়ে এ মাসে নেক কৃতকর্মের কোন তুলনা নেই। এ মাসের নফল নামাজ অন্য মাসের ফরজ এবং এ মাসের একটি ফরজ অন্য মাসের ৭০টি ফরজের সমান সওয়াব। আল্ কুরআন তেলাওয়াত এবং দান-সদকাও তেমনি বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এতকিছুর মূলে যেহেতু বান্দাহর গুনাহ্ মাফ এবং নেক আমল বৃদ্ধি সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কদরের রাতে কেহ আল্লাহর রেজামন্দির জন্য যদি দণ্ডায়মান হয় তবে আল্লাহপাক তার জীবনের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়ে নিষ্পাপ বান্দায় পরিণত করেন। এছাড়াও আল্লাহপাক বলেন, রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজে এর বিনিময় দিব (যত খুশি)। এমনিভাবে এ মাসে বেশুমার লাভ বা ফজিলতের কোন অন্ত নেই। তাছাড়া এ মাসের একটি রাত কেবল হাজার মাস নয় বরং

www.pathagar.com

অসংখ্য মাস ও বছরের চেয়েও উত্তম ও তাৎপর্যমণ্ডিত। তার মূল কারণই হলো– কেবল আরব জাতিই নয় বরং সমগ্র মানবজাতি ও জগতের ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য বিপর্যয় নির্ণয়কারী ঘটনা– আল্ কুরআন নাযিলের কাজ সংঘটিত হয়েছে এ মাসে কদরের রাতে। কিন্তু যে বিষয়কে ঘিরে এবং যার মহত্ব, মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে এতকিছু তার বাস্তব অনুসরণ বিষয়টি যেন একেবারেই উপেক্ষিত হয়ে থাকে শুধু মাত্র ফজিলতের বয়ান দিয়ে। নিরেট একজন ক্রেতা এক টাকা কেজি বেগুন কিনতে গিয়ে এক কেজি বেগুন কিনলে বিক্রেতা অতিরিক্ত আরও একটা বেগুন 'ফাও' দিয়ে দিল। ক্রেতা বললো, এটা কেন দেয়া হলো? বিক্রেতা বললো, ওটা 'ফাও' বা এমনি দিলাম। ক্রেতা বললো, ভাই যেহেতু এটা আপনার হিসেবের বাইরে এবং আমাকে ফ্রি দিয়েছেন, এক কেজি বেগুন কেনার প্রয়োজন নেই। কারণ সংসারে আমিতো একা, আমার কেবল 'ফাও'টা হলেই চলে। কিন্তু সে বুঝে নাই এক কেজি বেগুন কেনার সাথেই কেবল 'ফাও' এর সম্পর্ক। এমনিভাবে মনে হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আল্ কুরআনকে উপেক্ষা করে আমাদের সমাজে চলে কেবল ফাও ফজিলতের হিসেব আর অন্ধ আমলের তশ্কীল। অথচ তাগুতী সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থানকালে একমাত্র আল্ কুরআনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বা দ্বীন কায়েমের কাজকেই ঈমানী জিন্দেগীর পূর্ণ সফলতার নিশ্চয়তা আল্লাহপাক দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কাজ ব্যতিরেকে নিছক ফাও ফজিলত কুড়ানোর তশ্কীল কখনও করেছেন বলে মনে হয় না। তুলনাবিহীন ফজিলত এবং জীবনের পূর্ণ সফলতার পথ তো আল্লাহপাক আল্ কুরআনেই সরাসরি বলেছেন। আর তা হলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ O تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ O يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ O وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল নিয়োগ করতঃ প্রাণান্ত সাধনা কর। এতে পাবে পরকালে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি-নিষ্কৃতি, গুনাহসমূহের ক্ষমা ও মার্জনা এবং চিরকালের জন্য জান্নাত লাভ। শুধু তাই নয়, দুনিয়াতেও এর পুরস্কার হবে আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় ও সফলতা" (আস্ ছফ ঃ ১০-১৩)

www.pathagar.com

তাহলে মাহে রমজানে আল্লাহর এ নির্দেশিত পথে উজ্জীবিত না হয়ে তাগুতী সমাজে অবস্থান করে এ কর্মসূচীকে উপেক্ষা করতঃ ঘরের কোণে কিংবা মসজিদের চারদেয়ালে বসে যদি শুধুই ফজিলত কেন্দ্রিক তাসবীহ-তাহলীলের মধ্যে সীমিত করে রাখা হয় তবে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? উল্লেখ্য, তাগুতী সমাজ হল সেই সমাজ যা আল্লাহর আইন-বিধান দ্বারা নয় বরং মানুষের চিন্তাপ্রসূত মনগড়া আইন-বিধান দ্বারা পরিচালিত। তাই মাহে রমজানে নাযিলকৃত আল্ কুরআনের আইন-বিধান প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণের মাধ্যমে খলিফাতুল্লাহর দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে শুধুই ফজিলত বা সওয়াবের আশায় জিকির-আজকার ও তাসবীহ-তাহলীলের কাজতো আল্লাহর খলিফা ব্যক্তির কাজ হতে পারে না এবং মাহে রমজানে আল্ কুরআনও এজন্য নাযিল করা হয়নি। সৃষ্টিজগতে মানুষ ছাড়া অগনিত ফেরেশতা সহ অসংখ্য সৃষ্টিজগত এবং অন্য সব কিছু রয়েছে এজন্য। আল্লাহ নিজেই বলেন– আসমান ও জমিনের সবকিছুই আল্লাহর তসবীহ গাহে কিন্তু হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কার্যে পরিণত করনা অর্থাৎ যে কলেমা পাঠ করে ইলাহর স্বীকৃতি ঘোষণা করেছ এবং রাসূলুল্লাহর অনুসরণ ও অনুকরণে খলিফাতুল্লাহর দায়িত্ব পালনে শপথ করেছ তা পালন করছ না। অথচ কথা ও কাজে বৈপরীত্য আল্লাহর নিকট ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয়। আল্লাহতো সেই সব লোকদেরকেই ভালবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে তার পথে লড়াই করে (আস্ ছফ ঃ ১-৪)। অথচ এসব কাজ রাজনীতি মনে করে রাজনৈতিক চাতুরীতেই উপেক্ষা করা হয়ে থাকে শুধুমাত্র ফাও ফজিলতের বয়ান দিয়ে।

২. মানুষের ভাগ্য নির্ণয়কারী মাস মাহে রমজান

মাহে রমজান বছরের অন্যান্য মাসের ন্যায় সাধারণ কোন মাস নয় এবং এ মাসের একটি রাত অন্যান্য রাতের মত সাধারণ কোন রাত নয়। বিশেষ করে কদরের রাত বছরের অন্যান্য রাতের চেয়ে সম্পূর্ণ অনন্য ও অসাধারণ একটি রাত। কারণ পৃথিবীতে কেবল মুসলিম জনগোষ্ঠীই নয়, গোটা সৃষ্টিজগত এবং মানবকূলের চিরস্থায়ী ভাগ্য রচনাকারী কিংবা ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহা মহিমান্বিত এবং মহা তাৎপর্যমণ্ডিত এ রাত। যে রাতের কারণে ফজিলত, রহমত ও বরকতে ভরা এ মাস। তাহলে এমন কী যুগান্তকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক ঘটনা এ মাসের এ রাতে সংঘটিত হয়েছিল যে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এমন অসাধারণ? সে কাজটিই হলো সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ জীব মানবকূলের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে তার পারিবারিক,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল স্তরেই অনুসরণযোগ্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধিত্বকারী জীবন বিধান আল্ কুরআন নাযিলের কাজ। আল্লাহপাক বলেন–

"নিশ্চয়ই আমি উহা (আল্ কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" (আল কদর)

এক কথায় সৃষ্টিজগতে মানুষের ভাগ্য নির্ণয়কারী একাজটি সংঘটিত হয়েছে মাহে রমজানে। আল্লাহপাক নিজেই বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রমজান এমন একটি মাস যে মাসে নাযিল করা হয়েছে মানুষের দিশারী এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী আল্ কুরআন" (বাকারা ঃ ১৮৫)

৩. সকল ওহীই নাযিল হয়েছে মাহে রমজানে

কাদাতাহ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– **দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নবী রাসূলদের প্রতি যেসব কিতাব নাযিল হয় তা সবই হয়েছে এ মাহে রমজানে।** এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সহীফা পান ১লা রমজান, হযরত মুসা (আ.) এর উপর তাওরাত নাযিল হয় ৬ রমজান, হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি যাবুর, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ইঞ্জিল নাযিল হয় যথাক্রমে ১২ ও ১৮ রমজান, এবং সর্বশেষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি আল্ কুরআন নাযিল হয় কদরের রাতে অর্থাৎ মাহে রমজানের শেষ দশে।

৪. আল্ কুরআন নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাসবীহ তাহলীলের কোন বিধান নয়

মাহে রমজানে নাযিলকৃত কিতাবসমূহে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্ববিষয় ও বিভাগের কোন কিছুই এর বহির্ভূত নয়। সমাজে একজন ব্যক্তি– নারী কিংবা পুরুষ তার অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্মের পরিসীমাসহ শাসন-প্রশাসন সব বিষয়েই নীতি-দর্শন ও রূপরেখা রয়েছে আল্ কুরআনে। ইহা কেবল জিকির আযগার এবং তাসবীহ-তাহলীলের বিধান নয়। কেবল ফজিলত নয় আল কুরআনের আইন বিধানকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচীতে উজ্জিবিত হওয়ার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে মাহে রমজান

www.pathagar.com

উদ্‌যাপনের তাৎপর্য নিহিত। মাহে রমজান এবং আল্ কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহপাক নিজেই বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রমজান এমন একটি মাস যে মাসে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান এবং এমন বিধানে পরিপূর্ণ যাতে কোন্‌টা সত্য ও কোন্‌টা মিথ্যা তা সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে" (বাকারা ঃ ১৮৫)

অথচ মাহে রমজানে নাযিলকৃত এ বিধানের উপর আমরা কতটুকু এস্তেকাম রয়েছি তার কোন আলোচনা-পর্যালোচনা নেই, আছে কেবল ফাও ফজিলতের ওয়াজ নসীহত। এ যেন ফল বাগানে প্রকৃত ফলজ গাছ নেই কিন্তু ফলের স্বাদ ও উপকার বিষয়ে যত সব সচেতনতার বয়ান ও প্রতিযোগিতা।

আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপেই মানুষের মনগড়া এবং আল্ কুরআন পরিপন্থী তাগুতী শাসন ব্যবস্থার অধীন। অথচ মুসলিম প্রধান দেশ হয়েও এখানে ইসলামের 'ই'ও নেই। এ যেন ফলহীন বিষ বৃক্ষ। এমতাবস্থায় সিয়াম সাধনার সাথে সাথে আল্ কুরআনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রয়াসই মুসলিম উম্মাহর জন্য এ মাসে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ও কর্মসূচী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যা মূলত রাজনৈতিক কর্মসূচী। আল-কুরআনের আইন-বিধান মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে কার্যকরী বা প্রচলিত নেই সেখানে কেবল ফজিলতের খয়রাতি বয়ান কী করে যথেষ্ট হতে পারে। কারণ তা ফলজ বৃক্ষ না লাগিয়েই সুস্বাদু ফল লাভের আকাংখা নয়কি? অথচ মাহে রমজানে নাযিলকৃত আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানকে সমাজে মানুষের মনগড়া সকল প্রচলিত জীবন বিধানের উপর বিজয়ী করার কর্মসূচী দিয়েই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছিল (আস্ ছফ ঃ ৯)। এবং এ কর্মসূচী ছিল সম্পূর্ণরূপেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ রাজনৈতিক। তাহলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদর্শিত এহেন রাজনৈতিক কর্মসূচী ব্যতীত শুধুই ব্যক্তিগত আখের গুছানোর লক্ষ্যে নিছক ফজিলতের উপর বয়ানী আমল কি করে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যেখানে আল্লাহ্‌পাক নিজেই বলেছেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

(হে নবী) বল হে কিতাবধারীগণ তোমরা কোন কিছুর উপরই নও অর্থাৎ তোমরা যত ইবাদত বন্দেগী, জিকির আজকার করছ তা কিছুই হচ্ছে না

www.pathagar.com

যতক্ষণ না তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রভুর তরফ হতে যা নাযিল হয়েছে (আল-কুরআন) তা কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করছ (মায়েদা ঃ ৬৮)

রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে রাষ্ট্র শক্তি অর্জন ছাড়া আল-কুরআনের আইন বিধান আপন শক্তিবলে মানব সমাজে কখনই কার্যকর বা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না (আল-হাদিস) এবং তার ইতিবাচক কোন ফল বা ফজিলতেরও কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আবু জাহেল ও আবু লাহাবদের তাগুতী বাতিল সমাজে রাসূলুল্লাহর (সা.) নবুয়তীর প্রথম তের বছর মক্কী জিন্দেগীতে এমন ফজিলতের ওয়াজ-নসীহত কি ছিল কেউ বলতে পারবেন? সুতরাং এ কাজ সম্পূর্ণরূপেই যে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিবর্তনের কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই যা মানুষের জন্য নির্দেশিত এ মাহে রমজানে। আল্ কুরআনে বর্ণিত ইসলামী অনুশাসনের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামাজ কায়েম, জাকাত আদায়, ভাল কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ। এসব কাজ রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া কি করে আমল করা সম্ভব? এ কারণে আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"সমাজে যারা রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি পাবেন কেবল তারাই নামাজ কায়েম, জাকাত আদায় এবং ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবেন আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে" (আল হজ্ব ঃ ৪১)

অথচ অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা তাগুতী শক্তির রাজনৈতিক শিকার হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই আমরা আল্লাহর নয় বরং কেবল নফসের আনুগত্যে নামাজ পড়ি কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে তা কায়েম করার কোন উদ্যোগ বা রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করি না যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্ কুরআনের মাধ্যমে মাহে রমজানে। উল্লেখ্য, এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের প্রধান বাস্তব ও স্থায়ী আলামত হচ্ছে নামাজ। আর নামাজ কায়েমের অর্থই হল ব্যক্তিগতভাবে কেবল নিজে নামাজ পড়া নয় বরং মুয়াজ্জিনের ডাকে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সামাজিক ভাবে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা যা মূলতঃ একান্তই প্রশাসনিক নির্দেশ। সমাজে ব্যক্তিগত ভাবে যদি প্রত্যেকেই নিয়মিত নামাজ পড়ে কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনায় সমষ্টিগত ভাবে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা না থাকে তবে সেখানে নামাজ কায়েম আছে বলা যাবেনা।

www.pathagar.com

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদের ধর্মীয়, তমুদ্দনিক ও রাজনৈতিক জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই মদীনায় গড়ে তুলেছিলেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র। সেখানে সরকারী ভাবেই ইসলামের অধিকারভুক্ত সমগ্র এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং জামায়াতের সাথে নামাজ কায়েমের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। প্রতিটি গোত্রের জন্য প্রতিটি মহল্লায় তিনি সরকারিভাবেই নিয়োগ দিয়েছিলেন ইমাম। পৃথিবীতে সকল নবী-রাসুলদের এবং রাসুলুল্লাহ্র (সাঃ) গোটা নবুয়াতী জিন্দেগীসহ সাহাবায়ে কেরামদের জীবন অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে তারা মাহে রমজানে নাযিলকৃত আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার এ রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কাজই মূলতঃ করে গেছেন। তাগুতী সমাজ ব্যবস্থার অধীনে থেকে তারা কেবল ফজিলতের ওয়াজ নসীহতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। বরং তাদের এ কাজের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে তদানীন্তন কায়েমী বা তাগুতী রাষ্ট্রশক্তি এবং আবু জাহেল, আবু লাহাব মার্কা প্রচলিত সকল রাষ্ট্রপ্রধান এবং সমাজ প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে। উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে রাসুলুল্লাহ্র জীবদ্দশায়ই ঘটে গেছে বদরের যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের মত বিশ্বের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রসঙ্গ। পরবর্তীতে একই ধারায় আল কুরআন বিরোধী তাগুতী বাতিল শক্তির মুকাবিলায় আল্ কুরআনের আইন বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাবেইন, তাবে-তাবেইন, মুজাদ্দেদীন, মুজাহিদীন এবং আল-কুরআনের পথে রাসুলুল্লাহ্র অনুসারী আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা। এমতাবস্থায় মাহে রমজানে নাযিলকৃত মানুষের জীবন যাপনের নির্ভুল ও বাস্তবভিত্তিক এ বিধানকে কায়েমের রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ ব্যতীত শুধুই ফজিলতের বয়ান দ্বারা নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের মন ও মননে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে বৈকি কিন্তু আকীদাহ-বিশ্বাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকসহ রাষ্ট্র ও প্রশাসন, শিক্ষা ও সভ্যতা কোন পর্যায়েই মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে পরিবর্তন আনা কি করে সম্ভব নয়?

৫. ঈমান ও আমলের শরয়ী মর্যাদা

মুসলিম পরিচিতি ধারণ করেও যারা আল-কুরআনের আইন-বিধান পরিপন্থী পুঁজিবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করে থাকেন তারা অনেকেই মাহে রমজানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়তোবা রোজাও রাখেন। অনেকে আবার স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে রোযা না রাখলেও ব্যক্তিগত, দলীয় কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য বিভিন্ন আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল, ইফতার মাহফিলে গিয়ে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি কিংবা বক্তা বা

www.pathagar.com

আলোচক হিসেবে মাহে রমজানের ফজিলতের উপর বক্তব্যও দিয়ে থাকেন। এতে নিঃসন্দেহে তারা কেবল নিজেদের সাথেই নয় বরং কুরআন হাদীসের সাথে এবং আল্ কুরআন প্রতিষ্ঠার রাজনীতির সাথে চরম মুনাফিকী, ধোঁকাবাজি কিংবা মিথ্যাবাদী রাজনীতি করে থাকেন। মাহে রমজান উপলক্ষে আল্ কুরআনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান এবং বাস্তব জীবনে হিদায়াত লাভ করতে পারে না দুনিয়ার কোন জিনিসই তাকে তা দিতে সক্ষম নয়।

পক্ষান্তরে আলখেল্লা পরিহিত একশ্রেণীর তথাকথিত ঈমানদার ও ধার্মিক ব্যক্তিরাও তাদের ভয়ে বলে থাকেন আমরা রাজনীতি করিনা, রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা ধার্মিক লোক, দুনিয়াদারী লোকেরাই কেবল রাজনীতি করে, আমরা আখেরাতে বিশ্বাসী ইত্যাদি। বর্তমান সমাজে এরা তথাকথিত ভাল ঈমানদার লোক যে ভালর এবং যে ঈমানের কোন শরয়ী মর্যাদা নেই। দুনিয়ার সব মানুষ যদি কাউকে তার কৃত কর্মের দরুন ভাল বলে এবং তার প্রশংসা করে কিন্তু সে ব্যক্তি যদি প্রকৃতই আল্ কুরআন এবং রাসূলের আদর্শের মানদণ্ডে বাস্তব অনুসারী না হয় তবে তার ঈমান যেমন প্রকৃত ঈমান হতে পারে না, তার ভাল আদৌ কোন ভাল হতে পারে না এবং তার প্রশংসা আদৌ কোন প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া তার কৃতকর্ম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হলেও কিংবা বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকলেও তার নিয়ত যদি অসৎ কিংবা শরীয়ত পরিপন্থী কিংবা তাগুতী স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে হয় অথবা নিছক আত্মতুষ্টি, গর্ব, অহংকার, প্রদর্শনমূলক এবং স্বার্থান্বেষী হয় তবে তাও একেবারে অন্তঃসারশূন্য এবং আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত। রাসূলুল্লাহর (সা.) ওহীপূর্ব জীবনধারা এবং আমল-আখলাককে তদানীন্তন মক্কার লোকেরা কেবল ভাল নয় বরং সমাজে সর্বোত্তম বলে স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁকে আল-আমীন উপাধি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু যখনই তিনি আল্ কুরআন প্রতিষ্ঠার রাজনীতি নিয়ে কথা বলা শুরু করেছেন তখনই সমাজের এ সর্বোত্তম ব্যক্তিটির চরম বিরোধিতা শুরু হয়েছে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর শরয়ী মর্যাদা। আমাদের বর্তমান সমাজেও আল কুরআনের রাজনীতিবিহীন আলখেল্লা পরিহিত এসব ধার্মিক ও ভাল লোকগুলি সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিবিদ জাহেল ও অজ্ঞ লোকদের কাছেই কেবল ভাল। অথচ যারা আল্ কুরআনের আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট তারা মোটেও ভাল নন বরং যত মন্দ উপাধি আছে সবই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যেমনটি করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা.) ক্ষেত্রে। আল্ কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কর্মসূচী ব্যতিরেকে তথাকথিত এসব ধার্মিক ও ভাল

www.pathagar.com

লোকগুলি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দূরভিসন্ধির শিকার বৈকি। মাহে রমজানের রাজনৈতিক বিপ্লবী সওগাত তাদের কাছে নিছক জিকির-আজকার, তসবীহ-তাহলীল, মোরাকাবা আর ফজিলতের বেড়জালে আবদ্ধ। কেবল মাহে রমজান নয় সারা বছরই যদি প্রতি মুহূর্তে এমন ফজিলত অর্জনের বয়ান, জিকির আযগার জারি করা হয় এবং সমাজের প্রতিটি ঘর যদি মসজিদ ও প্রতিটি মানুষ যদি নামাজী হয়ে যায় আর রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ভাবে যদি আল্লাহ্‌র হুকুম আহকামগুলি জারি না হয় অর্থাৎ দ্বীন কায়েম না হয় তবে ঐসব ফজিলত আর নামায দিয়ে লাভ কি?

৬. মাহে রমজানে সিয়াম সাধনার মূল দাবি

হযরত মুসা (আঃ) এর ইন্তেকালের পর হতে শুরু করে ৬১০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নব্যুয়ত প্রাপ্তির মাঝে তদানীন্তন সময়ে মানুষ যখন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে এবং বর্বরতার পংকিলতায় দিশাহীন হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, ইব্রাহীম (আ.)-এর পবিত্র নগরী মক্কায় আবু জাহেল, আবু লাহাব, উৎবা, শোয়ায়েব, ওয়ালিদ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উরওয়া, কিনানা, হেরাক্লিয়াসসহ গোটা রোমান ও পারস্য সম্রাটের মনগড়া আইন বিধান, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নিক শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অসহায় মানুষ যখন বাঁচাও বাঁচাও করে কাতরাচ্ছিল, সর্বত্র বংশপরম্পরায় যখন নগ্নতা, বেহায়াপনা, মদ, জুয়া, জেনা, সুদ, ঘুষ, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হানাহানি, ধর্ষণ, মারামারি, খুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদিতে মানুষ যখন অশান্তির দাবানলে প্রজ্বলিত হচ্ছিল, জীবন্ত মানুষকে কবর দিয়ে হত্যা করতে যখন মানুষ একটুও কুণ্ঠাবোধ করত না অথচ ইসলামী পরিচিতি, মুসলিম নাম, ইসলামী পোশাক, টুপি, পাগড়ি, দাড়ি, নামায, রোজা, হজ্ব, হাজীদের পানি পান করানো সহ আতিথেয়তা ও মেহমানদারীকে সওয়াবের কাজ মনে করা হত ঠিক এমতাবস্থায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি শুধুই ফজিলতের অরাজনৈতিক বয়ান করে নীরব ছিলেন, না আল্ কুরআন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাহে রমজানে নাযিলকৃত আল কুরআনের আইন বাস্তবায়ন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে উম্মাহকে উজ্জীবিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে মাহে রমজানেই ঘটেছিল বদরের সংঘর্ষ এবং মক্কা বিজয়ের ঘটনা। তার এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই গোটা মানব জাতি তখন পেয়েছিল

www.pathagar.com

নবদিগন্তের এক নতুন জ্যোতি। বিভ্রান্ত মানুষ পেয়েছিল সঠিক পথের দিশা। শোষিত-বঞ্চিত ও বন্দি মানবাত্মা পেয়েছিল চিরমুক্তির অমৃত স্বাদ। মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মাহে রমজানে নাযিলকৃত মানবকূলের মহামুক্তি সনদ আল কুরআনের বিধান দিয়ে এমনিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল আরবেই নয়, বরং গোটা বিশ্ব মানবতাকে দেখিয়েছেন মহামুক্তির রাজপথ, বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছিলেন ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুসরণীয় রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনিক অবকাঠামো। গুণমুগ্ধ হয়ে যার পদতলে লুটে পড়েছিল তদানীন্তন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য বাতিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। তখনই কেবল মাহে রমজানের রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের যাযায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল মানুষের আমলনামা এবং তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল ফজিলতের বয়ান। আল্ কুরআন নাযিলের মাসে এহেন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে উজ্জীবিত হওয়াই কি তাহলে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সিয়াম সাধনার মূল দাবি নয়?

৭. সিয়াম সাধনা এবং তাকওয়ার গুণ কি ও কেন?

আল্লাহপাক মাহে রমজানে তার রাসূলের মাধ্যমে ওহী পাঠানোর উদ্দেশ্য এবং ঈমানদারদের তাকওয়ার গুণ বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন যা সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই সেই সত্ত্বা (আল্লাহ) যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তা সমাজে প্রচলিত অন্যান্য সকল প্রকার জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে দেন, মুশরিকদের পক্ষে তা সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন" (আস্ ছফ ঃ ৯)

এমনিভাবে আল কুরআন এবং রাসূল (সা.) প্রদর্শিত আইন বিধান প্রতিষ্ঠার অনুসারী ব্যক্তিদেরকেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালা হক পথ বা সত্য পথের পথিক এবং কল্যাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করে বলেছেন–

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"বস্তুতঃ এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রভু প্রদত্ত বিধানের উপর জীবন যাপনকারী এবং এরাই মূলতঃ কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী" (বাকারা ঃ ৫)

www.pathagar.com

পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য দুটি বিধান রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আল্ কুরআনের বিধান যা হক বা সত্য এবং এর বাইরে যত মত ও পথ সবই মিথ্যা। সত্য বিধান আল্ কুরআনের এবং এ বিধানের অনুসারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহপাক সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন– **ইহা ঐ (আল্লাহর) কিতাব এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা জীবন যাপনের ব্যবস্থা কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা মুত্তাকী বা তাকওয়াবান। তাকওয়াবানদের সুস্পষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ নিজেই বলেছেন–**

www.pathagar.com

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে এ পূর্ণ মাসের রোজা রাখা একান্তই কর্তব্য" (আল্ বাকারা ঃ ১৮৫)

আল্লাহপাক ঈমানদার ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ বা অবশ্যকরণীয় করা হয়েছে যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, এ জন্য যে তোমরা প্রকৃত মুত্তাকী হতে পার" (আল্ বাকারা ঃ ১৮৩)

পক্ষান্তরে জীবন বিধান হিসেবে আল্ কুরআন মানা না-মানার স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে মানুষকে। মাহে রমজানে যারা সিয়াম সাধনা করেনা তারা নিঃসন্দেহে হয় কুরআন নাযিল বিশ্বাস করে না অথবা জেনেশুনেও তা কেবল অস্বীকারই করে না বরং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আল কুরআন নাযিলের ঘটনাকে বা আল কুরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে উপেক্ষা করতঃ বছরের অন্যান্য দিনগুলির ন্যায় গোটা মাহে রমজানকে কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান হিসাবে উদযাপন করে থাকে। যেমন সারাদিন রোজার খবর নেই ইফতারের অনাড়ম্বর মহড়া, সারাদিন ফরজ নামাজের খবর নেই তারাবীহ নিয়ে তৎপর, সারা মাস সিয়াম সাধনার খবর নেই ঈদের চানক্য ইত্যাদি। এ মাসে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যারা প্রকৃতই এ বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কর্মসূচীতে উজ্জীবিত এবং পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে উঠেন কেবল তাদের জন্যই রয়েছে রহমত, বরকত ও মহামুক্তির চির আশ্বাস। পক্ষান্তরে যারা এহেন কর্মসূচীকে দুনিয়াদারী রাজনীতি মনে করে এবং তাগুতী শক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কিংবা নাস্তিক্যবাদীদের ভয়ে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে আলখেল্লা পরে কেবল ফজিলতের আশায় সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় পূর্ণ দুনিয়াদারী নিয়ে বেখেয়াল থাকে এবং ওহীর বিধান প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীকে এড়িয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অশনী বার্তা।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ O حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ O كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ O ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ O
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ O لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ O ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ O
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O

অপরের তুলনায় বেশী বেশী লাভের চিন্তা তোমাদেরকে বেখেয়াল বা আত্মভোলা করে রেখেছে। এ চিন্তায় এমনকি কবরের মুখ পর্যন্ত পৌছাও।

www.pathagar.com

কক্ষনওনা, নিশ্চয়ই অতি শ্রীঘ্রই জানতে পারবে। অতঃপর শুন, কক্ষনও নয়, অতি শিঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কক্ষনও নয়, তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখতে পাবে। অতঃপর অবশ্যই নিশ্চিত সহকারে তা দেখতে পাবে। অতঃপর প্রতিটি নেয়ামতের হিসাব তোমাদিগকে অবশ্যই দিতে হবে (তাকাসুর)।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নব্যুয়াত জিন্দেগীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তৌহিদ ও আখিরাতের ভিত্তিতে রিসালাতের অনুসরনে সমাজে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আর এহেন সমাজ জীবনে মানুষের জীবনযাত্রা যেসব মৌলনীতিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নিজেই দ্বাদশ নব্যুয়াতে এক মহা শুভলগ্নে মিরাজের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে উর্ধ্বলোকে তার সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে অবগত করিয়েছেন। অতঃপর এসব মূলনীতিগুলি সুরায়ে বনি ইসরাইলের ২৩-৩৭ আয়াতের মাধ্যমে একটি ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের মেনিফেষ্টো হিসেবে প্রদত্ত হয়েছে। মোট ১৪ দফা এ মেনিফেষ্টোর আলোকে সমাজে মানুষের আসল আখলাক, সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার গড়ে তোলা এবং গড়ে না তোলার যে পরিণাম তাও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মিরাজের মাধ্যমে নমুনা হিসেবে সচিত্র প্রতিবেদন রাসুল (সাঃ) কে স্বচোখে দেখিয়েছেন।

৮. ইসলামী রাষ্ট্রের ১৪ দফা ইশতেহার বা মেনিফেষ্টো

১। এক আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কারও ইবাদত করবেনা বা আইন বিধান মেনে চলবেনা।

২। মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তারা বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তাদের সাথে এমন কষ্টদায়ক আচরণ করবেনা যাতে তারা 'উহ্' শব্দটি না বলে। তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদার সাথে কথা বলবে। তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে।

৩। নিকট আত্মীয়, মিসকিন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার দেবে।

৪। অপচয় ও অপব্যবহার করবেনা।

৫। অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন ও সম্বলহীন পথিককে যদি পাশ কাটাতে চাও তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জওয়াব দাও।

৬। কৃপনতাও করবেনা, অপব্যবহার বা অপ্রয়োজনেও ব্যয় করবেনা।

৭। দারিদ্রতার আশংকায় সন্তান হত্যা করবেনা। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দেই।

www.pathagar.com

৮। জ্বেনার নিকটেও যেও না। উহা অত্যান্ত খারাপ কাজ এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ।

৯। আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করবেনা।

১০। ইয়াতিমের ধন-মাল অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করবেনা।

১১। ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

১২। মাপ বা ওজনে কমবেশী করবেনা।

১৩। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে যেওনা। নিশ্চিত জেনে রেখ চোখ, কান ও দিলের সবকিছুর জবাবদিহী করতে হবে।

১৪। যমিনে বাহাদূরী করে চলনা। কারণ তোমরা না মমিনকে দীর্ন করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে (বনি ইসরাইল ঃ ২৩-৩৭)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের সমাজে আল্লাহ্র আইন চাই সৎ লোকের শাসন চাই মর্মে যারা ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করে থাকেন তারা মূলতঃ মাহে রমযানের সওগাত আল্কুরআনে প্রদত্ত এ মেনিফেষ্টের ভিত্তিতেই রাজনীতি করে থাকেন। এ রাজনীতি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) নিয়ে করেছেন। করেছেন পরবর্তীতে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং যুগে যুগে আইয়ামে মুজাদ্দেদিন, মুজাহেদিন, সালেহিন এবং আল্লাহ্র নেক বান্দারা। সুতরাং এ রাজনীতি করা কেবল ফরয নয় সবচেয়ে বড় ফরয এবং ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

আরও উল্লেখ্য, ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত তো আল-কুরআন তথা দ্বীনের খুঁটি যার ওপর প্রস্ফুটিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে প্রশাসনের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক জীবন। সুতরাং এ মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মসম্বিত ফিরে পাওয়া এবং প্রকৃত মহামুক্তির রাজ পথে ফিরে আসাই হলো তাকওয়ার গুণ অর্জন।

৯. মাহে রমজান এবং আল্ কুরআনের বিশ্বায়নিক রাজনৈতিক উত্থানপতন

মাহে রমজান কেবল আল্ কুরআন নাযিলের মাস নয় বরং আল্ কুরআনের রাজনৈতিক বিজয়েরও মাস। স্বয়ং রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় ২য় হিজরীর ১৭ রমজানে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে কাফির কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে কেবল জয়লাভই হয়নি বরং বাতিলের উপর আল্ কুরআনের

www.pathagar.com

সত্য বিধানকে বিজয়ী করার শিকড় হয়েছে অধিকভাবে মজবুত। ফলে গোটা আরব জাহানে আল্ কুরআনের এহেন অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ৮ হিজরীর ২০ রমজান রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বেই রাজনৈতিকভাবে মক্কা বিজয় হয়। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহর ইন্তিকালের পর আল্ কুরআনের এ দুর্জেয় শক্তি খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও পরিলক্ষিত হয়। হযরত ওমরের শাসনামলে জেরুজালেম বিজিত হয় ১৫ হিজরীর ১৩ রমজান এবং এ মাসেই সাদ বিন ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আরব জাহানে নিরাপত্তাময় ইসলামী শাসনের জন্য হুমকি তদানীন্তন পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি রুস্তমকে কাদেসিয়ার ময়দানে নিহত ও পারস্য বাহিনীকে পরাস্ত করে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।

ইতিহাস সাক্ষী যে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে ৯ রমজান ৯৩ হিজরী সেনাধ্যক্ষ মুসা বিন নোসাইরের নেতৃত্বে স্পেন সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। পরবর্তীতে হিজরী ৯৬ এর মাহে রমজানে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অত্যাচারী সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত হয় এবং ওয়ালিদের শাসনামলেই পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিজয়ই মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে আল্ কুরআনের রাজনৈতিক প্রচার ও প্রসার সূচনা লাভ করে।

একইভাবে হিজরী ২১২ এর মাহে রমজানে ইসলামের বীর মুজাহিদ মিয়াদ বিন আগলাবের হাতে ইতালির সিসিলি দ্বীপ বিজিত হয়। ৫৩২ হিজরীর মাহে রমজানেই উত্তর সিরিয়ার হালব শহর খৃষ্টান ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে এমাদুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর রাজনৈতিক বিজয় লাভ হয়। অতঃপর ৬৬৬ হিজরীর মাহে রমজানে মুসলিম উম্মাহর চরম শত্রু তাতার নেতা হালাকু খাঁর কবল থেকে জাহের বাইবারস তুরস্ক দখল করে। ৭০২ হিজরীর মাহে রমজানে মিশরীয় মুসলিম বাহিনী তাতারদের একটি অভিযান ব্যর্থ করতঃ দক্ষিণ দামেস্ক হতে ১০ হাজার তাতার সৈন্য আটক করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে মুসলমানরা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনিপোল যার বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল জয় করবে। সেখানকার খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক বিরোধ এবং ক্রুসেড যুদ্ধ বজায় থাকে। অবশেষে ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে ৪ মে মাহে রমজানে তুরস্কের ওসমানী শাসক সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতেহ্ কনস্টান্টিনিপোল দখল করেন। এর প্রভাবে পরবর্তীতে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আল্ কুরআনের ঝাণ্ডাবাহী প্রচার ও প্রসার যাত্রা শুরু করে।

www.pathagar.com

আল্ কুরআনের ঝাণ্ডাবাহী এসব রাজনৈতিক বিজয়ের ইতিহাস নিঃসন্দেহে মাহে রমজানের বরকতের ফলেই সম্ভব হয়েছে। অথচ এসব ঝাণ্ডাবাহী রাজনৈতিক ফজিলতপূর্ণ জীবনমুখী ইতিহাসকে ধামাচাপা দিয়ে কেবল তত্ত্বীয় পরিসংখ্যানগত ফজিলতের হিসেব দিয়ে মাহে রমজান তথা আল্ কুরআন নাযিলের প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে বর্তমান মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা এবং আল্ কুরআনবিরোধী বাতিল শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র বৈ আর কি হতে পারে?

দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে আল কুরআনে বর্ণিত ইসলাম শান্তি ময় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি কামী বনি আদম। ইসলামের দুশমন মানুষরূপী হায়েনা গোষ্ঠী আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শান্তিকামী নিরীহ এ মুসলিম উম্মাহর উপর চালিয়ে যাচ্ছে বর্বরোচিত হামলা, হত্যাযজ্ঞ এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠনের উন্মত্ততা। পবিত্র সিয়াম সাধনার মাসেও এতটুকু কমে না তাদের পাশবিক বর্বরতা। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিশ্বে নানাবিধ ছুতানাতা অজুহাতকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহকে চিহ্নিত করছে সন্ত্রাসী হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিচারে অবাধ হত্যাযজ্ঞ।

লেবানন ও ফিলিস্তিনের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, সেখানকার মানুষ আজ কত মানবেতর জীবন যাপন করছে। মার্চ, ২০০৬ আল্ কুরআনের অনুসারী হামাসের শাসন ক্ষমতা অর্জনে মার্কিনীদের দোসর ইসরাইলের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ফিলিস্তিনে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে সেখানে চলছে আজ চরম আর্থিক বিপর্যয় এবং দীর্ঘদিন যাবত সেখানে চাকুরীজীবীদের বেতনও বন্ধ। এমনই এক চরম হতাশা ও মর্মান্তিক বিপর্যয়ের মাঝে মহামুক্তির মাস মাহে রমজান আমাদের দোরগোড়ায় এসে কিসের হাতছানি দেয়? মাহে রমজানের আগমনে স্মরণ করিয়ে দেয় থাইল্যান্ডের নরপিশাচদের ঘটনা। যেখানে ১০ রমজান (২৫ অক্টোবর ২০০৪) চালানো হয়েছিল ষাট লক্ষ মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলীয় থাইল্যান্ডের নারানিওয়াত নামক প্রদেশে। উস্কিয়ে দেয়া নির্যাতিত রোজাদার বিক্ষোভকারীদেরকে থাই সেনারা প্রথমে বুট দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয় রাস্তায়, রাইফেলের বাট দিয়ে বেদম লাঠিপেটা করে এবং আধমরা করে এসব রোজাদার মুসলিম জনগণকে নির্মমভাবে টেনেহিঁচড়ে উঠিয়ে নেয় সামরিক ভ্যানে। এমনিভাবে প্রায় শতাধিক উম্মাহকে পৈশাচিকভাবে হত্যাসহ গ্রেফতার করা হয় প্রায় দেড় সহস্রাধিক। আফগান, ইরাক, লেবানন, ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বব্যাপী অসহায় বন্দি মুসলিম উম্মাহ– নারী, শিশু, পুরুষ যারা মাহে রমজানের আগমনলগ্নেও বাতিলের যাঁতাকলে পিষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে আজ বাঁচাও বাঁচাও করে কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করছে মাহে রমজানের আগমনে তাদের প্রতি কি আমাদের কোন দায়িত্ব ও করণীয় আল্ কুরআন স্মরণ করিয়ে দেয় না? কেবল ফজিলতের ওয়াজ দিয়ে এসব দায়িত্ব থেকে কি রেহাই পাওয়ার কোন উপায় আছে?

বাতিল শক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে অতি সফলভাবে ইসলামকে বিকৃতভাবে প্রচলিত করে রেখেছে আমাদের সমাজে। যেমন ইসলাম একটি ধর্ম ও ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এতে কোন রাজনীতি নেই। একমাত্র পঠিতব্য বিষয় আল্ কুরআনের নামকরণ বিকৃত করে রাখা হয়েছে কুরআন শরীফ বা ভদ্র পঠিতব্য বিষয়। একইভাবে মাহে রমজান উদযাপনে উৎসাহিত করা হয়েছে কেবল ফজিলতের বয়ান আর অনাড়ম্বর আনন্দ অনুষ্ঠান এবং নফল ও মুবাহ আমল দিয়ে। বিশ্ব পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে বাতিলের এহেন বুদ্ধিবৃত্তিক দূরভিসন্ধিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আজ উন্মোচিত হয়েছে। ইসলাম যে নিছক অনুষ্ঠানসর্বস্ব কোন ধর্মের নাম নয় এটা মানুষের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা আজ প্রমাণিত সত্য। আল্লাহপাক নিজেই যেখানে আল্ কুরআনের ৫৫টি বিভিন্ন নাম ঘোষণা করেছেন যেমন– আল্ ফুরকান, আল হাকীম, আল্ জিকর, আল্ কিতাব ইত্যাদি যেসব নাম উচ্চারণের সাথে সাথে পাঠকের মনে এক অনাবিল শান্তি ও বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হয় সেখান থেকে ফিরানোর জন্যই যে এর নাম বিকৃত করা হয়েছে তা আজ পরিষ্কার। এমনিভাবে মাহে রমজান উদযাপনেও মুসলিম উম্মাহকে বাতিলের সকল দূরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আমাদেরকে মাহে রমজানের আসল রূপ এবং তার মূলমন্ত্র আল্ কুরআনের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উদ্ভাসিত করে এগিয়ে আসতে হবে। আল কুরআনের সওগাত যে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের নাম নয় ইহা যে একটি অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রীয় শক্তি তা গোটা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত করে দেয়ার সময় আজ এসেছে। কেবল ফজিলত নয় মুসলিম উম্মাহ্র যে একটা স্বতন্ত্র কৃষ্টি কালচার, ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন প্রণালী আছে তা সবিস্তারে তুলে ধরার সময়ও এখনই। আর এটাই হল মাহে রমজানের মূলমন্ত্র। সৃষ্টি ও স্রষ্টার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা হয় মাহে রমজানে, যে মাসে সৃষ্টির শুরু থেকে সর্বকালে সর্ব যুগে স্রষ্টার পক্ষ থেকে পাওয়া গেছে তার বিধান। প্রতিটি মানব জন্ম নেয় মাতৃগর্ভে। এমনিভাবে মাহে রমজানের গর্ভে সর্বশেষ ধারণ করা হয় মানব জাতির রাষ্ট্রনীতি আল্ কুরআন। তাই মাতৃ গুরুত্বের মতই মাহে রমজানের আল-কুরআন ভিত্তিক রাজনৈতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায়, মাহে রমজানে খতমে তারাবীহতে দাঁড়িয়ে সুললিত কণ্ঠে কেবল রহমত বরকত আর সওয়াবের আশায় আল্ কুরআনকে তেলাওয়াত করাই কি যথেষ্ট? এমনিভাবে মসজিদের চার দেয়ালে, ঘরের কোণে বসে কেবল জিকির-আজকার, তাসবীহ-তাহলীল আর নিছক ফজিলতের বয়ান দ্বারা কি সম্ভব নির্যাতিত বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন? যে কুরআনকে সওয়াবের নিয়তে তেলাওয়াত করা হয় সেখানে আল্লাহপাক পরিষ্কার বলছেন–

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"তোমাদের কি হয়েছে অর্থাৎ কি কারণ থাকতে পারে যে তোমরা ঐসব পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে আল্লাহর পথে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করনা যারা দুর্বল ও নির্যাতিত হওয়ার কারণে এ বলে ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের প্রভু, এ জালিম অধিবাসী হতে আমাদের মুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে বন্ধু বা নেতা ও সাহায্য পাঠাও" (নিসা ঃ ৭৫)

১০. মাহে রমজানের রাজনৈতিক তাকওয়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনে বদরের যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অনেক ঘটনাই ইসলামের দুশমনদের সাথে সংঘটিত হয়েছিল আল কুরআন নাযিল এবং সিয়াম সাধনার এ মাসে। তখন কি সিয়াম সাধনা কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেদের আখের গুছানোর অভিপ্রায়ে শুধুই ফজিলতভিত্তিক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ছিল, না কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের স্বার্থে ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাস। মাহে রমজানে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা নিঃসন্দেহে নিজের আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া বা স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা। কিন্তু ইহ ও পারলৌকিক গোটা জীবনের সফলতার যে পূর্ণ নৈকট্য তার একমাত্র মনোনীত পথই হলো আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে আল্লাহর ওলুহিয়াত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রাম করা। আল্লাহ নিজেই সুরা আস্ ছফের ১০-১৩ আয়াতে ঘোষণা করেছেন– **যারা জান-মাল দিয়ে একনিষ্ঠ ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে প্রাণান্ত সাধনা বা জিহাদ করে তাঁর জন্য রয়েছে পরকালে কঠিন আযাব হতে নিষ্কৃতি ও মুক্তি, গুনাহসমূহের ক্ষমা ও মার্জনা, চিরকালের জন্য জান্নাত এবং দুনিয়ার জীবনে এ পথে আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও সফলতা।** প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)দের রাজনৈতিক তাকওয়া।

www.pathagar.com

বর্তমান আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে জামানা পাল্টে গেছে। ক্ষেত-খামার থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানা সর্বত্র আজ মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে অবকাশ দিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আজ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা। নীতি-নৈতিকতা ও যুক্তি-তর্কের আনুগত্যের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তারের জোর প্রচেষ্টা চলছে বাতিলের। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের দুর্বৃত্তায়নিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী চলছে অমানবিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। কেবল মুসলিম উম্মাহ্ই নয় গোটা বিশ্ব বিবেক ও বিশ্ব মানবতা আজ দুর্বিসহ প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ। এমতাবস্থায়, মাহে রমজানের রাজনৈতিক তাকওয়াকে উপেক্ষা করতঃ শুধুই ফজিলতের বয়ান এবং সিয়াম সাধনার ছদ্মাবরণে উপবাস ও তাকওয়ার কী তাৎপর্য থাকতে পারে? এ যেন খৃষ্টানদের প্রকৃত ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যীশুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি। জনৈক কবি বলেছেন–

সূর্যের আলো দেয়ালে পড়িয়া দেয়াল উজলি হয়
কোন সে পাগল সূর্যেরে ছাড়িয়া দেয়ালে পাগল হয়।

১১. বিশ্বায়নের যুগে তাকওয়ার বাস্তবতা

এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণও বৈকি। যে প্রশিক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল তাকওয়া বা খোদাভীতির গুণ অর্জন। আর তাকওয়ার গুণ অর্জন মানে কেবল দিনের বেলা পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা নয়। তাকওয়ার গুণ অর্জন মানে কেবল এটাও নয় যে কুরআন তেলাওয়াত, খতমে তারাবীহ্, শবিনা পাঠ, ইফতার মাহ্ফিল, দান-খয়রাত, দোয়া-দরুদ, তাসবীহ-তাহ্লীল, জিকির-আজকার, জাকাত-ফিতরা, বেশি বেশি নফল নামাজ আর রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে ভুরি ভুরি সওয়ার অর্জন। তাকওয়ার গুণ অর্জন মানে এটাও নয় যে শুধুমাত্র নিজে পরহেজগার থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে শয়তানের লীলাভূমি হিসেবে চলতে দেয়া এবং স্রেফ এ মাসেই আল্লাহ্ প্রদত্ত কেবল সুবিধাজনক হুকুম মেনে চলে বাকি দিন ও মাসগুলিতে নিজের নফ্স্ এবং শয়তানের দোসর তাগুতী শক্তির তাবেদারী করে চলা। বরং তাকওয়ার গুণ অর্জন মানেই হল শয়তানরূপী মানুষের তৈরি মনগড়া জীবন বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এ মাসে নাযিলকৃত সেই মহা মহিমান্বিত আল্ কুরআনী জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়া। এ শপথ যেমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজের আচার আচরণে তেমনি ঐক্যবদ্ধভাবে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যেমন

www.pathagar.com

করেছেন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)। যেহেতু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তি জীবনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, এসব পর্যায়ের পরিবেশের উপর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি-তাকওয়া সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরশীল। সার্বিক ভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল হুকুমকেই যথাযথভাবে পালন করার মধ্যে তাকওয়ার গুণ নিহীত। আল্লাহ্র সব হুকুমই ব্যক্তিগতভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ্র হুকুম মানুষের জীবন চলার পথে কোনটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে, কোনটি পরিবার, কোনটি সমাজ, কোনটি অর্থনৈতিক, কোনটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক এবং কোনটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সম্পর্কিত। এসব পর্যায়ে পালনযোগ্য সকল হুকুমই তাকওয়ার গুণার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ের তাকওয়া পূর্ণ তাকওয়া কখনই হতে পারে না। যে বিধানের আনুগত্য অনুযায়ী ব্যক্তি-তাকওয়ার গুণ অর্জন মূখ্য উদ্দেশ্য, ঠিক সেই বিধানের আনুগত্য অনুযায়ীই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহ অন্যান্য সকল পর্যায়ে তাকওয়ার পরিবেশ গড়ে তোলাও একান্ত অপরিহার্য যা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কর্মকাণ্ড এবং এ কাজ মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার এক অবিচ্ছেদ্য কর্মসূচী। এ কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমেই ব্যক্তি হতে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায় হতে তাগুতের শয়তানী বিধানের অস্তিত্বকে অধীন করতঃ গোটা দেশ ও জাতি পূর্ণ তাকওয়ার গুণে উদ্ভাসিত এবং কুরআনী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর তখনই কেবল মাহে রমজান একটি সমাজ ও দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রকৃত রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের সওগাত উপহার দিতে সক্ষম। বিশ্বজাহানের অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থাও তখন গজব না হয়ে তার কল্যাণের জন্য সেবাদাসে পরিণত হয়ে যায়। মানব জাতির জন্য দুনিয়াতেও যেমন কায়েম হয় শান্তিময় স্বর্গরাজ্য, পরকালের জন্য রয়েছে তেমনি জান্নাতের মহা সুসংবাদ। আর মাহে রমজান তারই ইঙ্গিত দিয়ে যায় আমাদেরকে প্রতি বছর তাকওয়ার এ বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু আফ্সোস ঐ সব ব্যক্তি ও জাতির জন্য যারা প্রতি বছর মাহে রমজানের এহেন ইঙ্গিত পেয়েও প্রকৃত তাকওয়ার গুণে উজ্জীবিত হতে পারে না। বরং খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তির ভয়ে তাকওয়ার এ বিপ্লবী চেতনাকে ব্যক্তি পর্যায়ে কোণঠাসা করে রেখে শুধুমাত্র নিজের আখের গুছানোর জন্যই সওয়াব ও বরকতের আশায় মসজিদের চার দেয়াল, ঘরের কোণ আর খানকার চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে না বুঝেই সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে থাকে মাহে রমজানের বিপ্লবী সওগাত আল কুরআনী বিধানকে। অথচ তারা বুঝেও বুঝে না যে শয়তানের দোসর নমরুদ, ফেরাউন আর আবু জেহেলের সাগরেদ ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী-পৌত্তলিকরা কেমন করে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে

www.pathagar.com

রাজনৈতিকভাবে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তাকওয়ার মূল বিষয়বস্তু আল্ কুরআনের আইন, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলীম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে। যেমন করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা.) জামানায়। এমতাবস্থায় যে জীবন বিধান নাযিলের কারণে মাহে রমজানের এত গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত সেই বিধানকে ভস্মিভূত, ভূলুণ্ঠিত ও পদানত দেখেও তাকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার সংগ্রামে আমরা অংশ গ্রহণ করব না এবং এ পথের অনুসারীসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র উপর বর্বরোচিত হামলা ও নগ্ন আঘাতের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হব না, আমাদের শক্তি, সামর্থ, সময় ও অর্থ ব্যয়ীত হবে না অথবা আমাদের লিখনীতে কিংবা মুখ ফুটে একটি কথাও বেরুবে না এটা কোনক্রমেই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও তাকওয়ার পরিচয় বহন করে না। আর এ কারণেই মাহে রমজান মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা আমাদেরকে স্রেফ উপবাস ছাড়া প্রকৃত তাকওয়ার গুণ উপহার দিতে সক্ষম হয় না।

ইহুদী-মার্কিন ইঙ্গ-পৌত্তলিক গোষ্ঠী আজ ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম উম্মাহকে তথা আল্ কুরআনের অনুসারীদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে বিলীন করতে চায় ধরাপৃষ্ঠ থেকে। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী তা মাহে রমজান কি কিছুই বলে না? আমাদের ওয়াজ-নসীহত, আলোচনা, বয়ান ও বক্তব্যে কি নিছক ফজিলত ছাড়া এসব রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বক্তব্য আসতে পারে না? এমনি এক মহা ক্রান্তিকালে আল্ কুরআনের রাজনৈতিক বিপ্লবী সওগাত নিয়ে হাজির হয়েছে আল্ কুরআন নাযিলের মাস মাহে রমজান। আল্ কুরআনের এ বিপ্লবী সওগাতকে আরও দীপ্ত শপথে বিশ্ব দরবারে উন্মোচিত করার পয়গাম নিয়েই মূলতঃ তাকওয়ার এ মাহে রমজান। কেবল প্রয়োজন ফজিলতের ওয়াজের সাথে সাথে আল্ কুরআনের ঝাণ্ডাবাহী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দীপ্ত শপথে এ মাসে বিশেষ কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসা।

১২. সাম্প্রতিক বিশ্বে পরিবর্তনের আভাস

আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ ও অকল্পনীয় অগ্রগতি অতি দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তনশীল এ পৃথিবীর মানুষকে একদিকে যেমন আদর্শ বিবর্জিত নৈতিকতাবিহীন উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিচ্ছে অপরদিকে তেমনি মানবরচিত মতবাদ ও বস্তুবাদী আইনের অপশাসন ও নিষ্পেষণে আফগান, ইরাক, লেবানন, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়াসহ বিশ্বের চতুর্দিক হতে বাঁচাও বাঁচাও করে কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করছে অসহায় মানবাত্মা। একদিকে যেমন পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করে ধ্বংসযজ্ঞের

www.pathagar.com

আভাস দিচ্ছে এবং প্রকৃত সত্য শান্তির সন্ধানে অমুসলিম জগতও হন্যে হয়ে ঘুরছে বিভিন্ন সৌরজগতে, অপরদিকে তেমনি বিশ্বের মানবতাবাদী গোষ্ঠী, চিন্তাবিদ, গবেষক এবং বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশঃ ব্যাকুলভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদর্শিত মাহে রমজানে অবতীর্ণ চিরকল্যাণময় ঐশী বিধানের প্রতি। উল্লেখ্য, বাতিলের দুর্বৃত্তায়নিক এহেন কার্যক্রম দিন দিন যতই বেড়ে যাচ্ছে ততই বিশ্বের প্রকৃত মানবতাবাদী গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী, গবেষকরা ইসলামে সন্ত্রাস খুঁজতে গিয়ে দীক্ষিত হচ্ছে আল্ কুরআনের সুমহান শাশ্বত ছায়াতলে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নাইন ইলেভেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামে লাদেন ও সন্ত্রাসবাদ খুজতে গিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় ত্রিশ সহাস্রাধিক বিশ্বের অমুসলিম ব্যক্তিত্ব দীক্ষিত হয়েছেন ইসলামের শান্তিময় সুশীতল ছায়াতলে। ত্বরান্বিত হচ্ছে ইসলামের পুনর্জাগরণ। সাম্প্রতিককালে ইঙ্গ-মার্কিন পার্লামেন্টেও তারা বাধ্য হচ্ছে মুসলিম নেতৃত্ব মেনে নিতে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ যুক্তরাষ্ট্রে এক তীব্র নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়ী হয়ে মার্কিন রাজনীতিতে এক নজীর স্থাপন করতঃ জনাব কেইথ এলিসন মার্কিন কংগ্রেসে প্রথম মুসলমান হিসেবে ইতোমধ্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য, মিজৌরী স্টেটের আইন পরিষদে আরও তিনজন মুসলমান– জামিলা নাশিদ, বোর্ডনী হোবার্ড এবং তালিব দিন আল্ আমিন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার দ্বীনকে শেষবারের মত যে বিশ্বায়নিক মর্যাদায় দেখতে চান তার নেতৃত্ব প্রসারিত হবে দক্ষিণ এশিয়া থেকে। ইনশাল্লাহ্ বাংলাদেশ থাকবে তার শীর্ষে। এদেশের পার্লামেন্টে মাওলানা নিজামী ও মুজাহিদের মন্ত্রিত্ব, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইদীর সংসদ সদস্য লাভ কেবল তাদের ব্যক্তিগত এবং জামায়াতের সাংগঠিক বিজয়ই নয়, বরং সেই কাঙ্খিত বিশ্বায়নিক সম্ভাব্য নেতৃত্ব বিকাশের আভাস নয় কি?

বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রযাত্রার মতই বর্তমান বিশ্ব খুব শীঘ্রই রাজনৈতিকভাবে ইসলামের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটো শিবিরে বিভক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইতোমধ্যেই মনীষীগণ মানবরচিত মতবাদের বন্দিশালা থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করে নতুন শতাব্দীকে ইসলামের শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছেন। যেমন জর্জ বার্নাডশ বলেছেন- "আমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মত কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তবে তিনি এর সমস্যাগুলো এমনভাবে সমাধান করতে পারতেন, যাতে বহু আকাংখিত শান্তি ও সুখ অর্জিত হতো। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি,

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্ম, আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে।" মণীষীদের এহেন ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বর্তমান বিশ্বে। আর নতুন শতাব্দী- "ইসলামের শতাব্দী" এর যুগান্তকারী শুরুই হচ্ছে এবারের মাহে রমজানের মাধ্যমে।

১৩. বে-রোজাদারদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে একটি হাদীস

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- আমি শুনেছি, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এমন সময় দুই ব্যক্তি এলো ও আমার বাহু ধরে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেলো এবং আমাকে ঐ পাহাড়ে চড়তে বললো। আমি বললাম- আমি এ পাহাড়ে চড়তে পারবো না। ঐ দুই ব্যক্তি বললো, আমরা আপনার জন্য সব সহজ করে দিব, আপনি চড়ুন। অতএব আমি পাহাড়ে চড়লাম এবং পাহাড়ের মাঝখানে উপস্থিত হলে খুব জোরে চিৎকারের শব্দে জিজ্ঞেস করলাম, এ কিসব আওয়াজ কানে এলো? তারা বলে– এ জাহান্নামবাসীদের চিৎকার। তারপর আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে দেখলাম কিছু লোককে উল্টে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের চোয়াল ফেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। জিজ্ঞাসা করলাম- এরা কারা? তারা বললো- এরা বে-রোজাদার। এরা রমজান মাসে দিনের বেলায় খাওয়া-দওয়া করতো।" (তারগীব, ইবনে খোযায়মাহ্ ও ইবনে হিব্বান)।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ঈদ-উল্-ফিতর ঃ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈদ বলতে আমরা সাধারণত খুশি বা আনন্দ-উৎসব বুঝে থাকি। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতিই তাদের নিজ নিজ পরিবেশ ও পদ্ধতিতে আনন্দ-উৎসব করে থাকে এবং তাদের স্ব স্ব আনন্দ-উৎসব ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও আকীদাহ-বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তবে এসব আনন্দ-উৎসব নিছক কোন হাসি-তামাসা বা নিরর্থক বেহুদা কোন অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ড নয়। জাতীয় জীবনেও এর অপরিসীম প্রভাব-প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। ফলে উৎসবের এসব দিনগুলি সাধারণতই জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে গোটা মুসলিম বিশ্বে জাতীয় দিবস হিসেবে বছরে দুটি ঈদ-উৎসব (ঈদ-উল্-ফিতর এবং ঈদ-উল্-আযহা) অন্যান্য সকল জাতির জাতীয় উৎসব হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সার্বজনীন এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। তাই ঈদ-উৎসব কেবল আমাদের জাতীয় জীবনেই শুধু নয়, বরং গোটা মানব সমাজে অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এবারের ঈদ-উল্-ফিতরের ঈদ উৎসব আমাদের দেশে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে চড়াই-উৎরাইয়ের এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন অভাব-অনটন এবং নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়েও এ দেশের মুসলিম উম্মাহ যে পুরো একটি মাস সিয়াম সাধনার ফরজিয়াত আদায় করতে পারছে। তারই শুকরিয়া আদায় এবং আনন্দ প্রকাশের জন্য মূলতঃ ঈদ-উল্-ফিতরের এ আনন্দ-উৎসব।

বিরাট ভাবগম্ভীর এক পবিত্র পরিবেশে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শানে দু'রাকাত নামাজের মাধ্যমে মূলতঃ ঈদ-উৎসবের আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয়। তবে ঈদের আগে ও পরে প্রত্যেক মুসলিম উম্মাহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে হয়। ঈদের অন্তত এক সপ্তাহ বা দু'একদিন আগে থেকেই যে বিষয়টি প্রত্যেক স্বচ্ছল মুসলমান নারী-পুরুষ, নাবালেগ ও সাবালেগের পক্ষ থেকে অবশ্যকরণীয়ভাবে পালন করতে হয় তাহলো– সাদাকাতুল ফিতর আদায়। সাদাকাতুল ফিতর হলো– প্রত্যেক বিত্তবান ও স্বচ্ছল ব্যক্তি (যার নিকট যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ

www.pathagar.com

থাকে চাই তার উপর যাকাত ফরজ হোক বা না হোক) কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিজেদের দৈনন্দিন প্রধান খাদ্যদ্রব্য যেমন আমাদের দেশে চাল, গম বা আটা ইত্যাদি অথবা সমমূল্যের নগদ অর্থ বিত্তহীন অস্বচ্ছল গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলি-বন্টন। এ উপলক্ষে এ সময় দেশের প্রশাসনিক ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্ববহ বৈকি। এহেন সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের মাধ্যমে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের মধ্যে রোজাদার ব্যক্তিদের জানা-অজানা ভুলত্রুটিগুলি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন একদিকে মাফ করে দিয়ে থাকেন অপরদিকে তেমনি সমাজের গরিব-দুঃখী ও নিঃস্ব ব্যক্তিরাও ঈদ-উৎসবের প্রস্তুতি নিতে পারেন। এমনিভাবে তারাও ঈদানন্দে পূর্ণভাবে প্রস্তুতিসহ শরিক হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এতে সিয়াম সাধনার দীক্ষায় নিজেদের সাফল্যের পূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহর আইনের প্রতি দায়িত্বানুভূতি, অবিচল নিষ্ঠা, সামাজিক ঐক্য ও ভারসাম্যতা এবং পরস্পর সম্প্রীতির বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয়, এ সময় মুসলমানদের বিশেষ সাদকা ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে সমাজের ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সবাই পরস্পরের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবতার অকৃত্রিম ও নজিরবিহীন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সাদাকাতুল ফিতর ও বিশেষ দান-খয়রাত ছাড়াও অধিক ফজিলতের আশায় বিত্তবান মুসলমানরা সাধারণত এ সময়ই তাদের যাকাত প্রদানের উপর বিশেষভাবে তৎপর হয়ে থাকেন। ফলে সমাজে অসহায় ও বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের সর্বত্র একইভাবে সামাজিক সমতা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে যা পবিত্র মাহে রমজানে নাযিলকৃত আল্ কুরআনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের এক অবিচ্ছেদ্য কর্মসূচী। যেহেতু যাকাত ব্যবস্থা চালু করা ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্মসূচী, যেখানে ইসলামী সরকার কায়েম নেই সেখানে ঈমান ও তাকওয়ার দাবিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর এ সার্বজনীন বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জজবা ও দায়িত্ববোধও এ সময় মুসলমানদের মধ্যে তীব্রভাবে অনুভূত এবং জাগ্রত হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও ইসলামী সরকার কর্তৃক আল্লাহর এ বিধান অনুযায়ীই সমাজে বিত্তবানদের নিকট হতে যাকাত উসুল করা হতো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করা হতো। বর্তমানকালে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে বিত্তবানরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাকাত আদায় করে থাকেন বটে। এতে

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকাত গ্রহিতাদের প্রতি যাকাত দাতার অনুকম্পা মনে হয়। এটা আদৌ ঠিক নয় বরং দরিদ্র শ্রেণীর এটা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকার।

অতঃপর ঈদের চাঁদ উঠার পরপরই আল্লাহ্পাক মুসলমানদের জন্য খোশখবরিসহ লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা দুনিয়ার বুকে পাঠিয়ে থাকেন। ফেরেশতাগণ ঈদের খুশিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সমাজের আনাচে-কানাচে ছুটাছুটি করতে থাকে। একমাত্র মানুষ এবং জ্বীন জাতি ছাড়া আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টিজগতই তাদের এ ছুটাছুটি পরিলক্ষ্য করতে পারে। পরিশেষে ফেরেশতাগণ ঈদের দিন অতি ভোর হতে সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানাতে থাকে– "হে মুসলমানগণ! আপন প্রভুর কাছে চল যিনি অতি দয়ালু, যিনি নেকী ও মঙ্গলের কথা বলেন ও সেমত আমল করার তৌফিক দান করেন আর তার জন্য বহু পুরস্কার দান করে থাকেন। তাঁর তরফ থেকে তোমাদিগকে রোজা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে তাই তোমরা রোজা রেখেছো, তারাবীহ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে তাই তোমরা তারাবীহ পড়েছো এবং আপন প্রভুর আনুগত্য দেখিয়েছো। সুতরাং চল নিজ নিজ পুরস্কার গ্রহণ কর।"

তখন মুসলমানগণ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সালাতুল ফজর বাদ ফেরেশতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈদ-উল্-ফিতরের নামাযের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মিসওয়াক ও গোসল সেরে পাক পবিত্র হয়। সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতঃ সুরমা ও আতর সুগন্ধি লাগিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পবিত্র দরবারে হাজির হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। এদিন দুনিয়াবী কোন কাজের কর্মসূচী সাধারণত কারও থাকে না। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ছোট-বড়, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ঈদগাহের দিকে চলতে থাকে। সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আমীর-ফকির সকলেই আজ নিজেদের পারস্পরিক সকল ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলে গিয়ে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা গাইতে গাইতে ঈদগাহ ময়দানে জড়ো হতে থাকে। আশেকান জনতার মুখে মুহুর্মুহু ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে– **আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ॥ আল্লাহু আকবর কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওলা আছীলা**। অতঃপর সকলে কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, লালসা ইত্যাদি সকল দুনিয়াবী চিন্তামুক্ত হয়ে দু'রাকাত নামাজের মাধ্যমে আপন প্রভু এক আল্লাহর শানে নিজেদের বিগত এক মাসের আমলনামা পেশ করতে থাকেন। নামাজান্তে ইমাম সাহেব ঈদ-উল্-ফিতরের খুদবা পেশ করে থাকেন।

www.pathagar.com

খুদবায় একদিকে তিনি মাসব্যাপী সিয়াম সাধনায় তাকওয়ার গুণার্জনের জন্য যেমন শুকরিয়া আনন্দ-বাণী উচ্চারণ ও আনুষ্ঠানিক ঈদ-উৎসবের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকেন, অপরদিকে এ উপলক্ষে বাহ্যিক কৃত্রিমতা অনুসারীদের জন্য তেমনি ঘোষণা দিয়ে থাকেন–

"নিশ্চয়ই এ ঈদ ধনীর বর্ণাঢ্য ও চোখ ধাঁধানো পোশাক-আশাক ও প্রাচুর্যের ঈদ নয়। এ ঈদ তার জন্যও নয় যে এ মাসে পেট ভরে আহারের প্রাচুর্যে বিভোর থাকে। ধিক্ (ওয়াঈদ) তার বাহ্য আড়ম্বরতা এবং লোকদেখানো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন। এ ঈদ ঐ গরিব রোজাদারের জন্য যে একমাস সিয়াম সাধনা করতঃ তাকওয়ার গুণ অর্জন করেছে"

ইমাম সাহেবের এহেন খুদবার মাধ্যমেও ঈদ-উল্ ফিতর এবং ঈদ-উৎসবের প্রকৃত তাপর্য ফুটে উঠে। ফলে সমবেত সকলেই নিজেদের ঈমানী এবং আমলী জিন্দেগীর চূড়ান্ত মুহাসাবা করার প্রয়াস পায়। কারণ ঈদ-উল্-ফিতর ও ঈদ-উৎসবের আসল হকদারইতো হলো প্রকৃত রোজাদারগণ। অতঃপর নিজেদের দুর্বলতাগুলির জন্য তওবা এস্তেগফার করতঃ তাকওয়ার গুণাবলীতে পুনঃপুনঃরূপে আত্মসমর্পণের শপথ নিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট খুদবা শেষে সমবেত সকলেই শেষবারের মত কাতরকণ্ঠে দোয়া ও মুনাজাত করতে থাকে। জীবনের চরম এবং পরম দেনা-পাওনা ও চাওয়া-পাওয়ার এ একটি মুহূর্তে তখন আল্লাহর ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকে– "হে মানবগণ! এই ঈদের দিন পুরস্কারের দিন। অতঃপর তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা কামিয়াবী ও সফলতার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাও।"

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى O وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

মহান আল্লাহ বলেন– **"কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করল এবং নিজের প্রভুর নাম স্মরণ করল। নামাজও পড়ল।"** (সুরা আল্ আ'লা ঃ ১৪-১৫)

এমনি করে পুরস্কার প্রাপ্তির পর সকলেই এক অনাবিল আনন্দের ফাল্গুধারায় মিলিত হয়। পারস্পরিক কোলাকুলি ও সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে সমবেত সকলেই সামাজিক মিলনের এক বিরাট হৃদ্যতাপূর্ণ, আনন্দঘন ও সার্বজনীন সম্পর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। আর এভাবেই ঈদ-উল্-ফিতরের প্রকৃত তাৎপর্য ফুটে উঠে। তাই ঈদ-উল-ফিতরের এ আনন্দধারায় কোন বাহ্যিক কৃত্রিমতা স্থান পায় না। তারপর শুরু হয় পারিবারিক খোশ-খবরি এবং সেমাই-

www.pathagar.com

মিষ্টি নিমন্ত্রণের আনুষ্ঠানিকতা পর্ব। এদিন সকল রাজনৈতিক সহিংসতা ও গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানুষ আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নবায়ন করতে প্রয়াস পায়। ঈদ-উৎসবের এ উছিলায় ঈদের ছুটিতে অনেক প্রবাসী লোক স্বদেশবাড়িতে এসে ফিরে পায় তাদের রেখে যাওয়া আকাঙ্ক্ষিত স্মৃতিময় দিনগুলি। তারা বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন করতে থাকে মন্থন। সেই কবে থেকে একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি, কথা আর গল্প হয়নি, জমেনি হাসি-তামাসার আড্ডা, অনাবিল আনন্দের ফোয়ারায় অন্তত একটি দিনের জন্য হলেও তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায় প্রবাসী জীবনের একঘেঁয়েমি কর্মময় জীবন। অপরপক্ষে প্রহরগণা বাবা-মাও স্নেহাস্পদ আনন্দে আপ্লুত হয়ে কানায় কানায় ভরে উঠে তাঁদের নয়নের মণি, কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ত তিদেরকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে। আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহর কাছে শোকরগুজার করতে করতে তাদের চোখে অনেক সময় নেমে আসে শ্রাবণের ঢল। আনন্দ-উৎসবের এ স্রোতধারা চলতে থাকে সারাটা দিন সবখানে, জাতীয় জীবনেও ভরে উঠে শান্তি ও সুস্থতা। ঈদ-উত্তর বাকি ১১ মাসের কর্মময় জীবনে তাকওয়ার ভিত্তিতে দেশ ও জাতি পুনর্গঠনে প্রতিটি মানুষ পেয়ে থাকে নতুন প্রেরণা, আশা ও উদ্দীপনা এবং লাভ করে থাকে আত্মিক ও নৈতিক জীবনীশক্তি। জাতীয় জীবনে গড়ে উঠে শান্তিময় স্বর্গরাজ্য। তাই আসুন ঈদ-উল্-ফিতরের এ দীক্ষায় আমরা উজ্জীবিত হই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ দীক্ষায় কবুল করুন।

১. ঈদের নামাজ একা একা হয় না কেন?

পশ্চিম আকাশে সওয়ালের চাঁদ উদিত হওয়ার সাথে সাথেই সুসংবাদ এবং খুশী ও আনন্দের খবর ঘোষণা হয়ে যায় প্রতিটি রোজাদার সিয়াম সাধনাকারীদের জন্য। আনন্দ-হিল্লোলে ধ্যান ভেঙ্গে যায় মসজিদে মসজিদে আল্লাহ্র ধ্যানে এতেকাফকারীদের। মাসব্যাপী দীর্ঘ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজার কুদরাতি তাপে প্রজ্জ্বলিত পাপের বিনিময় লাভের ঘোষণা হতে থাকে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে। আল্লাহ্র ফেরেস্তারা সমস্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে থাকে- হে উম্মতে মুহাম্মাদ তোমরা তোমাদের দয়ালু আপন প্রভূর দিকে চল তিনি আজ অতি বিরাট দান করবেন এবং বড় গুনাহ্ মাফ করবেন।

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- ঈদুল ফিতরের দিন ফেরেস্তারা জমিনে নেমে আসে এবং উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন ভাবে আওয়াজ দিতে থাকে যে মানুষ ও জ্বীন ছাড়া আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিই তা শুনতে পায়। তাই আসমানে ফেরেস্তাদের নিকট ঈদকে পুরস্কারের দিন বলা হয় এবং আসমান ও জমিনের মাঝখানে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এ পুরস্কার মানব জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা। সুতরাং বড় পুরস্কারের জন্য বড় গণজমায়েত প্রয়োজন বিধায় ঈদ হচ্ছে কিয়ামতের সময় হাশরের ময়দানে বিশাল সমাবেশের অনুকরণে দুনিয়াতেই বড় গণজমায়েতের ব্যবস্থা। এমনিভাবে ঈদের নামাজ দুনিয়াতেই আখেরাতের পুরস্কার প্রাপ্তির বড় গণজমায়েত। তাই এহেন অনুষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে একার কোন কাজ নয়।

২. ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম কেন?

মাহে রমজানে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র এক আল্লাহ্র প্রতি আদেশ নিষেধ মেনে চলার পথে পূর্ণতা লাভ করে বিধায়ই আল্লাহ্র প্রতি বান্দাহ্র জন্য এক বিরাট আতিথেয়তা। আল্লাহ্ পাক নিজেই ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ঈদে দাওয়াত দিয়ে তার অনুগত বান্দাহ্দের পুরস্কার প্রদান আতিথেয়তার মাধ্যমে উদ্বোধন করে থাকেন। এমনিভাবে প্রচলিত হয় মুসলিম সমাজে ঈদ উপলক্ষে পারস্পারিক দাওয়াত ও আতিথেয়তার আচার অনুষ্ঠান। আর এ কারণেই আতিথেয়তার এ দিন রোজা রাখা হারাম করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঈদ্-উল্-আযহা ও কুরবানীর বাস্তব শিক্ষা

ঈদ বলতে আমরা সাধারণত খুশি বা আনন্দ-উৎসব বুঝে থাকি। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতিই তাদের নিজ নিজ পরিবেশ ও পদ্ধতিতে আনন্দ-উৎসব করে থাকে এবং তাদের স্ব স্ব আনন্দ-উৎসব ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও আকীদাহ-বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তবে এসব আনন্দ-উৎসব নিছক কোন হাসি-তামাসা বা নিরর্থক বেহুদা কোন অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ড নয়। জাতীয় জীবনেও এর অপরিসীম প্রভাব-প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। ফলে উৎসবের এসব দিনগুলি সাধারণতই জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে গোটা মুসলিম বিশ্বে জাতীয় দিবস হিসেবে বছরে দুটি ঈদ-উৎসব (ঈদ-উল্-ফিতর এবং ঈদ-উল্-আযহা) অন্যান্য সকল জাতির জাতীয় উৎসব হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সার্বজনীন এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। তাই ঈদ-উৎসব কেবল আমাদের জাতীয় জীবনেই শুধু নয়, বরং গোটা বিশ্বব্যাপী মানব সমাজে অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মুসলিম মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সুন্নত এবং বিশ্বনবী ও সরদারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আমলী সুন্নত হিসেবে প্রতি বছর দশ জিলহজ্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ঈদ-উল-আযহা। এদিন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রিয়তম পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)কে কুরবানী করার মাধ্যমে এক আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ এবং আনুগত্যের বিধান এবং খোদায়ী নির্দেশের স্মারক হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় চিরঅম্লান ও শাশ্বত স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাই প্রতি বছর মুসলিম উম্মাহ ঈদ-উল-আযহার দিন পশু কুরবানীর মাধ্যমে নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ এমনকি নিজেদের জীবনও আল্লাহর পথে কুরবানীর সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে।

গোটা বিশ্বব্যাপী মুসলিম মিল্লাত একইরূপে সমাজবদ্ধভাবে খোলা মাঠ তথা ঈদগাহে দু'রাকাত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে শুরু হয় ঈদ্-উল্-আযহা উদযাপনের অতি তাৎপর্যমণ্ডিত পবিত্র কর্মসূচী। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে আগে-পরে কয়েকদিন পর্যন্ত তাকবীরে তাশরিক "আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ্, আল্লাহু আকবর কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া

www.pathagar.com

আছীলা" উচ্চারণের মাধ্যমে ঘোষণা হতে থাকে আল্লাহর একত্ববাদ, পবিত্রতা এবং সবকিছুতেই তার একচ্ছত্র মালিকানা। আর এমনিভাবে ৯ জিলহজ্জকে 'আরাফার' দিন এবং ১০ জিলহজ্জকে 'ইয়াওমুন্নাহার' বা 'কুরবানীর' দিন বলা হয়। ১১-১৩ জিলহজ্জকে বলা হয় 'আইয়ামে তাশরীক'। সুতরাং ৯ জিলহজ্জ ফজর হতে আছর পর্যন্ত মোট পাঁচ দিনই ওয়াজিব হিসেবে প্রতি ফরজ নামাজান্তে উচ্চস্বরে পড়তে হয় তাকবীরে তাশরীক। নারীদের জন্য এ তাকবীর ওয়াজিব নয় সুন্নত, তবে উচ্চস্বরে নয় নিঃশব্দে।

তাঁরই নির্দেশ পালনের লক্ষ্যে অকাতরে পেশ করা হয়ে থাকে তারই পথে আত্মত্যাগের চূড়ান্ত নমুনা। কেবলামুখী হয়ে নিজ হাতে নিখুঁত প্রিয় পশু যেমন– ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ কিংবা উট যবেহ হয়ে থাকে (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ কাউছার ঃ ২)। এমনিভাবে কুরবানীকারীর নিজ অন্তরে সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমানী জজবা এতটুকু অনুভূত হয়ে থাকে যে, কেবল প্রিয় পশু কিংবা প্রিয়তম সম্পদ নয় বরং নিজের জীবনও এক আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আল্লাহপাক শিখিয়ে দিয়েছেন এ বলে যে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জন্ম ও আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট" (আনআম ঃ ১৬২)

এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পথ অনুসরণ করে একদিকে আল্লাহর একত্ববাদ মহাপরাক্রমশীলতা ঘোষণা এবং অপরদিকে তারই পথে নিজেকে উৎসর্গ করার সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমেই খুঁজে পেতে হয় ঈদ্-উল-আযহা এবং কুরবানীর তাৎপর্যমণ্ডিত বাস্তব শিক্ষা।

অতঃপর কুরবানীর গোশত বিতরণ এবং পারস্পরিক দাওয়াতি কার্যক্রম আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি ফকির, মিসকিন নারী-পুরুষ সবাই একই অন্তরঙ্গ ভাবধারায় গোটা মিল্লাতের ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতি হতে থাকে মজবুত। গোশত বিতরণ, দাওয়াত এবং যোগাযোগের মাধ্যমে বছরান্তে নতুন করে কেবল নবায়নই হয় না বরং গাঢ় থেকে আরও নিগুঢ় হয়ে থাকে পারস্পারিক এ সম্পর্ক। এমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় গোটা বিশ্ব মুসলিম মিল্লাত, যা বিশ্বায়নের এ যুগে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাম্প্রতিক অশান্ত পৃথিবীতে আজ একান্ত অপরিহার্য এবং বিশ্ব মানবকূলের ঐকান্তিক কামনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ঈদ্-উল্-আযহা উপলক্ষে সকলকে কবুল করুন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

সম্বিত

নিজ ইচ্ছায় আসিনি পৃথিবীতে
যেতেও পারব না স্ব-ইচ্ছায় ফিরে
মধ্যবর্তী ক্ষণস্থায়ী এ জিন্দেগী তবে
কেনইবা চালিত হবে আপন ইচ্ছায়?

রয়েছি বিভোর, বেখেয়াল আমি
জানা-অজানা কত না কাজে
তাগুতের পথে, আর কত চলি
বিনিময় যার চির অশান্তিময় জিন্দেগানী ।

আনা-নেয়ার হে মালিক চিরন্তন
উদ্ধার কর মোরে তাগুতী বলয় হতে
মধ্যবর্তী সময়ের বাকিটা জীবন
তোমারই পথে চলে যেতে চাই
দয়া কর মোরে হে দয়াময়
চালিয়ে নাও তব ইচ্ছায়ই ॥

www.pathagar.com

আকর্ষণ

লেখকের পরবর্তী আকর্ষণ দংশিত বিবেক সম্বিত চেতনা-২

এতে রয়েছে–

১. রাসূলুল্লাহর (সা.) দু'জন সাহাবীর শহীদি শবের অলৌকিক ঘটনাঃ শাহাদতে হকের জ্বলন্ত সাক্ষী
২. কুরআন শরীফ 'আল্ কুরআন' এর বিকৃত নামকরণ
৩. নৈতিক দেউলিয়াপনা বিশ্বকে এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে
৪. কিয়ামতের আলামত
৫. আমাদের শিক্ষা নীতি ও জাতীয় লক্ষ্য
৬. আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমি কেন আমার সন্তানকে আল্ কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চাই
৭. গণসংযোগ ইকামাতে দ্বীনের চিরন্তন কর্মসূচি
৮. আশারায়ে মুবাশ্শারা

www.pathagar.com

প্রফেসর ডক্টর এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

গ্রন্থকার প্রফেসর ডক্টর এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ্ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুর‍্যাল ডিভেলপমেন্ট অনুষদের প্রফেসর ও ডীন। ইতোপূর্বে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, কৃষি অনুষদের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম জামিরায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন এবং মাতা মরহুমা জাহিদা খানম।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণীতে কৃষিতে অনার্স পাস করার পর পরই তিনি শিক্ষকতা ও গবেষণা পেশায় নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে তিনি ডেনমার্ক-বাকৃবি স্যান্ডউইচ প্রোগ্রামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দেশের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষক। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ সফর করেছেন এবং দেশ-বিদেশে পেশাভিত্তিক বহু সমিতি ও সংগঠনের সদস্য। একই সাথে তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাস্তবতার নিরিখে বিজ্ঞান ভিত্তিক কুরআন-হাদীসের গবেষক। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, স্কুল, কলেজসহ অনেক ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং পরিচালনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীকৃত বহু জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে। এছাড়া তিনি দেশ ও জাতীয় সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের ওপর বিভিন্ন দৈনিকের একজন সুপরিচিত লেখক। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের বাউবি'র আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের তিনি একজন রিসোর্স পারসন এবং উপস্থাপক। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলে তাঁর তথ্যবহুল জ্ঞান-সমৃদ্ধ আলোচনা প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে। স্ত্রী আখতার জাহান, চার মেয়ে এবং চার ছেলে নিয়ে তাঁর রয়েছে একটি আদর্শ পরিবার।